এলেম ও যিকির

এলেম

আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তা হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার জন্য আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পালন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ওয়ালার এলেম হাসিল করা। অর্থাৎ এই বিষয়ে যাচাই করা যে, আল্লাহ তায়ালা বর্তমান অবস্থায় আমার নিকট কি চাহিতেছেন।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾ [البقرة: ١٥١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যেমনভাবে আমরা (কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করিয়া তোমাদের উপর আপন নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়াছি, তেমনভাবে) আমরা তোমাদের মধ্যে একজন (মহান) রাসূল প্রেরণ

করিয়াছি। যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন, তিনি তোমাদিগকে আমাদের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান, তোমাদিগকে নফসের নাপাকী হইতে পাক করেন, তোমাদেরকে কুরআনে কারীমের তালীম দেন, এবং এই কুরআনের ব্যাখ্যা ও আপন সুন্নাত ও তরীকার (ও) তালীম দেন, আর তোমাদিগকে এরূপ (কাজের) কথা শিক্ষা দেন যাহা তোমরা জানিতেও না। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا﴾ [النساء: ١١٣]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় নাযিল করিয়াছেন এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন যাহা আপনি জানিতেন না, আর আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ রহিয়াছে। (নিসা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আপনি এই দোয়া করুন যে, হে আমার রব আমার এলেম বৃদ্ধি করিয়া দিন। (তহা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [النمل: ١٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে এলেম দান করিয়াছি এবং ইহার উপর তাহারা উভয় নবী বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে আপন বহু ঈমানদার বান্দাগণের উপর সম্মান দান করিয়াছেন। (নামল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং আমরা এই উদাহরণসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করি, (কিন্তু) জ্ঞানবানরাই উহা বুঝিতে সক্ষম হয়। (আনকাবূত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾ [فاطر: ٢٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ঐ সকল বান্দাগণই ভয় করেন যাহারা তাঁহার আজমত সম্পর্কে জানেন। (ফাতির)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ [الزمر: ٩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইতেছে যে,—আপনি বলিয়া দিন, যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা অজ্ঞ, তাহারা কি বরাবর হইতে পারে? (যুমার)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾ [المجادلة: ١١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসে অন্যদের জন্য বসার জায়গা করিয়া দাও তখন তোমরা আগতদের জন্য জায়গা করিয়া দিও,আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (জান্নাতে) প্রশস্ত জায়গা দান করিবেন। আর যখন (কোন প্রয়োজনে) তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিস হইতে উঠিয়া যাও, তখন উঠিয়া যাইও। আল্লাহ তায়ালা (এই হুকুম ও এমনিভাবে অপরাপর হুকুম মান্য করার কারণে) তোমাদের মধ্যে ঈমানদারগণের এবং যাহাদিগকে (দ্বীনের) এলেম দান করা হইয়াছে তাহাদের মর্তবা উঁচা করিয়া দিবেন। আর তোমরা যাহাকিছু কর উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। (মুজাদালাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ [البقرة: ٤٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সত্যকে আর অসত্যের সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া বুঝিয়া সত্য অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম আহকামকে গোপন করিও না। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ [البقرة: ٤٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(কি আশ্চর্য ! যে,) তোমরা লোকদেরকে তো নেককাজের হুকুম কর, অথচ নিজের খবর লও না। অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করিয়া থাক। (যাহার চাহিদা এই ছিল যে, তোমরা এলেমের উপর আমল করিতে) তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না? (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ﴾

[هود:٨٨]

হযরত শোআইব আলাইহিস সালাম আপন কাওমকে বলিলেন, (আমি যেমন তোমাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছি, নিজেও তো উহার উপর আমল করিতেছি।) এবং আমি ইহা চাই না, যে কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করি স্বয়ং উহা করি। (হুদ)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرٰى، إِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ أُرْسِلْتُ بِهِ. رواه البخارى، باب فضل من علم وعلم، رقم:٧٩

১. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে এলেম ও হেদায়াতের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, উহার দৃষ্টান্ত সেই বৃষ্টির ন্যায় যাহা কোন জমিনের উপর মুষলধারে বর্ষিত হয়। (আর যে জমিনের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হইল উহা তিন প্রকারের ছিল।) (১) উহার

এক টুকরা অতি উত্তম ছিল, যাহা পানিকে নিজের ভিতর শোষণ করিয়া লইল ;অতঃপর যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করি। (২) জমিনের অপর টুকরা কঠিন ছিল, (যে পানিকে শোষণ তো করিল না, কিন্তু) উহার উপর পানি জমিয়া রহিল। আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারাও লোকদেরকে উপকৃত করিলেন। তাহারা নিজেরাও পান করিল, পশুদেরকেও পান করাইল এবং ক্ষেত কৃষিও করিল। (৩) সেই বৃষ্টি জমিনের এমন টুকরার উপরও বর্ষিত হইল যাহা খোলা ময়দান ছিল, যাহা না পানি জমা করিয়া রাখিল আর না ঘাস উৎপন্ন করিল।

এমনিভাবে (মানুষও তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম) দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির, যে দ্বীনের বুঝ হাসিল করিল এবং যে হেদায়াত সহকারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপকৃত করিলেন। সে নিজেও শিক্ষা করিল এবং অপরকেও শিক্ষা দিল। (দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির যে নিজে তো ফায়দা হাসিল করে নাই, কিন্তু অন্যরা তাহার দ্বারা ফায়দা পাইয়াছে।) (তৃতীয় দৃষ্টান্ত) সেই ব্যক্তির যে উহার প্রতি মাথা উঠাইয়াও দেখিল না, আর না আল্লাহ তায়ালার সেই হেদায়াতকে সে গ্রহণ করিল, যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। (বোখারী)

٢- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء فى تعليم القرآن، رقم:٢٩٠٧

২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (তিরমিযী)

٣- عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسٰى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُوْلَانِ بِمَا كُسِيْنَا هٰذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٦٨

৩. হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, উহা শিক্ষা করে, উহার উপর আমল করে তাহাকে কেয়ামতের দিন তাজ (মুকুট) পরানো হইবে, যাহা নূর দ্বারা তৈরী হইবে। উহার আলো সূর্যের আলোর ন্যায় হইবে। তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরানো হইবে যে, সমগ্র দুনিয়া উহার মোকাবিলা করিতে পারে না। তাহারা আরজ করিবেন, আমাদিগকে এই পোশাক কি কারণে পরানো হইয়াছে? এরশাদ হইবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন শরীফ পড়ার বিনিময়ে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৪- عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ، اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِيْ عَمِلَ بِهٰذَا. رواه أبوداود، باب في ثواب قراءة القران، رقم:١٤٥٣

৪. হযরত মুআয জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে, তাহার পিতামাতাকে কেয়ামতের দিন এমন এক তাজ (মুকুট) পরানো হইবে যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও অধিক হইবে। অতএব যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর উদয় হয়! (তবে উহা যে পরিমাণে আলো ছড়াইবে সেই তাজের আলো উহা হইতেও অধিক হইবে।) তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যে স্বয়ং কুরআন শরীফের উপর আমল করিয়াছে? (অর্থাৎ যখন পিতামাতার জন্য এই পুরস্কার, তখন আমলকারীর পুরস্কার তো ইহা হইতে আরো অনেক বেশী হইবে।) (আবু দাউদ)

৫- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ، لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ، وَفِيْ جَوْفِهِ كَلَامُ اللّٰهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب ٣٥٢/٢

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কালামুল্লা শরীফ পড়িয়াছে সে নিজের দুই পাঁজরের মাঝে নবুওতের এলেমসমূহকে ধারণ করিয়াছে। অবশ্য তাহার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় না। হাফেজে কুরআনের উচিত নয়, যে গোস্বা করে তাহার সহিত সে গোস্বা করিবে অথবা মূর্খের ন্যায় আচরণকারীদের সহিত সে মূর্খের ন্যায় আচরণ করিবে, কারণ সে নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কালাম ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম, তরগীব)

৬- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ. رواه الحافظ أبوبكر الخطيب فى تاريخه بإسناد حسن، الترغيب ١٠٣/١

৬. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এলেম দুই প্রকার। এক ঐ এলেম যাহা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহাই উপকারী এলেম। দ্বিতীয় ঐ এলেম যাহা শুধু জিহ্বার উপর থাকে, অর্থাৎ আমল ও এখলাস হইতে খালি হয়। উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মানুষের বিরুদ্ধে (তাহার অপরাধী হওয়ার) প্রমাণ স্বরূপ। (অর্থাৎ এই এলেম তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবে যে, জানা সত্ত্বেও আমল কেন কর নাই।) (তরগীব)

৭- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِيْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! نُحِبُّ ذٰلِكَ، قَالَ: اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَاُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَرْبَعٍ، وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ؟ رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن..... رقم:١٨٧٣

৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। আমরা সুফফাতে বসিয়াছিলাম।

তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করে যে, প্রত্যহ সকালে বুতহা অথবা আকীক বাজারে যাইবে আর কোন গুনাহ (যেমন চুরি ইত্যাদি) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত দুইটি অতি উত্তম উটনী লইয়া আসিবে? আমরা আরজ করিলম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহা তো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সকালবেলা মসজিদে যাইয়া তোমাদের কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা অথবা পড়া দুই উটনী হইতে, তিন আয়াত তিন উটনী হইতে এবং চার আয়াত চার উটনী হইতে উত্তম এবং উহার সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটনী ও উটের সমষ্টিগত সংখ্যা হইতে উত্তম। যেমন এক আয়াত এক উটনী ও এক উট উভয় হইতে উত্তম।

٨- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي.

(الحديث) رواه البخارى، باب من يرد الله به خيرا ....، رقم:٧١

৮. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সহিত কল্যাণের এরাদা করেন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আমি তো শুধু বন্টনকারী, আল্লাহ তায়ালাই দান করার মালিক। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম বন্টনকারী, আর আল্লাহ তায়ালা সেই এলেমের বুঝ, উহাতে চিন্তা ফিকির ও সে অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেওয়ার মালিক। (মেরকাত)

٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ. رواه البخارى، باب قول النبي ﷺ اللهم علمه الكتاب، رقم:٧٥

৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিজের বুকের সহিত লাগাইলেন এবং এই দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে কুরআনের এলেম দান করুন। (বোখারী)

١٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا. رواه البخارى، باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم:٨٠

১০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি এই যে, এলেম উঠাইয়া লওয়া হইবে। অজ্ঞতা আসিয়া পড়িবে, (প্রকাশ্যে) মদ্যপান করা হইবে এবং ব্যভিচার ছড়াইয়া পড়িবে। (বোখারী)

١١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّيْ لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِيْ أَظَافِيْرِيْ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِيْ يَعْنِيْ عُمَرَ قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ. رواه البخارى، باب اللبن، رقم:٧٠٠٦

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, একবার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার নিকট দুধের পেয়ালা পেশ করা হইল। আমি উহা হইতে এত পরিমাণে পান করিলাম যে, আমি আমার নখ হইতে পর্যন্ত উহার পরিতৃপ্তি (র আছর) বাহির হইতে অনুভব করিতেছিলাম। অতঃপর বাকি দুধ আমি ওমরকে দিলাম। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহার কি ব্যাখ্যা করিলেন। এরশাদ করিলেন, 'এলেম।' অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলেম হইতে পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিবেন। (বোখারী)

١٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة، رقم:٢٦٨٦

১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন কল্যাণ (অর্থাৎ এলেম) হইতে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। সে এলেমের কথা

শুনিয়া শিখিতে থাকে (অবশেষে তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়ে) এবং জান্নাতে দাখেল হইয়া যায়। (তিরমিযী)

১৩- **عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ! لَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.** رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه، رقم:٢١٩

১৩. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যার, তুমি যদি সকালবেলা যাইয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিখিয়া লও তবে তাহা একশত রাকাত নফল হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিখিয়া লও, চাই তাহা সেই সময় আমল হউক বা না হউক, (যেমন তায়াম্মুমের মাসায়েল) তবে হাজার রাকাত নফল পড়া হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

১৪- **عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ.** رواه ابن ماجه، باب فضل العلماء.....، رقم:٢٢٧

১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নাবাভীতে কেবল কোন কল্যাণের কথা শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিবে সে (সওয়াব হিসাবে) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীর সমতুল্য হইবে। আর যে ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের আসবাবপত্র দেখিতেছে। (আর জানা কথা যে, অন্যের জিনিসপত্র দেখার মধ্যে নিজের কোন ফায়দা নাই।) (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ফযীলত সকল মসজিদের জন্যই। কারণ সমস্ত মসজিদই মসজিদে নাবাভীর অধীন। (ইনজাহুল হাজাত)

১৫- **عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ: خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقُهُوْا.** رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم ١/٢٩٤

১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী, যদি উহার সাথে সাথে দ্বীনের বুঝও থাকে। (ইবনে হিব্বান)

১৬- **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا.** (الحديث) رواه أحمد ٢/٥٣٩

১৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ খনির ন্যায়, যেমন স্বর্ণ রূপার খনি হইয়া থাকে। যাহারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম হইবে যদি তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে মানুষকে খনির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন বিভিন্ন খনিতে বিভিন্ন প্রকার খনিজদ্রব্য হয়। কোনটা বেশী দামী যেমন স্বর্ণ, রূপা। কোনটা কম দামী যেমন চুনা, কয়লা। এমনিভাবে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অভ্যাস ও গুণাবলী থাকে। যদ্দরুন কেহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয় এবং কেহ নিম্ন মর্যাদার হয়। এমনিভাবে স্বর্ণ রূপা যতক্ষণ খনিতে পড়িয়া থাকে ততক্ষণ উহার এরূপ মূল্য হয় না যেরূপ খনি হইতে বাহির হওয়ার পর হয়। তদ্রূপ মানুষ যতক্ষণ কুফরের অন্ধকারে আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ চাই যতই তাহার মধ্যে দানশীলতা ও বিরত্ব থাকুক না কেন তাহার সেই মূল্য হয় না যাহা ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের বুঝ হাসিল করার দ্বারা হয়। (মাজাহিরে হক)

১৭- **عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ.** رواه الطبراني فى الكبير ورجاله موثقون كلهم، مجمع الزوائد ١/٣٢٩

১৭. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু কল্যাণের কথা শিক্ষা করার জন্য অথবা শিক্ষা দানের জন্য মসজিদে যায় তাহার সওয়াব সেই হাজীর ন্যায় হয় যাহার হজ্জ কামেল হইয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (الحديث) رواه أحمد ٢٨٣/١

১৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও, তাহাদের সহিত সহজ ব্যবহার কর এবং কঠিন ব্যবহার করিও না। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا قَالَ: يَاأَهْلَ السُّوْقِ مَا أَعْجَزَكُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُقَسَّمُ، وَأَنْتُمْ هٰهُنَا، أَلَا تَذْهَبُوْنَ فَتَأْخُذُوْنَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ؟ قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجُوا سِرَاعًا، وَوَقَفَ أَبُوْهُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتّٰى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْئًا يُقَسَّمُ! فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْهُرَيْرَةَ: وَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ قَالُوا: بَلٰى! رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّوْنَ، وَقَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُوْنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْهُرَيْرَةَ: وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٣١/١

১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) একবার মদীনার বাজার দিয়া অতিক্রমকালে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে বাজারের লোকেরা, তোমাদিগকে কি জিনিস অক্ষম করিয়া দিয়াছে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়ারা, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া আছ, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হইতেছে। তোমরা যাইয়া কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজেদের অংশ লইতে চাও না? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোথায় বন্টন হইতেছে? তিনি বলিলেন, মসজিদে। লোকেরা দৌড়াইয়া মসজিদে গেল। আবু হোরায়রা (রাযিঃ) লোকদের ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকেরা ফিরিয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল, তোমরা ফিরিয়া আসিলে কেন? তাহারা আরজ করিল, হে আবু হোরায়ারা, আমরা মসজিদে গেলাম। মসজিদে প্রবেশ করার পর আমরা সেখানে কোন জিনিস বন্টন হইতে দেখিলাম না। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা মসজিদে কি কাহাকেও দেখ নাই? তাহারা আরজ করিল, জ্বি হাঁ, আমরা কিছু লোককে দেখিলাম তাহারা নামায পড়িতেছিল, কিছু লোক কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করিতেছিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, তোমাদের উপর আফসোস! ইহাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّيْنِ، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ.

رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣٢٧/١

২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার সহিত কল্যাণের এরাদা করেন তখন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন এবং সঠিক কথা তাহার অন্তরে ঢালেন।

(বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١- عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأٰى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَلَى النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوٰى

إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَآوَاهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ. رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ۰۰۰۰۰، رقم:٦٦

২১. হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন এবং লোকেরাও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল। এমন সময় তিন ব্যক্তি আসিল। দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মনোযোগী হইল, আর একজন চলিয়া গেল। উক্ত দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া গেল, তন্মধ্যে একজন মজলিসের ভিতর খালি জায়গা দেখিয়া সেখানে বসিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি লোকদের পিছনে বসিয়া গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি (যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে) পিঠ দিয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে অবসর হইলেন তখন এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলিব না? একজন তো আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের স্থান করিয়া লইল। অর্থাৎ মজলিসের ভিতর বসিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে (আপন রহমতের ভিতর) স্থান করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (মজলিসের ভিতরে বসিতে) লজ্জা অনুভব করিল। আল্লাহ তায়ালাও তাহার সহিত লজ্জাসুলভ ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ আপন রহমত হইতে বঞ্চিত করিলেন না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বেপরওয়া ভাব দেখাইল। আল্লাহ তায়ালাও তাহার সহিত বেপরওয়া ব্যবহার করিলেন। (বোখারী)

٢٢- عَنْ أَبِي هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَأْتِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، قَالَ: فَكَانَ أَبُوْسَعِيْدٍ إِذَا رَآنَا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الترمذي، باب ما جاء في الاستيصاء ۰۰۰۰، رقم:٢٦٥١

২২. হযরত আবু হারুন আবদী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, তোমাদের নিকট পূর্ব দিক হইতে লোকেরা দ্বীনের এলেম শিক্ষা করিবার জন্য আসিবে। অতএব যখন তাহারা

তোমাদের নিকট আসিবে তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ)এর সাগরিদ হযরত আবু হারুন আবদী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) যখন আমাদিগকে দেখিতেন তখন বলিতেন, 'খোশ আমদেদ (স্বাগতম) তাহাদিগকে, যাহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অসিয়ত করিয়াছেন।' (তিরমিযী)

٢٣- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُدْرِكْهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/ ٣٣٠

২৩. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এলেমের তালাশে লাগে, অতঃপর উহা হাসিল করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দুইটি সওয়াব লিখিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি এলেমের তালেব হয়, কিন্তু উহা হাসিল করিতে না পারে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি সওয়াব লিখিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١/ ٣٤٣

২৪. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি তখন তাঁহার লাল ডোরাযুক্ত চাদরে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এলেম হাসিল করিতে আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তালেবে এলেমের জন্য খোশ আমদেদ হউক, তালেবে এলেমকে ফেরেশতাগণ আপন পাখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লন। অতঃপর এত অধিক

পরিমাণে আসিয়া একের উপর এক সমবেত হইতে থাকেন যে, আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান। তাহারা সেই এলেমের মহব্বতে এরূপ করেন যাহা এই তালেবে এলেম হাসিল করিতেছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٥- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: إِنِّيْ لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِيْ وَحِلْمِيْ فِيْكُمْ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلَا أُبَالِيْ. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، الترغيب ١/١٠١

২৫. হযরত সা'লাবাহ ইবনে হাকাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য নিজের (শান অনুযায়ী) কুরসীতে উপবেশন করিবেন তখন ওলামাদেরকে বলিবেন, আমি আপন এলেম ও হিল্‌ম অর্থাৎ নম্রতা ও ধৈর্য ক্ষমতা হইতে তোমাদিগকে এইজন্য দান করিয়াছিলাম যে, আমি চাহিতেছিলাম, তোমাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদিগকে ক্ষমা করিব এবং আমি এই ব্যাপারে কোন পরওয়া করি না। অর্থাৎ তোমরা যত বড় গুনাহগারই হও না কেন তোমাদিগকে ক্ষমা করা আমার নিকট কোন বিরাট ব্যাপার নয়। (তাবারানী, তরগীব)

٢٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. رواه أبو داود، باب في فضل العلم، رقم: ٣٦٤١

২৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেমে

দ্বীন হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় চলে আল্লাহ তায়ালা এই কারণে তাহাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহ হইতে এক রাস্তায় চালাইয়া দেন। অর্থাৎ এলেম হাসিল করা তাহার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কারণ হইয়া যায়। ফেরেশতাগণ তালেবে এলেমের সন্তুষ্টির জন্য আপন পাখা বিছাইয়া দেন। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক এবং মাছ যাহা পানিতে রহিয়াছে সকলেই মাগফিরাতের দোয়া করে। নিঃসন্দেহে আবেদের উপর আলেমের ফযীলত এরূপ যেরূপ পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। নিঃসন্দেহে ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দিনার ও দেরহাম (মালদৌলত) এর উত্তরাধিকারী বানান না। তাহারা তো এলেমের উত্তরাধিকারী বানান। অতএব যে ব্যক্তি এলেমে দ্বীন হাসিল করিল সে (সেই সম্পত্তি হইতে) পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিল। (আবু দাউদ)

٢٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَمَوْتُ (الْعَالِمِ) مُصِيْبَةٌ لَا تُجْبَرُ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ. (وهو بعض الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢/٢٦٤

২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আলেমের মৃত্যু এমন মুসীবত যাহার প্রতিকার হইতে পারে না এবং এমন ক্ষতি যাহা পূরণ হইতে পারে না। আর আলেম এমন এক তারকা যে (মৃত্যুর কারণে) আলোহীন হইয়া গিয়াছে। একজন আলেমের মৃত্যু অপেক্ষা একটি গোত্রের মৃত্যু অতি নগন্য ব্যাপার। (বাইহাকী)

٢٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدٰى بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُوْمُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ. رواه أحمد ٣/١٥٧

২৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ওলামাদের দৃষ্টান্ত ঐ সমস্ত তারকার ন্যায় যাহাদের দ্বারা স্থলে ও জলের অন্ধকারে পথের দিশা

পাওয়া যায়। যখন তারকাসমূহ আলোহীন হইয়া যায় তখন পথচারীর পথ হারাইবার সম্ভাবনা থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম না থাকিলে লোকজন পথভ্রষ্ট হইয়া যায়।

٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَقِيْهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادة، رقم:٢٦٨١

২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন আলেমে দ্বীন শয়তানের উপর এক হাজার আবেদ অপেক্ষা কঠিন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ হইল, শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদকে ধোকা দেওয়া সহজ। কিন্তু পূর্ণ দ্বীনের বুঝ রাখে এমন একজন আলেমকে ধোকা দেওয়া মুশকিল।

٣٠- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادة، رقم:٢٦٨٥

৩০. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হইল। তন্মধ্যে একজন আবেদ ও অপরজন আলেম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন যেমন আমার ফযীলত তোমাদের মধ্য হইতে একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা লোকদের ভাল কথা শিক্ষা দেয় তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার ফেরেশতাগণ, আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক, এমনকি পিঁপড়া আপন গর্তে এবং মাছ (পানির ভিতর আপন আপন পদ্ধতিতে) রহমতের দোয়া করে। (তিরমিযী)

٣١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث إن الدنيا ملعونة، رقم:٢٣٢٢

৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে দূরে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার যিকির এবং ঐ সমস্ত জিনিস যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে (অর্থাৎ নেক আমল) এবং আলেম ও তালেবে এলেম। এই সব জিনিস আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে দূরে নয়। (তিরমিযী)

٣٢- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا، أَوْ مُحِبًّا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ. رواه الطبرانی فی الثلاثة والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/٣٢٨

৩২. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তুমি হয়ত আলেম হও, অথবা তালেবে এলেম হও, অথবা মনোযোগ সহকারে এলেম শ্রবণকারী হও অথবা এলেম ও আলেমদের মহব্বত করনেওয়ালা হও। (এই চার ব্যতীত) পঞ্চম প্রকার হইও না, নতুবা ধ্বংস হইয়া যাইবে। পঞ্চম প্রকার এই যে, তুমি এলেম ও আলেমদের সহিত শত্রুতা পোষণ কর। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. رواه البخاری، باب إنفاق المال فی حقه، رقم:١٤٠٩

৩৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দুই ব্যক্তি ব্যতীত কাহারো সহিত হিংসা করা জায়েয নাই। অর্থাৎ হিংসা করা যদি জায়েয হইত তবে এই দুই ব্যক্তি এমন ছিল যে, তাহাদের সহিত জায়েয হইত। এক ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ দিয়াছেন, আর সে উহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কাজে খরচ করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, আর সে সেই এলেম অনুযায়ী ফয়সালা করে এবং অন্যকে উহা শিক্ষা দেয়। (বোখারী)

٣٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِيْ: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ. رواه مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام ....، رقم:٩٣

৩৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়াছিলাম।

হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিল। যাহার পোশাক অত্যন্ত সাদা এবং চুল অত্যাধিক কাল ছিল। না তাহার বেশভূষায় কোন সফরের চিহ্ন ছিল (যাহা দ্বারা বুঝা যাইত যে, এই ব্যক্তি কোন মুসাফির) আর না আমাদের কেহ তাহাকে চিনিতেছিল (যাহাতে বুঝা যাইত যে, সে মদীনার বাসিন্দা)। যাহাই হোক সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকটবর্তী হইয়া বসিল যে, নিজের হাঁটু তাঁহার হাঁটুর সহিত লাগাইয়া দিল এবং নিজের উভয় হাত আপন উভয় উরুর উপর রাখিল। অতঃপর আরজ করিল, হে মুহাম্মাদ, আমাকে বলুন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ইসলাম (এর আরকান) এই যে, তুমি (মুখ ও অন্তর দিয়া) এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই, এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, নামায আদায় করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে বাইতুল্লার হজ্জ করিবে। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমরা এই ব্যক্তির কথায় আশ্চর্যবোধ করিলাম, কারণ সে প্রশ্ন করিতেছে (যেন সে জানে না)। আবার সে সত্যায়ন করিতেছে (যেন পূর্ব হইতেই জানে)। তারপর সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে বলুন, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ফেরেশতাগণকে, তাঁহার কিতাবসমূহকে, তাঁহার রাসূলগণকে এবং কেয়ামতের দিনকে অন্তর দ্বারা স্বীকার কর এবং ভালমন্দ তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখ। সে ব্যক্তি আরজ করিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। পুনরায় সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে বলুন এহসান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, এহসান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত ও বন্দেগী এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতেছ, আর যদি এই অবস্থা নসীব না হয় তবে এতটুকু তো ধ্যান কর যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন। অতঃপর সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন, (যে, কবে আসিবে?)। তিনি এরশাদ করিলেন, এই ব্যাপারে উত্তরদাতা প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জানে না। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমার এলেম তোমার অপেক্ষা বেশী নয়। সে ব্যক্তি আরজ করিল, তবে আমাকে উহার কিছু আলামতই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, (উহার একটি আলামত তো এই যে,) বাঁদী এমন মেয়ে প্রসব করিবে যে তাহার মনিব হইবে। আর (দ্বিতীয় আলামত এই যে,) তুমি দেখিবে যে, যাহাদের পায়ে

জুতা নাই, শরীরে কাপড় নাই, গরীব, বকরী চরানেওয়ালা, তাহারা বড় বড় দালান বানানোর ব্যাপারে একে অপর হইতে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিবে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম (এবং আগত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম না)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমর, জান কি, এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিল? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তিনি জিবরাঈল ছিলেন, তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে কেয়ামতের আলামতের মধ্যে 'বাঁদী এমন মেয়ে প্রসব করিবে, যে তাহার মনিব হইবে' বলা হইয়াছে। ইহার এক অর্থ এই যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পিতামাতার নাফরমানী ব্যাপক হইয়া যাইবে। এমনকি মেয়েরা যাহাদের স্বভাব মায়ের আনুগত্য বেশী হইয়া থাকে তাহারাও শুধু মায়ের নাফরমানই হইবে না বরং উহার বিপরীত তাহাদের উপর এমনভাবে হুকুম চালাইবে যেমনভাবে একজন মনিব আপন বাঁদীর উপর চালাইয়া থাকে। এই বিষয়কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মহিলা এমন মেয়ে প্রসব করিবে যে তাহার মনিব হইবে। দ্বিতীয় আলামতের অর্থ এই যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মালদৌলত এমন লোকদের হাতে আসিবে যাহারা উহার উপযুক্ত নয়। উচা উচা দালান বানানো তাহাদের অভিরুচি হইবে এবং উহাতে একে অপর হইতে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিবে। (মাআরিফে হাদীস)

٣٥- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ، أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلٰى أَدْنَاكُمْ رَجُلًا. رواه الدارمى ١٠٩/١

৩৫. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, উহাদের মধ্যে কে বেশী উত্তম? উহাদের মধ্যে একজন আলেম ছিল, যে ফরয নামায পড়িয়া লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে বসিয়া যাইত। অপর জন দিনভর রোযা রাখিত আর রাতভর এবাদত করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই আলেমের ফযীলত যে ফরয নামায পড়িয়া লোকদেরকে নেকীর কথা শিক্ষা দিতে মশগুল হইয়া যাইত ঐ আবেদের উপর যে দিনে রোযা রাখিত ও রাত্রে এবাদত করিত এরূপ যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের মধ্য হইতে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। (দারামী)

٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا بِهَا.

رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٢٥٥/٢

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। এলেম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। ফরয আহকাম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং এলেমও অতিসত্বর উঠাইয়া লওয়া হইবে। এমন কি দুই ব্যক্তি একটি ফরয হুকুম সম্পর্কে মতভেদ করিবে, আর (এলেম কম হইয়া যাওয়ার কারণে) এমন কোন ব্যক্তি পাইবে না যে, তাহাদিগকে ফরয হুকুমের ব্যাপারে সঠিক কথা বলিয়া দিবে।

(বাইহাকী)

٣٧- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. (الحديث) رواه أحمد ٢٦٦/٥

৩৭. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, এলেম ফেরৎ লইয়া যাওয়া ও উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার পূর্বে এলেম হাসিল

করিয়া লও। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِىْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. رواه ابن ماجه، باب ثواب معلم الناس الخير، رقم:٢٤٢

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর সে যে সমস্ত আমলের সওয়াব পাইতে থাকে তন্মধ্যে একটি এলেম, যাহা সে কাহাকেও শিখাইয়াছে এবং প্রচার করিয়াছে, দ্বিতীয় নেক সন্তান যাহাকে সে রাখিয়া গিয়াছে। তৃতীয় কুরআন শরীফ যাহা সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। চতুর্থ মসজিদ যাহা সে বানাইয়া গিয়াছে। পঞ্চম মুসাফিরখানা যাহা সে তৈয়ার করিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ নহর যাহা সে জারি করিয়া গিয়াছে। সপ্তম এমন সদকা যাহা সে জীবিত ও সুস্থাবস্থায় এমনভাবে করিয়া গিয়াছে যেন মৃত্যুর পর উহার সওয়াব পাইতে থাকে। (যেমন ওয়াকফের সুরতে সদকা করিয়া গিয়াছে) (ইবনে মাজাহ)

٣٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ. (الحديث) رواه البخارى، باب من أعاد الحديث ......، رقم:٩٥

৩৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা এরশাদ করিতেন তখন তিনবার বলিতেন যেন তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা এরশাদ করিতেন তখন উক্ত কথাকে তিনবার বলিতেন যাহাতে লোকেরা ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়। (মাজাহিরে হক)

٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ

الْعِبَادِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. رواه البخارى، باب كيف يقبض العلم؟ رقم:١٠٠

৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা (শেষ জামানায়) এলেমকে এইভাবে উঠাইবেন না যে, লোকদের (দিল–দেমাগ) হইতে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া লইবেন, বরং এলেম এইভাবে উঠাইবেন যে, ওলামাদেরকে এক এক করিয়া উঠাইয়া নিতে থাকিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকিবে না তখন লোকেরা ওলামাদের পরিবর্তে মূর্খ জাহেলদেরকে সর্দার বানাইয়া লইবে। তাহাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইবে, আর তাহারা এলেম ছাড়া ফতওয়া দিবে। পরিণতি এই হইবে যে, নিজে তো পথভ্রষ্ট ছিলই অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করিবে। (বোখারী)

٤١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন যে কঠোর মেজাযের হয়, অতিমাত্রায় খায়, বাজারে চিৎকার করে, রাত্রে মরার মত পড়িয়া (ঘুমাইতে) থাকে, দিনের বেলায় গাধার মত (দুনিয়াবী কাজে আটকিয়া) থাকে, দুনিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ হয় আর আখেরাতের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। (ইবনে হিব্বান)

٤٢- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّىْ قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَ أَوَّلَهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِىْ بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ: اتَّقِ اللّٰهَ فِيْمَا تَعْلَمُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل وهو عندى مرسل، باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة، رقم:٢٦٨٣

৪২. হযরত ইয়াযীদ ইবনে সালামা জু'ফী (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার নিকট হইতে বহু হাদীস শুনিয়াছি। আমার ভয় হয় যে, শেষের হাদীসগুলি হয়ত আমার স্মরণ থাকিবে, আর পূর্বের হাদীসগুলি ভুলিয়া যাইব। অতএব আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহুল কথা বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে সকল বিষয়ে তোমার এলেম রহিয়াছে সে সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক। অর্থাৎ আপন এলেম অনুযায়ী আমল করিতে থাক। (তিরমিযী)

٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ. رواه ابن ماجه، باب الإنتفاع بالعلم والعمل به، رقم:٢٥٤

৪৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ওলামাদের উপর বড়াই করা ও বেওকুফদের সহিত ঝগড়া করা (অর্থাৎ মূর্খ সর্বসাধারণের সহিত বচসা করা) ও মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করিও না। যে ব্যক্তি এরূপ করিবে তাহার জন্য আগুন রহিয়াছে, আগুন। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ 'এলেমকে মজলিস জমানোর উদ্দেশ্যে হাসিল করিও না'—এই কথার অর্থ এই যে, এলেমের দ্বারা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিও না।

٤٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبوداود، باب كراهية منع العلم، رقم:٣٦٥٨

৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার নিকট এলেমের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে উহা (জানা সত্ত্বেও) গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার মুখে আগুনের লাগাম পরাইয়া দিবেন। (আবু দাউদ)

٤٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَكْنِزُ الْكَنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে এলেম শিক্ষা করে, অতঃপর লোকদেরকে শিক্ষা দেয় না সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ধনভাণ্ডার জমা করে, অতঃপর উহা হইতে খরচ করে না। (তাবারানী, তরগীব)

٤٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. (وهو قطعة من الحديث) رواه مسلم، باب في الأدعية، رقم:٦٩٠٦

৪৬. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ،
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এমন এলেম হইতে যাহা উপকারে আসে না, এমন দিল হইতে যাহা ভয় করে না, এমন নফস হইতে যাহা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। (মুসলিম)

٤٧- عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة، رقم:٢٤١٧

৪৭. হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের উভয় কদম (হিসাবের স্থান হইতে) ততক্ষণ পর্যন্ত সরিতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহাকে এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আপন জিন্দেগী কি কাজে খরচ করিয়াছে? নিজের এলেমের উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছে? মাল কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছে এবং কোথায় খরচ করিয়াছে? নিজের শারীরিক শক্তি কি কাজে লাগাইয়াছে?

(তিরমিযী)

٤٨- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى، الترغيب ١/١٢٦

৪৮. হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আযদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে লোকদেরকে নেক কাজের কথা শিক্ষা দেয় আর নিজেকে ভুলিয়া যায় (অর্থাৎ নিজে আমল করে না) সেই চেরাগের ন্যায় যে লোকদের জন্য আলো দেয় কিন্তু নিজেকে জ্বালাইয়া ফেলে।

(তাবারানী, তরগীব)

٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ، اقْرَإِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَءُهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ١/٤٤٠

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অনেক এলেমের বাহক এলেমের বুঝ রাখে না। (অর্থাৎ এলেমের সহিত যে জ্ঞান বুঝ হওয়া দরকার তাহা হইতে খালি থাকে।) আর যাহার এলেম তাহার উপকার করে না তাহার অজ্ঞতা তাহার ক্ষতি সাধন করিবে। তোমরা কুরআনে করীমের (প্রকৃত) পাঠকারী তখন গণ্য হইবে যখন এই কুরআন তোমাদিগকে (গুনাহ ও খারাপ কাজ হইতে) বিরত রাখিবে। আর যদি কুরআন তোমাদিগকে বিরত না রাখে তবে তুমি উহার (প্রকৃত) পাঠকারীই নও। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَوَّاهًا، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَّضْتَ وَجَهَدْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتّٰى يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلٰى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاضَنَّ الْبِحَارُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُونَهُ وَيَقْرَءُونَهُ وَيَقُوْلُوْنَ: قَدْ قَرَأْنَا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّا؟ (ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلٰئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ أُوْلٰئِكَ؟ قَالَ: أُوْلٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلٰئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا جرحها، مجمع الزوائد ١/١٩١ طبع مؤسسة المعارف، بيروت. هند مقبولة، تقريب التهذيب

৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় এক রাত্রে দাঁড়াইলেন এবং তিনবার এই এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, আমি কি পৌছাইয়া দিয়াছি? হযরত ওমর (রাযিঃ) যিনি (আল্লাহ তায়ালার দরবারে অত্যাধিক) কান্নাকাটি করিতেন, তিনি উঠিয়া আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। (আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আপনি পৌছাইয়া দিয়াছেন।) আপনি লোকদিগকে ইসলামের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন এবং উহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও নসীহত করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমান অবশ্যই এই পরিমাণ বিজয় লাভ করিবে যে, কুফরকে তাহার ঠিকানায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আর নিঃসন্দেহে তোমরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সফরও করিবে এবং লোকদের উপর অবশ্যই এমন যামানা আসিবে যে লোকেরা কুরআন শিক্ষা করিবে, উহার তেলাওয়াত করিবে, আর বলিবে যে, আমরা পড়িয়া লইয়াছি বুঝিয়া লইয়াছি, এখন আমাদের অপেক্ষা উত্তম কে আছে? (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,) তাহাদের মধ্যে কি কোন কল্যাণ থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সামান্যতমও কল্যাণ নাই, অথচ তাহাদের দাবী যে, আমাদের অপেক্ষা উত্তম কে আছে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ইহারা কাহারা? এরশাদ করিলেন, ইহারা তোমাদের মধ্য হইতেই হইবে। অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবে এবং ইহারাই দোযখের ইন্ধন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ يَنْزِعُ هٰذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هٰذَا بِآيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ: يَا هٰؤُلَاءِ بِهٰذَا بُعِثْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُمِرْتُمْ؟ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات أثبات، مجمع الزوائد ٣٨٩/١

৫১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার নিকট বসিয়া পরস্পর এইভাবে আলোচনা করিতেছিলাম যে, একজন একটি আয়াতকে এবং অপরজন অন্য একটি আয়াতকে নিজের কথার সপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করিতেছিল (এইভাবে ঝগড়ার রূপ ধারণ করিল)। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। তাঁহার চেহারা মোবারক (রাগের দরুন) এরূপ রক্তবর্ণ হইতেছিল যেন, তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর ডালিমের দানা নিংড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি এরশাদ করিলেন, হে লোকেরা, তোমাদিগকে কি এই (ঝগড়ার) জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে, আর না তোমাদিগকে ইহার আদেশ করা হইয়াছে? আমার এই দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর ঝগড়ার দরুন তোমরা একে অপরের গর্দান মারিয়া কাফের হইয়া যাইও না। (কারণ এই আমল কুফর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।) (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّمَا الْأُمُوْرُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيْهِ فَرُدَّهُ إِلٰى عَالِمِهِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣٩٠/١

৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস

সালাম বলিয়াছেন, সমস্ত বিষয় তিন প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক. এই যে, উহার সঠিক হওয়া তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব উহার অনুসরণ কর। দ্বিতীয় এই যে, উহার বেঠিক হওয়া তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। তৃতীয় এই যে, উহার সঠিক ও বেঠিক হওয়া স্পষ্ট নয়। অতএব উহার ব্যাপারে যে জানে অর্থাৎ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও। (তাবারানী মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى الذى يفسر القرآن برأيه، رقم: ٢٩٥١

৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া হাদীস বর্ণনা করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিও। শুধু ঐ হাদীসই বর্ণনা করিও যাহার হাদীস হওয়া তোমাদের জানা থাকে। যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া আমার সহিত ভুল হাদীস সম্পৃক্ত করিয়াছে সে যেন দোযখের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। যে ব্যক্তি নিজের রায়ের দ্বারা কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে কিছু বলিয়াছে, সে যেন দোযখের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

٥٤- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. رواه أبوداؤد، باب الكلام فى كتاب الله بلا علم، رقم: ٣٦٥٢

৫৪. হযরত জুন্দুব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে নিজের রায় দ্বারা কিছু বলিয়াছে, আর উহা প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধও হয় তবুও সে ভুল করিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের তফসীর নিজের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা করে, আর ঘটনাচক্রে উহা সঠিকও হইয়া যায় তবুও সে ভুল করিয়াছে। কেননা সে এই তফসীরের ব্যাপারে না হাদীসের প্রতি রুজু হইয়াছে আর না ওলামায়ে কেরামের প্রতি রুজু হইয়াছে। (মাজাহিরে হক)

কুরআনে করীম ও হাদীস শরীফ হইতে আছর গ্রহণ করা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰىٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة:٨٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, —আর যখন এই সমস্ত লোক সেই কিতাব শ্রবণ করে যাহা রাসূলের উপর নাযিল হইয়াছে তখন আপনি (কুরআনে করীমের আছরের দরুন) তাহাদের চোখে অশ্রু বহিতে দেখিবেন, এই কারণে যে, তাহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ [الأعراف:٢٠٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন উহা কান লাগাইয়া শুন এবং চুপ থাক, যেন তোমাদের উপর রহম করা হয়। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف:٧٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—সেই বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, যদি আপনি (এলেম হাসিলের উদ্দেশ্যে) আমার সহিত থাকিতে চান তবে খেয়াল রাখিবেন, যেন কোন বিষয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করেন, যতক্ষণ আমি নিজেই সেই বিষয়ে আপনাকে বলিয়া না দেই। (কাহাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهٗ ط أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَأُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر:١٧، ١٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতেছেন,—আপনি আমার সেই সকল বান্দাগণকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহারা এই কালামে এলাহীকে কান লাগাইয়া শ্রবণ করে, অতঃপর উহার উত্তম কথাগুলির উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করিয়াছেন, আর ইহারাই জ্ঞানী লোক। (যুমার)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ [الزمر:٢٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে—আল্লাহ উৎকৃষ্ট বাণী অর্থাৎ কুরআনে কারীম নাযিল করিয়াছেন, উহা এমন কিতাব যাহার বিষয়াবলী পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বারবার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। যাহারা আপন রবকে ভয় করে তাহাদের দেহ এই কিতাব শুনিয়া কাঁপিয়া উঠে। অতঃপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের অন্তর কোমল হইয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরের প্রতি মনোনিবেশকারী হইয়া পড়ে। (যুমার)

হাদীস শরীফ

৫৫- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ، قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِيْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: أَمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. رواه البخاري، باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ... الآية، رقم:٤٥٨٢

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, আমাকে কুরআন পড়িয়া শুনাও। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আপনাকে কুরআন পড়িয়া শুনাইব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি অপরের নিকট হইতে কুরআন শুনিতে পছন্দ করি। অতএব আমি তাঁহার সম্মুখে সূরা নিসা পড়িলাম। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিলাম—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا

অর্থঃ ঐ সময় কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে আপনার উম্মতের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব?

তখন তিনি এরশাদ করিলেন, বাস, এখন থাক। আমি তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। (বোখারী)

٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية، رقم: ٧٤٨١

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার হুকুমের আজমত ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমের প্রতি নতি স্বীকার করতঃ আপন পাখাসমূহ নাড়িতে থাকেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এরূপ শুনিতে পান যেরূপ মসৃণ পাথরের উপর শিকল দ্বারা আঘাতের শব্দ হয়। অতঃপর যখন ফেরেশতাদের অন্তর হইতে ভয় দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হুকুম দিয়াছেন? তাহারা বলেন, হক কথার হুকুম দিয়াছেন, প্রকৃতই তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীল ও সবার চেয়ে বড়। (বোখারী)

٥٧- عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا ثُمَّ مَضٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَبَقِيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: هٰذَا يَعْنِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١/٢٨٢

৫৭. হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) উভয়ের পরস্পর মারওয়া (পাহাড়)এর উপর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কিছু সময় পরস্পর কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন, তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) চলিয়া গেলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) সেখানে বসিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) এখনই বলিয়া গেলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উপুড় করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

॥ ॥ ॥

যিকির

আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে আছেন এবং তিনি আমাকে দেখিতেছেন, এই ধ্যানের সহিত আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনে মশগুল হওয়া।

কুরআনে কারীমের ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ☆ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

[يونس:٥٧،٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—হে লোকেরা, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হইতে এমন এক কিতাব আসিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ নসীহত ও অন্তরসমূহের রোগের জন্য শেফা, আর (নেক কর্মশীলদের জন্য এই কুরআনে) হেদায়াত এবং (আমলকারী) মুমিনীনদের জন্য রহমত লাভের উপায় রহিয়াছে। আপনি বলিয়া দিন যে, লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার এই দান ও মেহেরবানী অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উপর আনন্দিত হওয়া উচিত। এই কুরআন সেই দুনিয়া হইতে বহু গুণে উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ﴾ [النحل:١٠٢]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করেন, আপনি বলিয়া দিন যে, নিঃসন্দেহে এই কুরআনকে রূহুল কুদ্‌স অর্থাৎ জিবরাঈল আপনার রবের পক্ষ হইতে যথাযথভাবে আনিয়াছেন। যেন এই কুরআন ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করে। আর এই কুরআন মুসলমানদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ। (নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

[بنى اسرائيل:٨٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—এই কুরআন যাহা আমরা নাযিল করিতেছি, উহা মুসলমানদের জন্য শেফা ও রহমত। (বনী ইসরাঈল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ﴾ [العنكبوت:٤٥]

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন, যে কিতাব আপনার উপর নাযিল করা হইয়াছে আপনি উহা তেলাওয়াত করুন। (আনকাবূত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ﴾ [فاطر:٢٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করিতে থাকে এবং নামাযের পাবন্দী করে এবং আমরা যাহা কিছু তাহাকে দান করিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা অবশ্যই এমন ব্যবসার আশা করিয়া রহিয়াছে যাহাতে কখনও লোকসান হইবার নহে। অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের আমলের পুরাপুরি আজর ও সওয়াব দেওয়া হইবে। (ফাতির)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ☆ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ☆ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ☆ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ☆ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ☆ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ☆ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ﴾ [الواقعة:٧٥-٨١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্রসমূহের

অস্তগমনের। আর যদি তোমরা বুঝ, তবে ইহা একটি অনেক বড় শপথ। এই কথার উপর শপথ করিতেছি যে, এই কুরআন মহাসম্মানিত, যাহা লওহে মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে। সেই লওহে মাহফুজকে পাক ফেরেশতাগণ ব্যতীত আর কেহ হাত লাগাইতে পারে না। এই কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছে। তবে কি তোমরা এই কালামকে সাধারণ কথা মনে করিতেছ? (ওয়াকেয়া)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ﴾ [الحشر:٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(কুরআনে করীম আপন আজমতের কারণে এরূপ শান রাখে যে,) যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম (আর পাহাড়ের মধ্যে জ্ঞান ও বোধ শক্তি থাকিত) তবে আপনি সেই পাহাড়কে দেখিতেন যে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ধসিয়া যাইত এবং বিদীর্ণ হইয়া যাইত। (হাশর)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِى أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ، فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم:٢٩٢٦

১. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফে মশগুল থাকার দরুন যিকির ও দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাহাকে দোয়া করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশী দান করি। আর আল্লাহ তায়ালার কালামের সম্মান সমস্ত কালামের উপর এরূপ যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সম্মান সমস্ত মাখলুকের উপর। (তিরমিযী)

٢- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ إِلَى اللّٰهِ بِشَىْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى

الْقُرْآنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٥٥

২. হযরত আবু যার গিফারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ জিনিস অপেক্ষা আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতে বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআনে করীম। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد ١/٣٣١

৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীম এমন শাফায়াতকারী যাহার শাফায়াত কুবল করা হইয়াছে এবং এমন বিবাদকারী যাহার বিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে—অর্থাৎ উহার উপর আমল করে তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেয়। আর যে উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়—অর্থাৎ উহার উপর আমল না করে তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেয়। (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ 'কুরআনে করীম এমন বিবাদকারী যে উহার বিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে' এই কথার অর্থ এই যে, উহার পাঠকারী ও উহার উপর আমলকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঝগড়া করে এবং উহার হকের ব্যাপারে উদাসীন লোকদের প্রতি দাবী জানায় যে, আমার হক কেন আদায় করে নাই?

٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ لَهُ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال الطبرانى رجال الصحيح، مجمع الزوائد٣/٤١٩

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রোযা ও

কুরআনে করীম উভয়েই কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফায়াত করিবে। রোযা আরজ করিবে, আয় আমার রব, আমি তাহাকে খাওয়া ও নফসের খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন। কুরআনে করীম বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রের ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি। (সে রাত্রে নফল নামাযে আমার তেলাওয়াত করিত।) অতএব তাহার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করুন। সুতরাং উভয়ে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৫- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ. رواه مسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن ۰۰۰۰۰، رقم:۱۸۹۷

৫. হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন শরীফের কারণে বহু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অনেকের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিয়া দেন। অর্থাৎ যাহারা উহার উপর আমল করে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া–আখেরাতে তাহাদিগকে সম্মান দান করেন। আর যাহারা উহার উপর আমল করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অপমানিত করেন।

(মুসলিম)

৬- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (لِأَبِىْ ذَرٍّ): عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ، وَنُوْرٌ لَكَ فِى الْأَرْضِ. (وهو جزء من الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٢٤٢/٤

৬. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের এহতেমাম করিও। এই আমলের দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হইবে, আর এই আমল জমিনে তোমার জন্য হেদায়াতের নূর হইবে। (বাইহাকী)

৭- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. رواه مسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن ۰۰۰۰۰، رقم:۱۸۹٤

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারেই ঈর্ষা করা চাই। এক সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ দান করিয়াছেন, আর সে দিন–রাত্র উহার তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে দিন–রাত্র উহাকে খরচ করে। (মুসলিম)

৮- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. رواه مسلم، باب فضيلة حافظ القرآن، رقم:۱۸٦۰

৮. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার উদাহরণ কমলালেবুর ন্যায়। উহার খুশবুও উত্তম এবং স্বাদও মনোরম। আর যে মুমিন কুরআনে করীম পাঠ করে না তাহার উদাহরণ খেজুরের ন্যায়, যাহার খুশবু তো নাই তবে স্বাদ মিষ্টি। আর যে মোনাফেক কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার উদাহরণ সুগন্ধযুক্ত ফুলের ন্যায়, যাহার খুশবু উত্তম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মোনাফেক কুরআন শরীফ পাঠ করে না তাহার উদাহরণ মাকাল ফলের ন্যায় যাহার খুশবু মোটেও নাই আবার স্বাদ তিক্ত। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ মাকাল খরবুজা জাতীয় ফল বিশেষ, যাহা দেখিতে সুদৃশ্য অথচ স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত হয়।

৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب،

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের এক হরফ পড়িবে তাহার জন্য এক হরফের বিনিময়ে এক নেকী, আর এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান পাওয়া যায়। আমি ইহা বলি না যে, الم সম্পূর্ণ এক হরফ, বরং আলিফ এক হরফ, লাম এক হরফ এবং মীম এক হরফ। অর্থাৎ এখানে তিন হরফ হইল, উহার বিনিময়ে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাইবে। (তিরমিযী)

١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَاقْرَءُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِىْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِىَ عَلٰى مِسْكٍ. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى سورة البقرة وآية الكرسى، رقم:٢٨٧٦

১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফ শিক্ষা কর, অতঃপর উহা পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং পাঠ করে আর তাহাজ্জুদে উহা পাঠ করিতে থাকে তাহার উদাহরণ সেই খোলা থলির ন্যায় যাহা মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহার খুশবু সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম শিক্ষা করিল, অতঃপর কুরআনে করীম তাহার সিনায় থাকা সত্ত্বেও সে ঘুমাইয়া থাকে,—অর্থাৎ উহা তাহাজ্জুদে পাঠ করে না, তাহার উদাহরণ সেই মেশকের থলির ন্যায়, যাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআন করীমের উদাহরণ মেশকের ন্যায় এবং হাফেজের সিনা সেই থলির ন্যায় যাহা মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অতএব কুরআনে করীমের তেলাওয়াতকারী হাফেজ সেই মেশকের থলির ন্যায় যাহার মুখ খোলা রহিয়াছে। আর যে তেলাওয়াত করে না সে মুখ বন্ধ মেশকের থলির ন্যায়।

١١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىْءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن،

باب من قرأ القرآن فليسأل الله به، رقم:٢٩١٧

১১. হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ পাঠ করে তাহার জন্য উচিত যে, কুরআন দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই চাহিবে। অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন মজীদ পাঠ করিবে এবং উহা দ্বারা লোকদের নিকট হইতে চাহিবে। (তিরমিযী)

١٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِىْ مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرٰى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيْتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيٰى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِى، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِىْ مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا، خَشِيْتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ حَتّٰى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ.

رواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم:١٨٥٩

১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযিঃ) এক রাত্রে আপন ঘরের ভিতর কুরআন মজীদ পড়িতেছিলেন। হঠাৎ তাহার ঘড়ী লাফাইতে লাগিল। তিনি আরও

পড়িলেন, সেই ঘুড়ী আরও লাফাইতে লাগিল। তিনি যতই পড়েন ঘুড়ী ততই লাফাইতে থাকে। হযরত উসাইদ (রাযিঃ) বলেন, আমার আশংকা হইল যে, ঘুড়ী আমার ছেলে ইয়াহইয়াকে (যে সেখানে নিকটেই ছিল) পদাঘাতে শেষ করিয়া না দেয়। অতএব আমি ঘুড়ীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। এমন সময় দেখিলাম যে, আমার মাথার উপর মেঘের ন্যায় কোন জিনিস যাহার ভিতর চেরাগের ন্যায় উজ্জ্বল কিছু জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর সেই মেঘের ন্যায় জিনিসটি শূন্যে উঠিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি গত রাত্রে আপন ঘরের ভিতর কুরআন শরীফ পড়িতেছিলাম, হঠাৎ আমার ঘুড়ী লাফাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, আমি পড়িতেছিলাম তখন ঘুড়ী আবার লাফাইয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, আমি পড়িতে থাকিলাম, তারপরও ঘুড়ী লাফাইতে থাকিল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাকিতে। তিনি আরজ করিলেন, তারপর আমি উঠিয়া গেলাম, কারণ আমার ছেলে ইয়াহইয়া ঘুড়ীর নিকটেই ছিল। আমার আশংকা হইল যে, ঘুড়ী ইয়াহইয়াকে পদাঘাতে না শেষ করিয়া দেয়। এমন সময় দেখিলাম যে, মেঘের ন্যায় কোন জিনিস যাহার ভিতর চেরাগের ন্যায় উজ্জ্বল কিছু জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর উহা শূন্যে উঠিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে আমার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা ফেরেশতা ছিল, তোমার কুরআন শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত পড়িতে থাকিতে তবে অন্যান্যরাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। সেই ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিত না। (মুসলিম)

١٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِيْ عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ. رواه أبوداود، باب في القصص، رقم:٣٦٦٦

১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি গরীব মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলাম। (তাহাদের নিকট এত পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যে, উহা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিবেন।) তাহারা একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। আর একজন সাহাবী কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিলেন এবং একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী সাহাবী চুপ হইয়া গেলেন। তিনি সালাম দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন তেলাওয়াতকারী আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিল। আমরা আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক বানাইয়াছেন যে, তাহাদের সহিত আমাকে অবস্থান করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে বসিয়া গেলেন যাহাতে সকলের সহিত সমান দূরত্ব থাকে (কাহারো নিকটে, কাহারো হইতে দূরে না হয়)। অতঃপর সকলকে নিজের হাত মোবারক দ্বারা গোলাকার হইয়া বসিতে হুকুম করিলেন। সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করিয়া গোলাকার হইয়া বসিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের লোকদের মধ্যে আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিনিলেন না। তিনি এরশাদ করিলেন, হে গরীব মুহাজিরদের জমাত, কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্য পূর্ণ নূরের সুসংবাদ, আর এই সুসংবাদও যে, তোমরা ধনীদের অপেক্ষা অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এই অর্ধদিন পাঁচশত বৎসরের হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে শুধু চিনিতে পারা অন্যাদেরকে চিনিতে না পারার কারণ হয়ত এই হইবে যে, রাতের অন্ধকার ছিল। আর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) যেহেতু তাঁহার নিকটে ছিলেন, এই জন্য তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

(বজলুল মাজহুদ)

١٤- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوْهُ فَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه ابن ماجه، باب في حسن الصوت بالقرآن، رقم:١٣٣٧

১৪. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এই কুরআনে করীম চিন্তা ও অস্থিরতা (পয়দা করার) জন্য নাযিল হইয়াছে। তোমরা যখন উহা পড় তখন কাঁদিও। যদি কান্না না আসে তবে ক্রন্দনকারীদের ন্যায় চেহারা বানাইও। আর কুরআন শরীফকে সুমিষ্ট আওয়াজে পড়িও। কারণ যে ব্যক্তি উহাকে সুমিষ্ট আওয়াজে না পড়ে সে আমাদের মধ্য হইতে নয়। অর্থাৎ—আমাদের পরিপূর্ণ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের অপর একটি অর্থ এই লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের বরকতে লোকদের নিকট হইতে বেনেয়াজ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী না হয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم:١٨٤٥

১৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারো প্রতি এত মনোযোগ দেন না যত সেই নবীর আওয়াজকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যিনি কুরআনে করীমকে সুমিষ্ট সুরে পড়েন। (মুসলিম)

١٦- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا. رواه الحاكم ١/٥٧٥

১৬. হযরত বারা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, সুন্দর আওয়াজের দ্বারা কুরআন শরীফকে সুসজ্জিত কর। কেননা সুন্দর আওয়াজ কুরআনে করীমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া দেয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرأ القرآن فليسأل الله به، رقم:٢٩١٩

১৭. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সশব্দে কুরআনে করীম পাঠকারীর সওয়াব প্রকাশ্যে সদকাকারীর ন্যায়।

ফায়দা ঃ এই হাদীস শরীফের দ্বারা নিঃশব্দে পড়ার ফযীলত বুঝা যায়। ইহা এমন অবস্থায় যখন রিয়া হইবার ধারণা হয় যদি রিয়া হইবার ধারণা বা অন্যের কষ্ট হইবার আশংকা না হয় তবে অন্যান্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী উচ্চ আওয়াজে পড়া উত্তম। কারণ ইহা অন্যদের জন্য উৎসাহের কারণ হইবে। (শরহে তীবী)

١٨- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِيْ مُوْسٰى: لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ. رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم:١٨٥٢

১৮. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিয়াছেন, যদি তুমি আমাকে গত রাত্রে দেখিতে পাইতে যখন আমি তোমার কুরআন মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলাম (তবে নিশ্চয় আনন্দিত হইতে)। তুমি দাউদ আলাইহিস সালামের সুমিষ্ট সুর হইতে অংশ লাভ করিয়াছ। (মুসলিম)

١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب إن الذي ليس في جوفه من القرآن ....، رقم:٢٩١٤

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) কুরআন ওয়ালাকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক আর জান্নাতের মর্তবাসমূহে আরোহন করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া পড়, যেমন তুমি দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার স্থান সেখানেই হইবে যেখানে তোমার শেষ আয়াতের তেলাওয়াত খতম হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআন ওয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হাফেজে কুরআন অথবা অত্যাধিক তেলাওয়াতকারী অথবা অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া কুরআনে করীমের উপর আমলকারী। (তীবী, মেরকাত)

٢٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ. رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم:١٨٦٢

২০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই হাফেজে কুরআন যাহার ইয়াদও খুব ভাল এবং পড়েও সে ভাল করিয়া, কেয়ামতের দিন তাহার হাশর সেই সকল সম্মানিত ও অনুগত ফেরেশতাদের সহিত হইবে যাহারা লওহে মাহফুজ হইতে কুরআন শরীফকে নকল করেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফকে ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ে এবং কষ্ট করিয়া পড়ে তাহার জন্য দুইটি আজর বা সওয়াব রহিয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠকারীর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই হাফেজ যাহার কুরআন শরীফ ভাল ইয়াদ নাই, কিন্তু সে ইয়াদ করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। এমনিভাবে সেই দেখিয়া পাঠকারীও হইতে পারে যে দেখিয়া পড়িতেও আটকিয়া যায়, কিন্তু সহীহভাবে পড়ার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দুইটি আজর বা সওয়াব রহিয়াছে। এক আজর তেলাওয়াত করার। দ্বিতীয় আজর বারবার ঠেকিয়া যাওয়ার দরুন কষ্ট সহ্য করার। (তীবী, মেরকাত)

٢١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَجِيْءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، رقم:٢٩١٥

২১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদর করিয়াছেন, কুরআন ওয়ালা কেয়ামতের দিন (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) আসিবে। কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিবে, এই ব্যক্তিকে পোশাক দান করুন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্মানের তাজ বা মুকুট পরানো হইবে। কুরআন শরীফ পুনরায় দরখাস্ত করিবে, হে আমার রব, আরো দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্মানের পরিপূর্ণ পোশাক পরানো হইবে। সে আবার দরখাস্ত করিবে, হে আমার রব, এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক, আর জান্নাতের মর্তবাসমূহে আরোহণ করিতে থাক এবং তাহার জন্য প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী)

٢٢- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِيْ؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِيْ؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُوْلُ: أَنَا

صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِىْ أَظْمَأْتُكَ فِى الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُوْمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ: بِمَ كُسِيْنَا هٰذِهِ؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِىْ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِىْ صُعُوْدٍ مَادَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيْلًا. رواه أحمد، الفتح الربانى ١٨/٦٩

২২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন যখন কুরআন ওয়ালা আপন কবর হইতে বাহির হইবে তখন কুরআন তাহার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যেমন দুর্বলতার দরুন মানুষের রং বিবর্ণ হইয়া যায় এবং কুরআন পাঠকারীকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার? সে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার? সে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন বলিবে, আমি তোমার সঙ্গী—সেই কুরআন, যে তোমাকে কঠিন গরমের দ্বিপ্রহরে তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছি এবং রাত্রে জাগাইয়াছি। (অর্থাৎ কুরআনের হুকুমের উপর আমল করার কারণে তুমি দিনে রোযা রাখিয়াছ এবং রাত্রে কুরআনের তেলাওয়াত করিয়াছ।) প্রত্যেক ব্যবসায়ী আপন ব্যবসার দ্বারা লাভ হাসিল করিতে চায়। আজ তুমি আপন ব্যবসার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হাসিল করিবে। অতঃপর কুরআন ওয়ালাকে ডান হাতে বাদশাহী দেওয়া হইবে। আর বাম হাতে (জান্নাতে) চিরস্থায়ী থাকার পরওয়ানা দেওয়া হইবে। তাহার মাথায় সম্মানের তাজ রাখা হইবে এবং তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরিধান করানো হইবে দুনিয়াবাসী যাহার মূল্য ধার্য করিতে পারে না। পিতামাতা বলিবেন, আমাদিগকে এই জোড়া পোশাক কি কারণে পরিধান করানো হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন হেফজ করার কারণে। অতঃপর কুরআন ওয়ালাকে বলা হইবে, কুরআন পড়িতে থাক, আর জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানাসমূহে আরোহণ করিতে থাক। অতএব যতক্ষণ কুরআন পড়িতে থাকিবে—চাই সে দ্রুত পড়ুক, চাই সে থামিয়া থামিয়া পড়ুক, সে (জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানাসমূহে) আরোহণ করিতে

থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ, ফাতহে রাব্বানী)

ফায়দা ঃ কুরআনে করীমের দুর্বলতার দরুন রং বিবর্ণ মানুষের ন্যায় কুরআন ওয়ালার সম্মুখে আসা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং কুরআন ওয়ালার প্রতিচ্ছবি। কারণ সে রাত্রে কুরআনে করীমের তেলাওয়াত এবং দিনের বেলা উহার হুকুমসমূহের উপর আমল করিয়া নিজেকে এরূপ দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। (ইনজাহুল হাজাত)

٢٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ. رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أجودها ١/٥٥٦

২৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু লোক আছেন যেমন কাহারো ঘরের বিশেষ লোক হইয়া থাকে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা কাহারা? এরশাদ করিলেন, কুরআন শরীফ ওয়ালারা। তাহারা আল্লাহ তায়ালার ঘরওয়ালা এবং তাঁহার বিশেষ লোক। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذى ليس فى جوفه من القرآن ....، رقم:٢٩١٣

২৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার অন্তরে কুরআনে করীমের কোন অংশই রক্ষিত নাই উহা জনশূন্য ঘরের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন ঘরের সৌন্দর্য ও আবাদী বসবাসকারীদের দ্বারা হইয়া থাকে তেমনি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য ও আবাদী কুরআনে করীমকে ইয়াদ করার দ্বারা হয়। (তিরমিযী)

٢٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ. رواه أبوداؤد، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ....، رقم:١٤٧٤

২৫. হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন অবস্থায় আসিবে যে, কুষ্ঠ রোগের দরুন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝরিয়া গিয়া থাকিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কুরআনকে ভুলিয়া যাওয়ার কয়েকটি অর্থ করা হইয়াছে। এক এই যে, দেখিয়াও পড়িতে পারে না। দ্বিতীয় এই যে, মুখস্ত পড়িতে পারে না। তৃতীয় এই যে, উহার তেলাওয়াতে গাফলতী করে। চতুর্থ এই যে, কুরআনের হুকুমসমূহ জানার পর উহার উপর আমল করে না।

(বজলুল মাজহুদ, শরহে সুনানে আবি দাউদ–আইনী)

٢٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ. رواه أبوداود، باب تحزيب القرآن، رقم:١٣٩٤

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমকে তিন দিনের কমে খতম করনেওয়ালা ভালভাবে বুঝিতে পারে না। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ সাধারণ লোকদের জন্য। নতুবা কোন কোন সাহাবা (রাযিঃ) সম্পর্কে তিন দিনের কম সময়ে খতম করাও প্রমাণিত আছে। (শরহে তীবী)

٢٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، رقم:٢٨٨٦

২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পড়িয়া লইয়াছে তাহাকে দাজ্জালের ফেতনা হইতে বাঁচাইয়া লওয়া হইয়াছে। (তিরমিযী)

٢٨- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وفي رواية: **مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ.** رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم:١٨٨٣

২৮. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত ইয়াদ করিয়া লইয়াছে সে দাজ্জালের ফেতনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত ইয়াদ করার কথা উল্লেখ আছে। (মুসলিম)

٢٩- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَّالِ. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم:٩٤٨ قال المحقق: هذا الإسناد رجاله ثقات

২৯. হযরত সওবান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পড়িয়া লয়, এই পড়া তাহার জন্য দাজ্জালের ফেতনা হইতে পরিত্রাণ হইবে। (আমলুল ইয়াওমে ওল্লাইলাহ)

٣٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ إِلٰى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ. التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسي

৩০. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পড়িয়া লয় সে আট দিন পর্যন্ত—অর্থাৎ আগামী জুমুআ পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেতনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আর যদি এই সময়ের মধ্যে দাজ্জাল বাহির হইয়া আসে তবে সে তাহার ফেতনা হইতেও নিরাপদ থাকিবে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقْرَأُ فِيْ بَيْتٍ وَفِيْهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيَةُ الْكُرْسِيِّ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب

৩১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা বাকারার মধ্যে একটি আয়াত রহিয়াছে যাহা কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াতের সর্দার। সেই আয়াত যখনই কোন ঘরে পড়া হয়, আর সেখানে শয়তান থাকে তবে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়,—উহা আয়াতুল কুরসী।

(মুসতাদরাকে হাকেম, তারগীব)

٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّهُ سَيَعُوْدُ" فَرَصَدْتُهُ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِيْ فَإِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ، قَالَ: دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ "اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" (البقرة:٢٥٥) حَتّٰى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَ اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِيْ: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" وَقَالَ لِيْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ. رواه البخاري، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا.....، رقم:٢٣١١

وفي رواية الترمذي عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اقْرَأْهَا فِيْ بَيْتِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ. رقم:٢٨٨٠

৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফেতরের দেখাশুনা করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি আসিল এবং উভয় হাত ভরিয়া শস্য লইতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া যাইব। সে বলিল, আমি একজন গরীব লোক, আমার উপর আমার পরিবার পরিজনের বোঝা রহিয়াছে এবং আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আবু হোরায়রা, তোমার কয়েদী গত রাত্রে কি করিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এই ঘটনার সংবাদ দিয়া দিয়াছিলেন।) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে তাহার অত্যন্ত অভাবগ্রস্ততা ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করিল। এই কারণে তাহার প্রতি আমার দয়া হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, সাবধানে থাকিও। সে তোমার সহিত মিথ্যা বলিয়াছে, সে আবার আসিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের কারণে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গেল যে, সে আবার আসিবে। সুতরাং আমি তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। (সে আসিল এবং) দুই হাতে শস্য ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি অভাবগ্রস্ত, আমার উপর আমার পরিবার পরিজনের বোঝা রহিয়াছে। আগামীতে আর আসিব না। আমার তাহার প্রতি দয়া হইল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আবু হোরায়রা! তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তাহার কঠিন প্রয়োজন ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করিল, এইজন্য তাহার প্রতি আমার দয়া হইল এবং তাহাকে

ছাড়িয়া দিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, সাবধানে থাকিও। সে মিথ্যা বলিয়াছে, আবার আসিবে। সুতরাং আমি আবার তাকে রহিলাম। সে (আসিল এবং) উভয় হাতে শস্য ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। এই তৃতীয় বার এবং শেষ সুযোগ। তুমি বলিয়াছিলে, আগামীতে আসিবে না, কিন্তু আবার আসিয়াছ। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিখাইয়া দিব যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমার উপকার করিবেন। আমি বলিলাম, সেই কলেমাগুলি কি? সে বলিল, যখন তুমি নিজের বিছানায় ঘুমাইতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লইও। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসিবে না। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি আরজ করিলাম, সে বলিয়াছিল যে, আমাকে এমন কয়েকটি কলেমা শিখাইয়া দিবে যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার উপকার করিবেন। অতএব আমি তাহাকে এইবারও ছাড়িয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি ছিল? আমি বলিলাম, সে এই বলিয়া গিয়াছে যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাইতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়িয়া লইও। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবা (রাযিঃ) নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। (এইজন্য শেষবার নেককাজের কথা শুনিয়া ছাড়িয়া দিলেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন! যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমার সহিত সত্য কথা বলিয়া গিয়াছে। হে আবু হোরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত্র যাবৎ তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে? আমি বলিলাম, না। তিনি এরশাদ করিলেন, সে শয়তান ছিল। (এইভাবে ধোকা দিয়া সদকার মাল কমাইয়া দিতে আসিয়াছিল।)

(বোখারী)

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, শয়তান এই বলিল যে, তুমি নিজের ঘরে আয়াতুল কুরসী পড়িও, তোমার নিকট কোন শয়তান, জ্বিন ইত্যাদি আসিবে না। (তিরমিযী)

٣٣- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِىْ أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِىْ أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: "اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ: وَاللّٰهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى، رقم:١٨٨٥، وفى رواية:

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ. قُلْتُ: هو فى الصحيح باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٩/٧

৩৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবুল মুনযির! ইহা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর উপনাম। তোমার জানা আছে কি, তোমার নিকট কিতাবুল্লার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত কোন্‌টি? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুল মুনিযর! তোমার জানা আছে কি, কিতাবুল্লার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত তোমার নিকট কোন্‌টি? আমি আরজ করিলাম اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (আয়াতুল কুরসী)। তিনি আমার সিনার উপর হাত মারিলেন (যেন এইরূপ উত্তরের কারণে শাবাশ দিলেন) এবং এরশাদ করিলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য এলেম মোবারক হউক। (মুসলিম)

এক রেওয়ায়াতে আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, এই আয়াতের একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট রহিয়াছে, ইহা আরশের পায়ার নিকট আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لِكُلِّ شَىْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيْهَا آيَةٌ هِىَ سَيِّدَةُ آىِ الْقُرْآنِ هِىَ آيَةُ الْكُرْسِىِّ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى سورة البقرة وآية الكرسى، رقم:٢٨٧٨

৩৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া হয় (যাহা সবার উপরে ও সর্বোচ্চে থাকে)। কুরআনে করীমের চূড়া হইল সূরা বাকারাহ। উহাতে একটি আয়াত এমন আছে যাহা কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াতের সর্দার,—আর তাহা আয়াতুল কুরসী। (তিরমিযী)

٣٥ - عَنِ النُّعمان بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَىْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِىْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى آخر سورة البقرة، رقم:٢٨٨٢

৩৫. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা একটি কিতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাব হইতে দুইটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারাহ শেষ করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বয় একাধারে তিন রাত্র যে ঘরে পড়া হয়, শয়তান উহার নিকটেও আসে না। (তিরমিযী)

٣٦ - عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى آخر سورة البقرة،

৩৬. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়িয়া লইবে তবে এই দুই আয়াত তাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ দুই আয়াতের যথেষ্ট হওয়ার দুই অর্থ—এক এই যে, উহার পাঠকারী সেই রাত্রে সকল খারাবী হইতে নিরাপদ থাকিবে। দ্বিতীয় এই যে, এই দুই আয়াত তাহাজ্জুদের স্থলে হইয়া যাইবে। (নাভাভী)

٣٧ - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَتَمِيْمٍ الدَّارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (الحديث) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه: اسماعيل بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهى مقبولة، مجمع الزوائد٢/٥٤٧

৩৭. হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ ও হযরত তামীম দারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে তাহার জন্য এক কিন্তার লেখা হয়। আর এক কিনতার দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٨ - عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِىْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى ١/٥٥٥

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে দশ আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে উক্ত রাত্রে আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইতে গাফেল লোকদের মধ্যে গণ্য হইবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣٩ - عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. (وهو بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٣٠٨

৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে উক্ত রাত্রে এবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٤٠ - عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنِّىْ لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ

مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ. (الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، رقم:٦٤٠٧

৪০. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আশআর কওমের সফরসঙ্গীরা যখন আপন কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া নিজ নিজ অবস্থান স্থলে কুরআন শরীফ পড়ে তখন আমি তাহাদের কুরআনে করীম পড়ার আওয়াজকে চিনিতে পারি। আর রাত্রে তাহাদের কুরআন মজীদ পড়ার আওয়াজ দ্বারা তাহাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কেও জানিতে পারি। যদিও আমি তাহাদিগকে দিনের বেলা তাহাদের অবস্থানস্থলে অবতরণ করিতে দেখি নাই। (মুসলিম)

٤١ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ. رواه الترمذي، باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم:٤٥٥

৪১. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই আশংকা হয় যে, সে রাত্রের শেষাংশে উঠিতে পারিবে না, তাহার জন্য প্রথম রাত্রে (ঘুমাইবার পূর্বে) বিতর পড়িয়া লওয়া চাই। আর যাহার রাত্রের শেষাংশে উঠিবার আশা হয় তাহার জন্য শেষ রাত্রে বিতর পড়া চাই। কেননা রাত্রের শেষাংশে কুরআনে করীমের তেলাওয়াতের সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং ঐ সময়েই তেলাওয়াত করা উত্তম। (তিরমিযী)

٤٢ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ. رواه الترمذي، كتاب الدعوات، رقم:٣٤٠٧

৪২. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মুসলমান বিছানায় যাওয়ার পর কুরআনে করীমের যে কোন সূরা পড়িয়া লয়

আল্লাহ তায়ালা তাহার হেফাজতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর যখনই সে ঘুম হইতে জাগ্রত হউক না কেন তাহার জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কোন কষ্টদায়ক জিনিস তাহার নিকট আসিতে পারে না। (তিরমিযী)

٤٣ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِيَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. رواه أحمد ٤/١٠٧

৪৩. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে কুরআনে করীমের প্রথম সাতটি সূরা এবং যাবুরের পরিবর্তে 'মিঈন'—অর্থাৎ উক্ত সাত সূরার পরবর্তী এগারটি সূরা এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে 'মাছানী'—অর্থাৎ উক্ত এগার সূরার পরবর্তী বিশটি সূরা দেওয়া হইয়াছে। আর উহার পর হইতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত মুফাসসাল সূরাগুলি আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ. رواه مسلم، باب فضل الفاتحة ....، رقم:١٨٧٧

৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন, এমন সময় আসমান হইতে কড় কড় আওয়াজ শুনা গেল। তিনি মাথা উঠাইলেন এবং বলিলেন, আসমানের একটি দরজা খুলিল যাহা আজকের পূর্বে কখনও খুলে নাই। এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছেন। এই ফেরেশতা আজকের পূর্বে কোনদিন জমিনে আসেন নাই। সেই ফেরেশতা খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং আরজ করিলেন, সুসংবাদ হউক, আপনাকে দুইটি নূর দেওয়া হইয়াছে যাহা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়

নাই। একটি সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয়টি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত। আপনি উহা হইতে যে কোন বাক্য পড়িবেন তাহা আপনাকে দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যদি প্রশংসামূলক বাক্য হয়, তবে প্রশংসা করার সওয়াব পাইবেন, আর যদি দোয়ার বাক্য হয় তবে দোয়া কবুল করা হইবে।

٤٥ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. رواه الدارمى ٢/٥٣٨

৪৫. হযরত আবদুল মালিক ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা ফাতেহার মধ্যে সমস্ত রোগের শেফা (আরোগ্য) রহিয়াছে। (দারামী)

٤٦ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب فضل التامين، رقم: ٧٨١

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ (সূরা ফাতেহার শেষে) আমীন বলে, তৎক্ষণাৎ আসমানে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। যদি ঐ ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সহিত মিলিয়া যায় তবে তাহার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়।

(বোখারী)

٤٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ. رواه مسلم، باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ٠٠٠٠، رقم: ١٨٢٤

৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজেদের ঘরগুলিকে কবরস্থান বানাইও না, অর্থাৎ ঘরগুলিকে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারা আবাদ রাখ। যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সে ঘর হইতে শয়তান পালাইয়া যায়। (মুসলিম)

٤٨- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ. رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم: ١٨٧٤

৪৮. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কুরআন মজীদ পড়, কেননা, কেয়ামতের দিন উহা আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী হইয়া আসিবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরান দুইটি উজ্জ্বল সূরা (বিশেষভাবে) পড়, কেননা এই দুই সূরা কেয়ামতের দিন আপন পাঠকারীকে নিজ ছত্রছায়ায় লইয়া এমনভাবে আসিবে যেমন মেঘের দুইটি টুকরা হয় অথবা দুইটি শামিয়ানা হয় অথবা সারিবদ্ধ দুইটি পাখীর ঝাঁক হয়। ইহারা উভয়ে আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। আর বিশেষভাবে সূরা বাকারাহ পড়। কেননা উহা পাঠ করা, ইয়াদ করা এবং বুঝা বরকতের কারণ হয় এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া আফসোসের কারণ হয়। আর এই দুই সূরা দ্বারা বাতেল লোকেরা ফায়েদা উঠাইতে পারে না।

মুআবিয়া ইবনে সালাম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, বাতেল লোকদের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জাদুকর। অর্থাৎ সূরা বাকারাহ তেলাওয়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তির উপর কোন জাদুকরের জাদু চলিবে না। (মুসলিম)

٤٩- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ "اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ"يٰسٓ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللّٰهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالٰى- وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ. رواه أحمد ٥/٢٦

৪৯. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমের চূড়া অর্থাৎ সর্বোচ্চ অংশ হইল সূরা বাকারাহ। উহার প্রত্যেকের

সহিত আশিজন ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছেন এবং আয়াতুল কুরসী আরশের নীচ হইতে বাহির করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ খাজানা হইতে নাযিল হইয়াছে। অতঃপর উহাকে সূরা বাকারার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—অর্থাৎ উহার মধ্যে শামিল করা হইয়াছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনে করীমের দিল। যে ব্যক্তি উহাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের নিয়তে পড়িবে অবশ্যই তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব এই সূরাকে নিজেদের মরণাপন্ন লোকদের নিকট পাঠ কর (যেন রূহ বাহির হইতে সহজ হয়)। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে সূরা বাকারাকে কুরআনে করীমের চূড়া সম্ভবতঃ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ইসলামের বুনিয়াদী উসূল, আকীদাসমূহ ও শরীয়তের হুকুমসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা যেরূপ সূরা বাকারাতে করা হইয়া এই পরিমাণ ও এরূপ কুরআনে করীমের আর কোন সূরায় করা হয় নাই। (মাআরিফে হাদীস)

٥٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٦٤

৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ অক্ষরসমূহের সঠিক উচ্চারণের সহিত এমনভাবে পাঠ করিয়াছে যেমনভাবে উহা নাযিল করা হইয়াছে, তবে এই সূরা উহার পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন তাহার বসবাসের স্থান হইতে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত নূর হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি এই সূরার শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করিল, তারপর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিল, তাহার উপর দাজ্জালের কোন শক্তি কার্যকর হইবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذي، باب ما جاء في فضل سورة الملك، رقم:٢٨٩٢

৫১. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আলিফ লাম মীম সেজদাহ (যাহা একুশ পারায় রহিয়াছে) এবং 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' না পড়িয়া লইতেন। (তিরমিযী)

٥٢- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِيْ لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ غُفِرَ لَهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: رجاله ثقات ٦/٣١٢

৫২. হযরত জুন্দুব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কোন রাত্রে সূরা ইয়াসীন পড়ে তাহার মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিব্বান)

٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢/٤٩١

৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া পড়িবে তাহার উপর অভাব আসিবে না। (বাইহাকী)

٥٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، رقم:٢٨٩١

৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে করীমে ত্রিশ আয়াতের এমন একটি সূরা রহিয়াছে যে উহা আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিতে থাকে যতক্ষণ না তাহাদের মাগফিরাত করিয়া দেওয়া হয়—উহা সূরা তাবারাকাল্লাযী। (তিরমিযী)

٥٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيْهِ قَبْرُ

إِنْسَان يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ ضَرَبْتُ خِبَائِيْ وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٠

৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সাহাবী (রাযিঃ) একটি কবরের উপর তাঁবু টানাইলেন। তাহার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাযী পাঠ করিতে শুনিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক জায়গায় তাঁবু লাগাইয়াছিলাম। আমার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ আমি সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাযী শেষ পর্যন্ত পড়িতে শুনিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সূরা আল্লাহ তায়ালার আযাবকে বাধাদানকারী এবং কবরের আযাব হইতে নাজাতদানকারী। (তিরমিযী)

٥٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِيْ قَبْرِهِ، فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ، فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ، كَانَ يَقُوْمُ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ فَيَقُوْلُ لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتٰى رَأْسُهُ فَيَقُوْلُ لَيْسَ لَكُمْ عَلٰى مَا قِبَلِيْ سَبِيْلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ، فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٢/٤٩٨

৫৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, কবরে মানুষের নিকট পায়ের দিক হইতে আযাব আসে তখন তাহার পা বলে আমার দিক হইতে আসার কোন রাস্তা নেই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক পাঠ করিত। অতঃপর আযাব সিনা অথবা পেটের দিক হইতে আসে তখন সিনা অথবা পেট বলে, আমার দিক হইতে তোমার আসার কোন রাস্তা নাই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক পাঠ করিত। অতঃপর আযাব মাথার দিক হইতে

আসে তখন মাথা বলে, তোমার জন্য আমার দিক হইতে কোন রাস্তা নাই, কেননা এই ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক পাঠ করিত। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন,) এই সূরা কবরের আযাবকে বাধা প্রদানকারী। তাওরাতে ইহার নাম সূরা মুল্‌ক। যে ব্যক্তি কোন রাত্রে উহা পাঠ করিল সে অনেক বেশী সওয়াব উপার্জন করিল। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ"إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ" وَ"إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ". رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة "إذا الشمس كورت"، رقم: ٣٣٣٣

৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই আগ্রহ হয় যে, কেয়ামতের দৃশ্য যেন নিজের চোখে দেখিয়া লইবে তাহার উচিত সূরা إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পড়া। (কেননা এই সূরাগুলিতে কেয়ামতের বর্ণনা রহিয়াছে।) (তিরমিযী)

٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى إذا زلزلت، رقم: ٢٨٩٤

৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সূরা إِذَا زُلْزِلَتْ অর্ধেক কুরআনের সমান। সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআনে করীমের মধ্যে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সূরা إِذَا زُلْزِلَتْ এর মধ্যে আখেরাতের যিন্দেগী হৃদয়স্পর্শীভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উহা অর্ধেক কুরআনের সমান। সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এইজন্য বলিয়াছেন যে, কুরআনে করীমে মৌলিক পর্যায়ে তিন প্রকারের

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। —ঘটনাবলী, হুকুম আহকাম, তওহীদ। قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরায় অত্যন্ত উত্তম উপায়ে তওহীদের বর্ণনা করা হইয়াছে। সূরা قُلْ اَحَدٌ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ কুরআনের চতুর্থাংশের সমান এইভাবে যে, যদি কুরআনে করীমের মধ্যে তওহীদ, নবুওত, আহকাম ও ঘটনাবলী—এই চারটি বিষয় ধরা হয় তবে এই সূরায় তওহীদের অতি উচ্চমানের বর্ণনা রহিয়াছে।

কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে এই সূরাগুলি কুরআনে করীমের অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশের সমান হওয়ার অর্থ এই যে, এই সূরাগুলি তেলাওয়াতের দ্বারা কুরআনে করীমের অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ তেলাওয়াতের সমান সওয়াব পাওয়া যাইবে। (মাজাহিরে হক)

৫৯ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، قَالُوْا: وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ، قَالَ: أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ.

رواه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وعقبة هذا غير مشهور ووافقه الذهبى ١/٥٦٧

৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি ইহার শক্তি রাখে না যে, প্রত্যহ কুরআন শরীফের এক হাজার আয়াত পড়িয়া লইবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কাহার এই শক্তি আছে যে, প্রত্যহ একহাজার আয়াত পড়িবে? এরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ কি এইটুকু করিতে পারে না যে, اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পড়িয়া লইবে? (কারণ ইহার সওয়াব এক হাজার আয়াতের সমান।)

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٦٠- عَنْ نَوْفَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَلٍ: اقْرَأْ "قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ" ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. رواه أبوداود، باب ما يقول عند النوم، رقم:٥٠٥٥

৬০. হযরত নওফল (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, সূরা قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ার পর কাহারো সহিত কথা না বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িও। কারণ এই সূরায় শিরকের সহিত নিঃসম্পর্কের স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا عِنْدِيْ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ؟ قَالَ: بَلٰى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ.

رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى إذا زلزلت، رقم:٢٨٩٥

৬১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা (রাযিঃ)দের মধ্য হইতে কোন এক সাহাবী (রাযিঃ)কে বলিয়াছেন, হে অমুক, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিবাহ করি নাই, আর না আমার নিকট এই পরিমাণ মালসম্পদ আছে যে, বিবাহ করিতে পারি। অর্থাৎ আমি গরীব মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা এখলাস মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি, মুখস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের চতুর্থাংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি মুখস্ত আছে? এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক চতুর্থাংশ (এর সমান)। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি সূরা اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ মুখস্ত নাই? আরজ করিলেন, জ্বি মুখস্ত আছে। এরশাদ করিলেন, ইহা (সওয়াব হিসাবে) কুরআনের এক চতুর্থাংশ (এর সমান)। বিবাহ করিয়া লও, বিবাহ করিয়া লও। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমার যখন এই সকল সূরা মুখস্ত রহিয়াছে, তবে তুমি গরীব নও, বরং তুমি ধনী। অতএব তোমার বিবাহ করা উচিত।

(আরেযাতুল আহওয়াযী)

٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَجَبَتْ، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأُبَشِّرُهُ ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوْتَنِي الْغَدَآءُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَآثَرْتُ الْغَدَآءَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ. رواه الإمام مالك، ماجاء في قراءة قل هو الله أحد ص١٩٣

৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়িতে শুনিয়া এরশাদ করিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? এরশাদ করিলেন, জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি চাহিলাম সেই ব্যক্তিকে যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব, আবার আশংকা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুপুরের খাওয়া ছুটিয়া না যায়। অতএব আমি খাওয়াকে অগ্রাধিকার দিলাম। (কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাওয়া সৌভাগের বিষয়।) তারপর সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যাইয়া দেখিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। (মালেক)

٦٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوْا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. رواه مسلم، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم:١٨٨٦

৬৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি এই বিষয়ে অক্ষম যে, এক রাত্রে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়িয়া লইবে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কেহ এক রাত্রে কুরআনের একতৃতীয়াংশ কি করিয়া পড়িতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

٦٤ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" حَتّٰى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِذًا أَسْتَكْثِرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَللّٰهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ. رواه أحمد٣/٤٣٧

৬৪. হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশবার সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল বানাইয়া দিবেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে তো আমি অনেক বেশী পরিমাণে পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালাও অনেক বেশী ও বহু উত্তম সওয়াব দানকারী। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِـ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ. رواه البخاري، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ ...، رقم:٧٣٧٥

৬৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লশকরের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। সে নিজের সাথীদের নামায পড়াইত এবং (যে কোন সূরা পড়িত, উহার সহিত) শেষে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়িত। তাহারা যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে এরূপ কেন করিত? লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল যে, এই সূরায় যেহেতু রহমানের গুণাবলীর বর্ণনা রহিয়াছে সেহেতু আমি উহা অধিক পরিমাণে পড়িতে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে ভালবাসেন। (বোখারী)

٦٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رواه أبوداؤد،

باب ما يقول عند النوم، رقم:٥٠٥٦

৬৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, রাত্রে যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিতেন তখন উভয় হাতকে মিলাইতেন এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ও قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পড়িয়া হাতের উপর ফু দিতেন। অতঃপর যে পর্যন্ত তাঁহার হাত মোবারক পৌঁছিতে পারে উহা শরীর মোবারকের উপর বুলাইতেন। প্রথমে মাথা এবং চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশে বুলাইতেন। এই আমল তিনবার করিতেন। (আবু দাউদ)

٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٨٢

৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল। আমি চুপ রহিলাম। পুনরায় বলিলেন, বল। আমি চুপ রহিলাম। আবার বলিলেন, বল। আমি আরজ করিলাম, কি বলিব? এরশাদ করিলেন, সকাল বিকাল তিনবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়িয়া লইও। এই সূরাগুলি প্রত্যেক (কষ্টদায়ক) জিনিস হইতে তোমার হেফাজত করিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বেশী পড়িতে না পারে তাহারা যদি কমসেকম সকাল বিকাল এই তিনটি সূরা পড়িয়া লয় তবে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হইবে।

(শরহে তীবী)

٦٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَاعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُوْرَةً أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ، وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَأَ " قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوْتَكَ فِيْ صَلَاةٍ فَافْعَلْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوي ٥/١٥٠

৬৮. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে ওকবা ইবনে আমের, তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং অধিক দ্রুত কবুল হওয়ার মত আর কোন সূরা পড়িতে পার না। অতএব তুমি যথাসম্ভব নামাযে এই সূরা পড়িতে ছাড়িও না।

(ইবনে হিব্বান)

٦٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ "قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ". رواه مسلم، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم:١٨٩١

৬৯. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার কি জানা নাই যে, আজ রাত্রে আমার উপর যে আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে (উহা এরূপ নজীরবিহীন যে,) উহার ন্যায় আয়াত আর দেখা যায় নাই। উহা সূরা قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ । (মুসলিম)

٧٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِـ"أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" وَ"أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا عُقْبَةُ! تَعَوَّذْ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلٰوةِ. رواه أبوداؤد، باب في المعوذتين، رقم:١٤٦٣

৭০. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি এক সফরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুহফা ও আবওয়া নামক স্থানের মাঝামাঝি চলিতেছিলেন। হঠাৎ তুফান ও কঠিন অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে লাগিলেন এবং আমাকে বলিতে লাগিলেন, তুমিও এই দুই সূরা পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় লও। কোন আশ্রয় গ্রহণকারী এই সূরার ন্যায় কোন জিনিসের দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এমন কোন দোয়া নাই যাহা এই দুই সূরার সমতুল্য হইতে পারে। ইহা এই দুই সূরার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমামতীর সময় এই দুই সূরা পড়িতে শুনিয়াছি। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ জুহফা ও আবওয়া মক্কা ও মদীনার পথে দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। (বজলুল মাজহুদ)

٧١- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: يُؤْتٰى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم:١٨٧٦

৭১. হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন কেলাবী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন কুরআন মজীদকে আনা হইবে এবং ঐ সমস্ত লোকদেরকেও আনা হইবে যাহারা উহার উপর আমল করিত। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরান (যাহা কুরআনের প্রথম দুইটি সূরা) সবার আগে আগে থাকিবে। (মুসলিম)

॥ ॥ ॥

আল্লাহ তায়ালার যিকিরের ফাযায়েল

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:١٥٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ আমি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব।

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আমার দান ও এহসান তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا﴾ [المزمل:٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করিতে থাকুন এবং সর্বদিক হইতে নিঃসম্পর্ক হইয়া তাঁহারই দিকে মনোযোগী হইয়া থাকুন। (মুযযাম্মিল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾ [الرعد:٢٨]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার যিকিরের দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্ত হইয়া থাকে। (রা'দ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾ [العنكبوت:٤٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির অনেক বড় জিনিস। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ﴾ [آل عمران:١٩١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—জ্ঞানবান লোক তাহারাই যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন করিয়া—সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিয়া থাকে। (আলে এমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا﴾

[البقرة:٢٠٠]

অপর জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমনভাবে তোমরা নিজেদের বাপদাদাকে স্মরণ কর, বরং আল্লাহ তায়ালার যিকির উহা অপেক্ষা বেশী করিয়া কর। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ﴾

[الأعراف:٢٠٥]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—এবং সকাল সন্ধ্যা মনে মনে, বিনয়, ভয় ও নিম্নস্বরে কুরআনে করীম পড়িয়া অথবা তসবীহ পড়ার মাধ্যমে আপন রবকে স্মরণ করিতে থাকুন এবং গাফেল থাকিবে না। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ﴾ [يونس:٦١]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন অথবা কুরআন হইতে যাহা কিছু পাঠ করুন অথবা তোমরা যে কান কাজ কর, আমরা তোমাদের সামনে থাকি যখন তোমরা সেই কাজে মশগুল হও। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ☆ الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ☆ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ☆ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

[الشعراء:٢١٧_٢٢٠]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আর আপনি সেই সর্বক্ষমতাবান দয়াময়ের উপর ভরসা রাখুন, যিনি আপনাকে ঐ সময়ও দেখেন যখন আপনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং ঐ সময়ও আপনার উঠাবসাকে দেখেন যখন আপনি নামাযীদের সহিত থাকেন, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী ও অতিশয় জ্ঞানী। (শুআরা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد:٤]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত আছেন, তোমরা যেখানেই থাক। (হাদীদ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ﴾ [الزخرف:٣٦]

অপর এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর যে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে গাফেল হয় আমরা তাহার উপর একটি শয়তান বলবৎ করিয়া দেই, অতঃপর সে সর্বদা তাহার সহিত থাকে। (যুখরুফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ☆ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾ [الصافات:١٤٣،١٤٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যদি ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটেও এবং মাছের পেটে যাওয়ার পূর্বেও অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠকারী না হইতেন তবে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট হইতে বাহির হওয়া ভাগ্যে জুটিত না।

(অর্থাৎ মাছের খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইতেন। মাছের পেটে ইউনুস আলাইহিস সালামের তসবীহ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ছিল।) (সাফ্‌ফাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾

[الروم:١٧]

অপর এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—অতএব সর্বদা আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ কর, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় ও সকালবেলা। (রোম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ☆ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا﴾ [الأحزاب:٤١،٤٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর। (আহযাব)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾ [الأحزاب:٥٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিশ্চয় আল্লহ তায়ালা এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ নবীর উপর রহমত প্রেরণ করেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ পাঠাইতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে নিজের বিশেষ রহমত দান করেন এবং এই বিশেষ রহমত প্রেরণের জন্য ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন। অতএব, মুসলমানগণ, তোমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ রহমত নাযিল হওয়ার দোয়া করিতে থাক এবং তাঁহার উপর অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক। (আহযাব)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ﴾ [آل عمران:١٣٥،١٣٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাকওয়া ওয়ালাদের গুণাবলী হইতে একটি এই যে, তাহারা যখন প্রকাশ্যে কোন নির্লজ্জ কাজ করিয়া বসে অথবা আর কোন অন্যায় কাজ করিয়া বিশেষভাবে নিজের ক্ষতি করিয়া বসে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার আজমত ও আযাবকে স্মরণ করে, অতঃপর আপন গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিয়া যায়। আর প্রকৃত কথাও ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে গুনাহ মাফ করিতে পারে? আর তাহারা অন্যায় কাজের উপর হঠকারিতা করে না এবং তাহারা একীন রাখে (যে, তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া যায়)। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের পুরস্কার হইবে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এরূপ উদ্যান যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে। তাহারা ঐ সকল উদ্যানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম প্রতিদান। (আলে এমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾ [الأنفال:٣٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার ইহা শানই নয় যে, লোকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন। (আনফাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ [النحل:١١٩]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—অতঃপর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা মূর্খতাবশতঃ মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে আবার উহার পরে তওবা করিয়াছে এবং নিজেদের আমল সংশোধন করিয়াছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ঐ তওবার পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ [النمل:٤٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা কর না, যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়। (নামল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ [النور:٣١]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে ঈমানদারগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করে, যেন তোমরা কল্যাণ লাভ কর। (নূর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾ [التحريم:٨]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট খাঁটি দিলে তওবা কর (যেন দিলের ভিতর সেই গুনাহের খেয়াল পর্যন্ত না থাকে)। (তাহরীম)

হাদীস শরীফ

٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى، قِيْلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٧١

৭২. হযরত জাবের (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা মানুষের আর কোন আমল কবরের আযাব হইতে অধিক নাজাতদানকারী নাই। আরজ করা হইল, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদও নয় কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জেহাদও আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার আযাব হইতে অধিক নাজাতদানকারী নয়। তবে কেহ যদি এরূপ বীরত্বের সহিত জেহাদ করে যে, তরবারী চালাইতে চালাইতে উহা ভাঙ্গিয়া যায় তবে এই আমলও যিকিরের ন্যায় আযাব হইতে রক্ষাকারী হইতে পারে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخارى، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ٦/٢٦٩٤ طبع دار ابن كثير بيروت

৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করি যেরূপ সে আমার প্রতি ধারণা পোষণ করে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে আপন মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে আপন মনে স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিসে আমার স্মরণ করে তবে আমি সেই মজলিস

হইতে উত্তম অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে তাহার আলোচনা করি। যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি একহাত তাহার প্রতি অগ্রসর হই। যদি সে আমার প্রতি এক হাত অগ্রসর হয় তবে আমি তাহার প্রতি দুই হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার প্রতি হাঁটিয়া আসে তবে আমি তাহার প্রতি দৌড়াইয়া আসি। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক আমল দ্বারা যত বেশী আমার নৈকট্য হাসিল করে, আমি উহা অপেক্ষা বেশী আপন রহমত ও সাহায্য সহ তাহার প্রতি অগ্রসর হই।

٧٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ. رواه ابن ماجه، باب فضل الذكر، رقم: ٣٧٩٢

৭৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং তাহার ঠোঁট আমার স্মরণে নড়াচড়া করিতে থাকে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি। (ইবনে মাজাহ)

٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل الذكر، رقم: ٣٣٧٥

৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, শরীয়তের হুকুম তো অনেক রহিয়াছে (যাহার উপর আমল করা জরুরী, কিন্তু) আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমি নিজের অযীফা বানাইয়া লইব। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে সিক্ত থাকে। (তিরমিযী)

٧٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٢، وقال المحقق: اخرجه البزار كما فى كشف الأستار ولفظه: **قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِىْ بِأَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى اللّٰهِ.** ... الحديث، وحسن الهيثمى إسناده فى مجمع الزوائد ١٠/٧٤

৭৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার শেষ কথাবার্তা যাহা হইয়াছিল তাহা এই ছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কি? এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুআয (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আমাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং সর্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য দানকারী আমল বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে সিক্ত থাকে। (আর ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন জিন্দেগীতে যিকিরের এহতামাম থাকিবে।)

(আমলুল ইয়াওমে ওল্লাইলাহ, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ বিদায়কালের অর্থ হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময় এই কথাবার্তা হইয়াছিল।

٧٧- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا: بَلٰى، قَالَ: ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى. رواه الترمذى، باب منه كتاب الدعوات، رقم:٣٣٧٧

৭৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমল বলিয়া দিব না, যাহা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম, তোমাদের মালিকের নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র, তোমাদের মর্যাদাকে সর্বাপেক্ষা উন্নতকারী, সোনারূপা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করা অপেক্ষাও উত্তম এবং জেহাদে তোমরা শত্রুকে কতল করিবে আর তাহারা তোমাদিগকে কতল করে ইহা হইতেও উত্তম হয়? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহা হইল, আল্লাহ তায়ালার যিকির। (তিরমিযী)

٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِىَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِىْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٤/٥٠٢

৭৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যে উহা পাইয়া গেল সে দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণ পাইয়া গেল। শোকরকারী দিল, যিকিরকারী জিহ্বা, মুসীবতের উপর সবরকারী শরীর এবং এমন স্ত্রী যে না নিজের ব্যাপারে খেয়ানত করে, অর্থাৎ চরিত্রকে পাক রাখে, আর না স্বামীর অর্থ সম্পদে খেয়ানত করে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٩- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا لِلّٰهِ مَنٌّ يَمُنُّ بِهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللّٰهُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. (وهو جزء من الحديث) رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه: موسى بن يعقوب الزمعى، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المدينى وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٤٩٤

৭৯. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিদিন বান্দাগণের উপর দয়া ও সদকা হইতে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও আপন যিকিরের তৌফিক নসীব করেন ইহা অপেক্ষা বড় কোন দয়া বান্দার উপর হইতে পারে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٠- عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ، وَفِى الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ، وَفِىْ طُرُقِكُمْ، وَلٰكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مِرَارٍ. رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر ...، رقم:٦٩٦٦

৮০. হযরত হানযালা উসাইদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের অবস্থা যদি ঐরূপ থাকে যেরূপ আমার নিকট থাকা অবস্থায় থাকে এবং তোমরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাক তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর এবং তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু হানযালা, কথা হইল, এই অবস্থা কখনও কখনও হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। অর্থাৎ মানুষের একই রকম অবস্থা সর্বদা বিদ্যমান থাকে না, বরং অবস্থা হিসাবে পরিবর্তন হইতে থাকে। (মুসলিম)

٨١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلٰى شَيْءٍ إِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢/٤٦٨

৮১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতীদের জান্নাতে যাওয়ার পর দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্য আফসোস হইবে না। শুধু ঐ সময়ের জন্য আফসোস হইবে যাহা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হইয়াছে। (তাবারানী, বাইহাকী, জামে সগীর)

٨٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ: اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١/٥٣

৮২. হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসসমূহের হক আদায় কর। (তন্মধ্যে একটি এই যে,) উহাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর। (তাবারানী, জামে সগীর)

٨٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُوْ فِيْ مَسِيْرِهِ بِاللّٰهِ وَذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكٌ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/١٨٥

৮৩. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আরোহী আপন সফরে দিলকে দুনিয়ার কথাবার্তা হইতে সরাইয়া আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রাখে, ফেরেশতা তাহার সঙ্গী হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি বাজে কবিতা বা অন্য কোন অনর্থক কাজে লাগিয়া থাকে, শয়তান তাহার সঙ্গী হইয়া যায়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٤- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم:٦٤٠٧، وفي رواية لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِيْ لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.
باب استحباب صلاة النافلة في بيته . . . . . ، رقم:١٨٢٣

৮৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাহাদের উভয়ের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। যিকিরকারী জীবিত ও যে যিকির করে না সে মৃত। এক রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, সেই ঘরের উদাহরণ যাহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয় জীবিত ব্যক্তির ন্যায়, অর্থাৎ উহা আবাদ। আর যে ঘরে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ অনাবাদ। (বোখারী, মুসলিম)

٨٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا قَالَ: فَأَيُّ الصَّائِمِيْنَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا الصَّلٰوةَ وَالزَّكٰوةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرًا فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا أَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُوْنَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَجَلْ. رواه أحمد ٣/٤٣٨

৮৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন জেহাদের সওয়াব

সবচেয়ে বেশী? এরশাদ করিলেন, যে জেহাদে আল্লাহ তায়ালার যিকির সবচেয়ে বেশী করা হয়। জিজ্ঞাসা করিল, রোযাদারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সওয়াব কে পাইবে? এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তায়ালার যিকির সবচেয়ে বেশী করিবে। এমনিভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ এবং সদকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, সেই নামায, যাকাত, হজ্জ এবং সদকা সবচেয়ে উত্তম হইবে যাহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির বেশী হইবে। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেন, হে আবু হাফস, যিকিরকারীগণ সমস্ত ভালাই ও কল্যাণ লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, একেবারে ঠিক কথা বলিয়াছ। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ আবু হাফস হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কুনিয়াত বা উপনাম।

٨٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِى ذِكْرِ اللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب سبق المفردون....،رقم:٣٥٩٦

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুফাররিদগণ অনেক অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুফাররিদ কাহারা? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যিকিরের উপর আত্মোৎসর্গকারী। যিকির তাহাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা কেয়ামতের দিন হালকা ও ভারহীন অবস্থায় আসিবে। (তিরমিযী)

٨٧- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِىْ حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقَسِّمُهَا، وَآخَرُ يَذْكُرُ اللّٰهَ كَانَ ذِكْرُ اللّٰهِ أَفْضَلَ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/٧٢

৮৭. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা পয়সা থাকে আর সে উহা বন্টন করিতেছে আর অপর এক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার যিকির (কারী) উত্তম। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٨٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. رواه الطبرانى فى الصغير وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٥٧٩

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির অধিক পরিমাণে করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত। (তাবারানী, জামে সগীর)

٨٩- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللّٰهَ قَوْمٌ عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلٰى. رواه أبويعلى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٨٠

৮৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা নরম নরম বিছানার উপর আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। আল্লাহ তায়ালা সেই যিকিরের বরকতে তাহাদিগকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দেন। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِى مَجْلِسِهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. رواه أبوداؤد، باب فى الرجل يجلس متربعا، رقم: ٤٨٥٠

৯০. হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করিয়া ভালভাবে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত আসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। (আবু দাউদ)

٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً. رواه أبوداؤد، باب فى القصص، رقم:٣٦٦٧

৯১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এমন এক জামাতের সহিত বসিয়া থাকি যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল রহিয়াছে, ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের চারজন গোলাম আযাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমন জামাতের সহিত বসিয়া থাকি যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল রহিয়াছে, ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের চারজন গোলাম আযাদ করা হইতে অধিক প্রিয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের গোলামের উল্লেখ এইজন্য করিয়াছেন যে, তাহারা আরবদের মধ্যে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণে বেশী মূল্যবান।

৯২- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلٰى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللّٰهِ مَا رَأَوْكَ، فَيَقُوْلُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا، يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، فَيَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ:

فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عز وجل، رقم:٦٤٠٨

৯২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারীদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। যখন তাহারা এরূপ কোন জামাত পান যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল আছে তখন একে অপরকে ডাকিয়া বলেন, আস, এখানে তোমাদের আকাঙ্খিত জিনিস রহিয়াছে। অতঃপর সেই সমস্ত ফেরেশতাগণ সমবেত হইয়া দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত সেই সকল লোকদেরকে আপন পাখা দ্বারা ঘিরিয়া ফেলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই ফেরেশতাগণ হইতে অধিক জানেন, আমার বান্দাগণ কি বলিতেছে? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও মহত্বের আলোচনায় মশগুল রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা আপনাকে দেখে নাই। এরশাদ হয় যে, যদি তাহারা আমাকে দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে পাইত তবে আরো বেশী এবাদতে মশগুল হইত এবং ইহা অপেক্ষা আরো বেশী আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয় যে, তাহারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা আপনার নিকট জান্নাত চাহিতেছে। এরশাদ হয়, তাহারা কি জান্নাত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদিগার, তাহারা জান্নাত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, যদি তাহারা জান্নাত দেখিত তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা জান্নাত দেখিত তবে তাহারা ইহা হইতে অধিক জান্নাতের আগ্রহ ও আকাঙ্খা করিত এবং উহার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, কোন্ জিনিস হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা জাহান্নাম হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, তাহারা জাহান্নাম দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদিগার, তাহারা

দেখে নাই। এরশাদ হয়, যদি দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি দেখিত তবে আরো বেশী উহাকে ভয় করিত এবং উহা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সেই মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া দিলাম। এক ফেরেশতা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আরজ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারীদের মধ্যে শামিল ছিল না, বরং নিজের কোন প্রয়োজনে মজলিসে আসিয়াছিল (এবং তাহাদের সহিত বসিয়া গিয়াছিল)। এরশাদ হয়, ইহারা এমন মজলিসওয়ালা যে, তাহাদের সহিত যে বসে সেও (আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে) বঞ্চিত হয় না। (বোখারী)

۹۳- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا أَتَوا عَلَيْهِمْ وَحَفُّوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلٰى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، فَيَقُوْلُونَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلٰى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلاءَكَ، وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُصَلُّونَ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: غَشُّوهُمْ رَحْمَتِيْ، فَيَقُوْلُونَ يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءُ إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمْ اعْتِنَاقًا، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: غَشُّوهُمْ رَحْمَتِيْ، فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ. رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميرى، وكلاهما وثق على ضعفه، فعاد هذا إسناده حسن، مجمع الزوائد ۷۷/۱۰

৯৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতাদের মধ্যে একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা যিকিরের হালকাসমূহের তালাশে ঘুরিয়া বেড়ান। যখন তাহারা যিকিরের হালকার নিকট পৌঁছেন এবং উহাকে ঘেরাও করিয়া লন তখন (পয়গাম সহকারে) নিজেদের একজন প্রতিনিধি আল্লাহ তায়ালার নিকট আসমানে প্রেরণ করেন। তিনি সকলের পক্ষ হইতে আরজ করেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমরা আপনার ঐ সকল বান্দাগণের নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার নেয়ামতসমূহ (কুরআন, ঈমান, ইসলাম)এর মহত্ব বর্ণনা করিতেছে, আপনার কিতাবের তেলাওয়াত করিতেছে, আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠাইতেছে এবং নিজেদের আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ আপনার নিকট চাহিতেছে। আল্লাহ তায়ালা

এরশাদ করেন, তাহাদিগকে আমার রহমত দ্বারা ঢাকিয়া দাও। ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তাহাদের সঙ্গে একজন গুনাহগার বান্দাও রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহাদের সকলকে আমার রহমত দ্বারা ঢাকিয়া দাও। কারণ ইহা এমন লোকদের মজলিস যে, তাহাদের সহিত উপবেশনকারীও (আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে) বঞ্চিত হয় না। (বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

۹۴- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيْدُونَ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ: أَنْ قُوْمُوا مَغْفُوْرًا لَكُمْ، فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ. رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط، وفيه: ميمون المرئى، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ۷۵/۱۰

৯৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য সমবেত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। এমতাবস্থায় (উক্ত মজলিস শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে) আসমান হইতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহগুলিকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, আবু ইয়ালা, বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

۹۵- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.....، رقم:٦٨٥٥

৯৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) তাহারা উভয়ে এই কথার সাক্ষ্য দেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে জামাত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল হয় ফেরেশতাগণ উক্ত জামাতকে ঘিরিয়া লন, রহমত

তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়। তাহাদের উপর সকীনা নাযিল হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। (মুসলিম)

٩٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ. قَالَ: فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ، قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلَادٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهُ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٧٧/١٠

৯৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের হাশর এরূপভাবে করিবেন যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মতির মিম্বারে বসিয়া থাকিবেন। লোকেরা তাহাদেরকে ঈর্ষা করিবে। তাহারা নবী ও শহীদ হইবেন না। একজন গ্রাম্য সাহাবী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা এমন লোক হইবে, যাহারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে বিভিন্ন খান্দান হইতে, বিভিন্ন জায়গা হইতে আসিয়া এক জায়গায় সমবেত হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ -وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ- رِجَالٌ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْشٰى بَيَاضُ وُجُوْهِهِمْ نَظَرَ النَّاظِرِيْنَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ، فَيَنْتَقُوْنَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِيْ آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ. رواه الطبراني ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٧٨/١٠

৯৭. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে,

রহমানের ডান দিকে—আর তাঁহার উভয় হাতই ডান—এমন কিছু লোক থাকিবে, যাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ হইবেন। তাহাদের চেহারার নূরানিয়াত দর্শকদের মনোযোগ তাহাদের দিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহাদের উচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে নবী শহীদগণও তাহাদিগকে ঈর্ষা করিবেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা কোন্ লোক হইবে? এরশাদ করিলেন, ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা বিভিন্ন খান্দান হইতে আপন পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে যাইয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য (এক জায়গায়) সমবেত হইত এবং তাহারা এমনভাবে বাছিয়া বাছিয়া ভাল কথা বলিত যেমন ঐ ব্যক্তি যে খেজুর খায় সে (খেজুরের স্তূপ হইতে) ভাল ভাল খেজুর বাছিয়া লইতে থাকে।

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত রহমানের ডান দিকের দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের বিশেষ মর্যাদা হইবে। 'রহমানের উভয় হাত ডান' এর অর্থ হইল, ডান হাত যেমন অনেক গুণের অধিকারী হয় তেমনি আল্লাহ তায়ালার সত্তা গুণেরই আধার। তাহাদের প্রতি নবী ও শহীদগণের ঈর্ষান্বিত হওয়া তাহাদের সেই বিশেষ আমলের কারণে হইবে। যদিও নবী ও শহীদগণের মর্যাদা তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী হইবে।

(মাজমায়ে বিহারিল আনোয়ার)

٩٨- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَعْضِ أَبْيَاتِهِ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ﴾، خَرَجَ يَلْتَمِسُ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ، مِنْهُمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ، وَجَافُّ الْجِلْدِ، وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨٩/٧

৯৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে ছিলেন, এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ﴾

অর্থ ঃ আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকদের সহিত (বসিবার) পাবন্দ

করুন যাহারা সকাল সন্ধ্যা আপন রবকে ডাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই সকল লোকদের তালাশে বাহির হইলেন। এক জামাতকে দেখিলেন যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল আছে। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন রহিয়াছে যাহাদের চুল এলোমেলো, চামড়া শুষ্ক এবং পরিধানে শুধু একটি মাত্র কাপড় রহিয়াছে (অর্থাৎ তাহার নিকট শুধু একটি লুঙ্গি রহিয়াছে)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট বসিয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের নিকট স্বয়ং আমাকে বসিবার আদেশ করিয়াছেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا غَنِیْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: غَنِیْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ. رواه أحمد والطبرانی وإسناد أحمد حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٨

৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যিকিরের মজলিসের সওয়াব ও পুরস্কার কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যিকিরের মজলিসের সওয়াব ও পুরস্কার হইল জান্নাত, জান্নাত। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٠- عَنْ أَبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: یَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: سَیَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ، فَقِیْلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِی الْمَسَاجِدِ. رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبويعلى كذلك، مجمع الزوائد ١٠/٧٥

১০০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিবেন, আজ কেয়ামতের ময়দানে সমবেত লোকেরা জানিতে পারিবে যে, সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা? আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা হইবেন? এরশাদ করিলেন, মসজিদে যিকিরের মজলিস ওয়ালাগণ। (মুসনাদে আহমাদ, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا، قَالُوْا: وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ. رواه الترمذی، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث فی أسماء الله الحسنى، رقم: ٣٥١٠

১০১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জান্নাতের বাগানের উপর দিয়া অতিক্রম কর তখন খুব চরিয়া লইও। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতের বাগান কি? এরশাদ করিলেন, যিকিরের হালকা (বা মজলিস)। (তিরমিযী)

١٠٢- عَنْ مُعَاوِیَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَیْنَا، قَالَ: آللّٰهِ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوْا: وَاللّٰهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّیْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلٰكِنَّهُ أَتَانِیْ جِبْرِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِیْ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ یُبَاهِیْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٦٨٥٧

১০২. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাযিঃ)দের একটি হালকার নিকট গেলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কেন বসিয়াছ? তাহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও এই ব্যাপারে শোকর আদায় করিবার জন্য বসিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়া আমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা কি শুধু এইজন্যই বসিয়াছ? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহর কসম, শুধু এইজন্যই বসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া কসম লই নাই, বরং ব্যাপার এই যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং এই সংবাদ শুনাইয়া গেলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে লইয়া ফেরেশতাদের

উপর গর্ব করিতেছেন। (মুসলিম)

١٠٣- عَنْ أَبِي رَزِينٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْأَمْرِ الَّذِي تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ. (الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابيح، رقم:٥٠٢٥

১০৩. হযরত আবু রাযীন (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদিগকে কি দ্বীনের বুনিয়াদী জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা দ্বারা তোমরা দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ হাসিল করিবে? আল্লাহ তায়ালার যিকিরে নিজের জিহ্বাকে নাড়াইতে থাক। (বাইহাকী, মেশকাত)

١٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللّٰهَ رُؤْيَتُهُ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. رواه أبويعلى وفيه مبارك بن حسان، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٩

১০৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হইল যে, আমাদের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট বসা উত্তম হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহাকে দেখিলে তোমাদের আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, যাহার কথায় তোমাদের আমলের মধ্যে উন্নতি হয়, এবং যাহার আমলের দ্বারা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ হইয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٢٦٠

১০৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

আল্লাহ তায়ালার যিকির করে এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তাহার চোখ হইতে কিছু পানি জমিনে গড়াইয়া পড়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আযাব দিবেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٠٦- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فضل المرابط، رقم:١٦٦٩

১০৬. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুই ফোটা ও দুই চিহ্ন অপেক্ষা কোন জিনিস অধিক প্রিয় নাই। এক—অশ্রুর ফোটা যাহা আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বাহির হয়। দ্বিতীয়—রক্তের ফোটা যাহা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় প্রবাহিত হয়। আর দুই চিহ্ন হইতে একটি আল্লাহ তায়ালার রাস্তার কোন চিহ্ন (যেমন জখম, অথবা ধূলাবালি অথবা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় চলার পদচিহ্ন)। আর অপর চিহ্ন হইল যাহা আল্লাহ তায়ালার কোন ফরজ হুকুম আদায়ের কারণে হইয়াছে (যেমন সেজদার চিহ্ন অথবা হজ্জের সফরের কোন চিহ্ন)। (তিরমিযী)

١٠٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. رواه البخاري، باب الصدقة باليمين، رقم:١٤٢٣

১০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাত ব্যক্তি যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা এমন দিনে আপন রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না।

১—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ২—সেই যুবক যে যৌবনে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে। ৩—সেই ব্যক্তি যাহারা অন্তর সর্বদা মসজিদের সহিত লাগিয়া থাকে। ৪—এমন দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ তায়ালার জন্য পরস্পর মহব্বত রাখে, ইহার ভিত্তিতেই তাহারা মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫—সেই ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চ বংশীয়া সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি। ৬—সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার বাম হাতও জানে না যে, ডান হাত কি খরচ করিল। ৭—সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। (বোখারী)

١٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلٰى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، رقم: ٣٣٨٠

১০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক এমন কোন মজলিসে বসিল যেখানে তাহারা না আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল, আর না আপন নবীর উপর দরূদ পাঠাইল, কেয়ামতের দিন উক্ত মজলিস তাহাদের জন্য লোকসানের কারণ হইবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে আযাব দিবেন, ইচ্ছা করিলে মাফ করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

١٠٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ. رواه أبوداود، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٦

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসিল যেখানে আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল না। উক্ত মজলিস তাহার জন্য ক্ষতিকর হইবে। আর যে শয়ন করিবার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করিল না, এই শয়নও তাহার জন্য ক্ষতিকর

হইবে। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٢/٣٥٢

১১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে না তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে আর না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠায় কেয়ামতের দিন (যিকির ও দরূদ শরীফের) সওয়াব দেখিয়া তাহাদের আফসোস হইবে। যদিও তাহারা (নিজেদের অন্যান্য নেকীর কারণে) জান্নাতে যায়। (ইবনে হিব্বান)

١١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً. رواه أبوداود، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٥

১১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক কোন এমন মজলিস হইতে উঠে যেখানে তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে নাই তাহারা যেন (দুর্গন্ধময়) মৃত গাধার নিকট হইতে উঠিয়াছে। আর এই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য আফসোসের কারণ হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আফসোসের কারণ এই জন্য হইবে যে, মজলিসে সাধারণতঃ অনর্থক কথাবার্তা হইয়াই যায়, যাহা পাকড়াওয়ের কারণ হইতে পারে। অবশ্য যদি উহাতে আল্লাহ তায়ালার যিকির করিয়া লওয়া হয় তবে উহা পাকড়াও হইতে বাঁচার কারণ হইয়া যাইবে। (বজলুল মাজহুদ)

١١٢- عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ

جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم:٦٨٥٢

১১২. হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়া ছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কি দৈনিক একহাজার নেকী উপার্জন করিতে অক্ষম? তাঁহার নিকট বসিয়া থাকা লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্য হইতে কেহ দৈনিক এক হাজার নেকী কিভাবে উপার্জন করিতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, সুবহানাল্লাহ একশতবার পড়িলে তাহার জন্য একহাজার নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার একহাজার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

١١٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ، أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ، مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟ رواه ابن ماجه، باب فضل التسبيح، رقم:٣٨٠٩

১১৩. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

سُبْحَانَ اللهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্য হইতে যাহা দ্বারা তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহত্ব বর্ণনা কর। এই কলেমাগুলি আরশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। মৌমাছির ন্যায় উহা হইতে ভন ভন আওয়াজ হইতে থাকে। এই কলেমাগুলি এইভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে সর্বদা কেহ তোমাদের আলোচনা করিতে থাকুক? (ইবনে মাজাহ)

١١٤- عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل التسبيح ....، رقم:٣٥٨٣

১১৪. হযরত ইউসাইরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা তসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া) ও তাহলীল (অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া) ও তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন— سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়া)কে নিজের উপর জরুরী করিয়া লও এবং আঙ্গুলের দ্বারা গণনা কর। কেননা আঙ্গুলসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, (যে, উহা দ্বারা কি আমল করিয়াছ? এবং উত্তরের জন্য উহাদিগকে) কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে। আর আল্লাহ তায়ালার যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত করিবে। (তিরমিযী)

١١٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه البزار وإسناده جيد، مجمع الزوائد ١١١/١٠

১১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ পাঠ করে তাহার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٦- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. رواه مسلم، باب فضل سبحان الله وبحمده، رقم:٦٩٢٥

১১৬. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কোন কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম কালাম উহা যাহা আল্লাহ তায়ালা আপন ফেরেশতা বা বান্দাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। উহা হইল سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ। (মুসলিম)

١١٧- عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَأَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ؟

قَالَ: بَلٰى، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلٰى جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَحْمَتِهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، الترغيب ٢/٤٢١

১১৭. হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه বলে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। যে ব্যক্তি একশতবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ পাঠ করে তাহার জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমতাবস্থায় তো কেহই (কেয়ামতের দিন) ধ্বংস হইতে পারে না? (কারণ নেকীর পরিমাণই বেশী হইবে।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (কিছু লোক তারপরও ধ্বংস হইবে, কারণ) তোমাদের মধ্য হইতে একজন এই পরিমাণ নেকী লইয়া আসিবে যে, যদি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দেওয়া হয় তবে উহা চাপা পড়িয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় ঐ সমস্ত নেকী নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত দ্বারা যাহাকে চাহিবেন সাহায্য করিবেন এবং ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়া লইবেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম, তরগীব)

١١٨- **عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِىْ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ.** رواه مسلم، باب فضل سبحان الله وبحمده، رقم:٦٩٢٦، والترمذى إلا أنه قال: **سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهِ** وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أى الكلام أحب إلى الله، رقم:٣٥٩٣

১১৮. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাকে বলিব না যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম কি? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলিয়া দিন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম কি? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম হইল, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ। (মুসলিম)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কালাম হইল—
سبحان ربى و بحمده। (তিরমিযী)

١١٩- **عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ.** رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فى فضائل سبحان الله وبحمده ...، رقم:٣٤٦٥

১১৯. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—
যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ বলে তাহার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়। (তিরমিযী)

١٢٠- **عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.** رواه البخارى، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، رقم:٧٥٦٣

১২০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কলেমা এমন আছে যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সেই কলেমা দুইটি এই—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

(বোখারী)

١٢١- **عَنْ صَفِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَىَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ فَقَالَ: يَا بِنْتَ حُيَىٍّ! مَا هٰذَا؟ قُلْتُ: أُسَبِّحُ بِهِنَّ، قَالَ: قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلٰى رَأْسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هٰذَا، قُلْتُ: عَلِّمْنِىْ قَالَ: قُوْلِىْ "سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَىْءٍ".** رواه الحاكم فى المستدرك وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٤٧

১২১. হযরত সফিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমার সম্মুখে চার হাজার খেজুরের দানা রাখা ছিল, যাহা দ্বারা আমি তসবীহ পড়িতেছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, হুইয়াইয়ের বেটি (সফিয়্যাহ) ইহা কি? আমি আরজ করিলাম যে, এই দানাগুলি দ্বারা তসবীহ পড়িতেছি। এরশাদ করিলেন,

আমি যখন হইতে তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ইহার চেয়ে বেশী তসবীহ পড়িয়া ফেলিয়াছি। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উহা আমাকে শিখাইয়া দিন। এরশাদ করিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

পড়। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন উহার সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٢- عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. رواه

مسلم، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم:٦٩١٣

১২২. হযরত জুআইরিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট হইতে গেলেন, আর তিনি আপন নামাযের স্থানে বসিয়া যিকিরে মশগুল) রহিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাযের পর ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তিনি একই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঐ অবস্থায়ই আছ, যে অবস্থায় আমি রাখিয়া গিয়াছিলাম? তিনি আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর চারটি কলেমা তিনবার পড়িয়াছি। যদি সেই কলেমাগুলিকে ঐ সমস্তের মোকাবেলায় ওজন করা হয় যাহা তুমি সকাল হইতে এ যাবৎ পড়িয়াছ তবে সেই কলেমাগুলি ভারী হইয়া যাইবে। সেই কলেমাগুলি এই—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি তাহার সমস্ত মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ, তাহার সন্তুষ্টি পরিমাণ, তাহার

আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাহার কলেমাসমূহ লেখার কালি সমপরিমাণ। (মুসলিম)

١٢٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى -أَوْ حَصًى- تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ. رواه أبوداؤد،

باب التسبيح بالحصى، رقم:١٥٠٠

১২৩. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহিত একজন মহিলা সাহাবী (রাযিঃ)এর নিকট গেলাম। তাহার সম্মুখে অনেকগুলি খেজুরের দানা অথবা কঙ্কর রাখা ছিল। তিনি উহা দ্বারা তসবীহ পড়িতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কলেমা বলিব না যাহা তোমার জন্য এই আমল অপেক্ষা সহজ? অতঃপর এই কলেমাগুলি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আসমানে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি জমিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আসমান ও জমিনের মাঝে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তিনি আগামীতে সৃষ্টি করিবেন।

তারপর বলিলেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ এইভাবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এইভাবে এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ও এইভাবে পড়। অর্থাৎ এই কলেমাগুলির শেষেও عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ এবং عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ এবং عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ মিলাইয়া লও। (আবূ দাউদ)

١٢٤- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ فَقَالَ: بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ؟ قُلْتُ: أَذْكُرُ اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ثُمَّ دَأَبْتَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْهُ؟ قُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: تَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذٰلِكَ. رواه الطبراني من طريقين وإسناد أحدهما حسن، مجمع الزوائد ١٠٩/١٠

১২৪. হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। আমি বসিয়া ঠোঁট নাড়িতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঠোঁট কেন নাড়াইতেছ? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে ঐ কলেমাগুলি বলিয়া দিব না যে, যদি তুমি উহা বল তবে তোমার রাত্রদিনের অনবরত যিকির ও উহার সওয়াব পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। এরশাদ করিলেন, এই কলেমাগুলি পড়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

এমনিভাবে سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর সহিত এই কলেমাগুলি পড়—

سُبْحَانَ اللّٰهِ

عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصٰى خَلْقُهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাহারা কিতাব গণনা করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার সকল প্রশংসা ঐ সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা প্রতিটি জিনিসের উপর।

আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এই সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা প্রতিটি জিনিসের উপর।

আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাব গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার কিতাবে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা তাঁহার মাখলুক গণনা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঐ সমস্ত জিনিসের পূর্ণতা পরিমাণ

যাহা মাখলুকাতের মধ্যে আছে। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া পরিমাণ, আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব প্রতিটি জিনিসের উপর। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েত)

١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٠٢

১২৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম যাহাদিগকে জান্নাতের দিকে ডাকা হইবে তাহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা সচ্ছলতায় ও অভাব অনটনে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. رواه مسلم، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم:٦٩٣٢

১২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ বান্দার উপর অত্যন্ত খুশী হন যে একটি লোকমা খায় আর উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে, এক ঢোক পানি পান করে আর উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে। (মুসলিম)

١٢٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَلِمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُوْنَ الْعَرْشِ، وَالْأُخْرٰى تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. رواه الطبراني ورواته إلى معاذ بن عبد الله ثقة سوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد، الترغيب ٢/٤٣٤

১২৭. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه ও الله اكبر দুই কলেমা। এই দুইটি হইতে একটি (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه) তো আরশে পৌঁছার পূর্বে কোথায়ও থামে না, আর দ্বিতীয়টি (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে (নূর বা সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। (তাবারানী, তরগীব)

١٢٨- عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِيْ -أَوْ فِيْ يَدِهِ- التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (الحديث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه حديث أن التسبيح نصف الميزان، رقم:٣٥١٩

১২৮. বনু সুলাইম গোত্রীয় এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলি আমার হাতে অথবা নিজ হাতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰه বলা অর্ধেক পাল্লাকে ভরিয়া দেয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা সম্পূর্ণ পাল্লাকে সওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর সওয়াব জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে ভরপুর করিয়া দেয়। (তিরমিযী)

١٢٩- عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٢٩٠

১২৯. হযরত সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদিগকে কি জান্নাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজার কথা বলিব না? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি এরশাদ করিলেন, সেই দরজা হইল, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٠- عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مُرْ أُمَّتَكَ فَلْيُكْثِرُوا

مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. رواه أحمد ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد ووثقه ابن حبان، مجمع الزوائد ١١٩/١٠

১৩০. হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরাঈল, তোমার সহিত ইনি কে? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি আপনার উম্মতকে বলিবেন যে, তাহারা যেন অধিক পরিমাণে জান্নাতের চারা লাগায়। কারণ জান্নাতের মাটি অতি উত্তম এবং উহার জমিন প্রশস্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতের চারা কি? এরশাদ করিলেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣١- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ....، رقم: ٥٦٠١، وزاد أحمد: **أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ** ٢٠/٥

১৩১. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি কলেমা আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ যে কোন কলেমা ইচ্ছা হয় প্রথমে পড়। (আর যে কলেমা ইচ্ছা হয় পরে পড়িতে পার, কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম)

এক রেওয়ায়াতে আছে, এই চারটি কলেমাই কুরআন মজীদের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এইগুলি কুরআন মজীদেরই কলেমা। (মুসঃ আহমাদ)

١٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٧

১৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ বলা এমন প্রতিটি জিনিস হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদয় হয়। (কারণ এইগুলির আজর ও সওয়াব বাকী থাকিবে, আর দুনিয়া আপন সমস্ত আসবাবপত্রসহ শেষ হইয়া যাইবে।) (মুসলিম)

١٣٣- عَنْ أَبِي سَلْمٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَخٍ بَخٍ بِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٥١١/١

১৩৩. হযরত আবু সালমা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বাহ, বাহ! পাঁচটি জিনিস আমলনামার পাল্লায় কত বেশী ভারী, ১— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ২— سُبْحَانَ اللهِ ৩— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৪— اَللهُ اَكْبَرُ ৫—কোন মুসলমানের নেক ছেলের ইন্তেকাল হইয়া যায় আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. (وهو جزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠٦/١٠

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ পড়িবে তাহার আমলনামায় প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣٥- عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، أَوْ كَمَا قَالَتْ: فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُ وَأَنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: سَبِّحِي اللّٰهَ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاحْمَدِي اللّٰهَ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِيْنَ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَكَبِّرِي اللّٰهَ مِائَةَ تَكْبِيْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللّٰهَ مِائَةَ، قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ. قلت: رواه ابن ماجه باختصار ورواه أحمد والطبراني في الكبير ولم يقل **أَحْسِبُهُ** ورواه في الأوسط إلا أنه قال فيه: **قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَبِرَتْ سِنِّيْ، وَرَقَّ عَظْمِي فَدُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ، لَقَدْ سَأَلْتِ، وَقَالَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُجَلَّلَةٍ تُهْدِيْنَهَا إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالَى: وَقُوْلِيْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، مِائَةَ مَرَّةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ مِمَّا أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِمَّا رُفِعَ لَكِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتِ أَوْ زَادَ.** وأسانيدهم حسنة، مجمع الزوائد ١٠/١٠٨ ورواه الحاكم وقال: **قُوْلِيْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا تَتْرُكُ ذَنْبًا، وَلَا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ.** وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ١/٥١٤

১৩৫. হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যেন বসিয়া বসিয়া করিতে থাকি। তিনি এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। উহার সওয়াব এমন যেন তুমি ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর হইতে একশত গোলাম আযাদ করিলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব জিন ও লাগামসহ একশত ঘোড়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আরোহণের জন্য দেওয়ার সমতুল্য। اَللّٰهُ اَكْبَرُ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব গর্দানে কুরবানীর মালা

পরানো এমন একশত উট জবাই করার সমতুল্য যাহার কোরবানী আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়াছে। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব তো আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরিয়া দেয়। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় আমল করিয়াছে তাহার আমল অধিক যোগ্য হইতে পারে।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি এবং আমার হাড়গুলি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বাহ্ বাহ্! তুমি বড় ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ এবং বলিলেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য এরূপ একশত উট হইতে উত্তম যাহাদের গর্দানে কুরবানীর মালা পরানো হইয়াছে, ঝুল পরানো হইয়াছে এবং উহা মক্কায় জবাই করা হয়। ..... একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য ঐ সমুদয় জিনিস হইতে উত্তম যাহাকে আসমান ও জমিন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য সেই ব্যক্তির আমল অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইতে পারে যে এই কলেমাগুলি এই পরিমাণ অথবা ইহা হইতে অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়িতে থাক। ইহা কোন গুনাহকে ছাড়ে না, আর ইহার ন্যায় কোন আমল নাই।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٣٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرَاسًا لِي، قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هٰذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجة، باب فضل التسبيح، رقم:٣٨٠٧

১৩৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া গেলেন, আমি তখন চারা লাগাইতে ছিলাম। বলিলেন, আবু হোরায়রা, কি লাগাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, নিজের জন্য চারা লাগাইতেছি। এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা হইতে উত্তম চারার কথা বলিয়া দিব না? سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ বল। ইহার প্রত্যেক কলেমার বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগাইয়া দেওয়া হইবে। (ইবনে মাজাহ)

١٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: خُذُوا جُنَّتَكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَمِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ؟ فَقَالَ: خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُوْلُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْتَقْدِمَاتٍ، وَمُسْتَأْخِرَاتٍ، وَمُنْجِيَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. مجمع البحرين فى زوائد المعجمين٧/٣٢٩، قال المحشى: أخرجه الطبرانى فى الصغير، وقال الهيثمى فى المجمع: ورجاله رجال الصحيح غير داوٗد بن بلال وهو ثقة

১৩৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, দেখ, নিজের বাঁচার জন্য ঢাল লইয়া লও। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দুশমন আসিয়া গিয়াছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য ঢাল লইয়া লও। سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ পড়। কেননা এই কলেমাগুলি কেয়ামতের দিন আপন পাঠকারীর সামনে, পিছন, ডান ও বাম দিক হইতে আসিবে এবং তাহাদের জন্য নাজাতদানকারী হইবে এবং এইগুলিই সেই নেক আমল যাহার সওয়া চিরকাল মিলিতে থাকিবে। (মাজমায়ে বাহরাইন)

ফায়দা ঃ 'এই কলেমাগুলি পাঠকারীর সামনের দিক হইতে আসিবে' হাদীস শরীফে বর্ণিত এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এই কলেমাগুলি অগ্রসর হইয়া আপন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। আর ডান বাম ও পিছনের দিক হইতে আসার অর্থ হইল, আপন পাঠকারীকে আযাব হইতে রক্ষা করিবে।

١٣٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواه أحمد٣/١٥٢

১৩৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ বলার দ্বারা গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣٩- عَنْ عِمْرَانَ -يَعْنِي: ابْنَ حُصَيْنٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَاذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَاللهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. رواه الطبرانى والبزار ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/١٠٥

১৩৯. হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি দৈনিক ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আমল করিতে পারে না? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওহুদ পাহাড় পরিমাণ কে আমল করিতে পারে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই করিতে পারে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কোন্ আমল? এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللهِ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। اَللهُ اَكْبَرُ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বড়। (তাবারানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ:

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، باب حديث فى أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماما، رقم:٣٥٠٩

১৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের উপর দিয়া যাও তখন খুব বিচরণ কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতের বাগান কি? এরশাদ করিলেন, মসজিদসমূহ। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিচরণের কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করা। (তিরমিযী)

١٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُوْنَ حَسَنَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُوْنَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللّٰهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ ثَلَاثُوْنَ سَيِّئَةً. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٨٤٠

১৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন কালাম হইতে চারটি কলেমা বাছাই করিয়াছেন— سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ যে ব্যক্তি একবার سُبْحَانَ اللّٰهِ বলে তাহার জন্য বিশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহার বিশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তাহার জন্য এই একই সওয়াব। যে ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে তাহার জন্যও এই একই সওয়াব। যে ব্যক্তি অন্তরের গভীর হইতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে তাহার জন্য ত্রিশ নেকী লিখিয়া দেওয়া হয় এবং ত্রিশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আমালুল ইয়াওমে ওয়াল্ লাইলাহ)

١٤٢- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ:

اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ. قِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ، قِيْلَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ، وَالتَّسْبِيْحُ، وَالتَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه الحاكم وقال: هذا أصح إسناد المصريين ووافقه الذهبى ٥١٢/١

১৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বাকিয়াতে সালেহাত অধিক পরিমাণে কর। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, উহা দ্বীনের বুনিয়াদ বা ভিত্তিসমূহ। আরজ করা হইল, সেই বুনিয়াদ বা ভিত্তিসমূহ কি? এরশাদ করিলেন, তকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা), তাহলীল (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা), তসবীহ (سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা), তাহমীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা) এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ বাকিয়াতে সালেহাতের দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত নেক আমল যাহার সওয়াব অনন্তকাল পাওয়া যাইতে থাকে। (ফাতহে রাব্বানী)

١٤٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وَهُنَّ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ. رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما: عمر بن راشد اليمامى، وقد وُثق على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠٤/١٠

১৪৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়। এইগুলি বাকিয়াতে সালেহাত এবং এইগুলি গুনাহকে এমনভাবে ঝরাইয়া দেয় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। আর এই কলেমাগুলি জান্নাতের খাজানা হইতে আসিয়াছে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُوْلُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد، رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وقال الذهبى: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ١/٥٠٣

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জমিনের উপর যে ব্যক্তিই لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। যদিও তাহার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (তিরমিযী)

এক রেওয়ায়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ সহকারে এই ফযীলত উল্লেখ করা হইয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٤٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، قَالَ اللّٰهُ: أَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ١/٥٠٢

১৪৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি (অন্তর হইতে) سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা ফরমাবরদার (অনুগত) হইয়া গিয়াছে এবং নিজেকে আমার সোপর্দ করিয়া দিয়াছে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٤٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ وَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحْدِىْ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا

اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، قَالَ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِىْ لَا شَرِيْكَ لِىْ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، قَالَ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِىْ. وَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَهَا فِىْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء ما يقول العبد إذا مرض، رقم: ٣٤٣٠

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেহ বলে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ তায়ালা সবার চেয়ে বড়'—তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সত্যতার সমর্থন করেন এবং বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আমি সবার চেয়ে বড়। আর যখন সে বলে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ —অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা,—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا وَحْدِىْ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি একা। আর যখন সে বলে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ —অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই'—তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَحْدِىْ لَا شَرِيْكَ لِىْ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি একা আমার কোন অংশীদার নাই। আর যখন সে বলে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ—অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাহারই জন্য বাদশাহী এবং সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য, —তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমার জন্যই বাদশাহী এবং আমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আর যখন সে বলে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ —অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং গুনাহ

হইতে রক্ষা করার ও নেক কাজে লাগাইবার শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই, —তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِیْ —অর্থাৎ আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং গুনাহ হইতে রক্ষা করার ও নেক কাজে লাগাইবার শক্তি একমাত্র আমারই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় উক্ত কলেমাগুলি অর্থাৎ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

পড়িবে এবং মৃত্যুবরণ করিবে জাহান্নামের আগুন তাহাকে চাখিবেও না। (তিরমিযী)

١٤٧-عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوْحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ إِلَّا فُتِقَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يَنْظُرَ اللّٰهُ إِلٰى قَائِلِهَا وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٢٨

১৪৭. হযরত ইয়াকুব ইবনে আসেম (রহঃ) দুইজন সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে বান্দা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এমনভাবে পড়ে যে, উহাতে এখলাস থাকে এবং মুখের কথাকে অন্তর সাক্ষ্য দেয়, তাহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং উহার পাঠকারীকে আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন। আর যে বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি পড়িয়া যায় সে এই উপযুক্ত হইয়া যায় যে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দান করিবেন। (আমলুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ)

١٤٨-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فى دعاء يوم عرفة، رقم:٣٥٨٥

১৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া আরাফাতের দিনের দোয়া এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম কলেমা যাহা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবী আলাইহিমুস সালামগণ বলিয়াছেন। উহা এই— **"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"** ـ (ترمذى) (তিরমিযী)

١٤٩- رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبى ﷺ، رقم:٤٨٤

১৪৯. এক রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন এবং তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেন। (তিরমিযী)

١٥٠- عَنْ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِيْ صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم:٦٤

১৫০. হযরত ওমায়ের আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অন্তরের এখলাসের সহিত আমার উপর দরূদ পাঠায় আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, উহার বিনিময়ে

তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেন, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মিটাইয়া দেন।

(আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাহ)

١٥١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَمَلَائِكَتِيْ عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه الطبرانى عن أبى ظلال عنه، وأبوظلال وثق، ولايضر فى المتابعات، الترغيب ٢/٤٩٨

১৫১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জুমুআর দিন অধিক পরিমাণে আমার উপর দরূদ পাঠাও। কেননা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আপন রবের নিকট হইতে এখনই আমার নিকট এই পয়গাম লইয়া আসিয়াছিলেন যে, জমিনের বুকে যে কোন মুসলিম আপনার উপর একবার দরূদ পাঠাইবে আমি তাহার উপর দশটি রহমত নাযিল করিব এবং আমার ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দশবার মাগফেরাতের দোয়া করিবে। (তাবারানী, তরগীব)

١٥٢ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْ كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِيْ تُعْرَضُ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّيْ مَنْزِلَةً. رواه البيهقى بإسناد حسن إلا أن مكحولا قيل: لم يسمع من أبى أمامة، الترغيب ٢/٥٠٣

১৫২. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক জুমুআর দিন আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাও। কারণ আমার উম্মতের দরূদ প্রত্যেক জুমুআয় আমার নিকট পেশ করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি যত বেশী আমার উপর দরূদ পাঠাইবে সে (কেয়ামতের দিন) মর্তবা হিসাবে ততই আমার নিকটবর্তী হইবে। (বাইহাকী, তরগীব)

١٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبى ﷺ، رقم: ٤٨٤

১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী আমার সেই উম্মতী হইবে, যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাইবে। (তিরমিযী)

١٥٤- عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ اذْكُرُوا اللّٰهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، قَالَ أُبَيٌّ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، قَالَ قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا؟ قَالَ: إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن

১৫৪. হযরত কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাত্র দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া যাইত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠিতেন এবং বলিতেন, লোকেরা, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, কম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার পর আর এক পশ্চাদগামী বস্তু আসিয়া পৌঁছিয়াছে। (অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গা এবং উহার পর দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকারের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।) মৃত্যু তাহার সমস্ত ভয়াবহতার সহিত আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যু তাহার সমস্ত ভয়াবহতার সহিত আসিয়া গিয়াছে। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাইতে চাই, কাজেই আমি আমার দোয়া ও যিকিরের সময় হইতে দরূদ শরীফের জন্য কত সময় নির্ধারণ করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যত তোমার মনে চায়। আমি আরজ

করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক চতুর্থাংশ সময়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যত তোমার ইচ্ছা হয়, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম, অর্ধেক করি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও,আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম দুই তৃতীয়াংশ করি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও, আর যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি আরজ করিলাম, তবে আমি আমার সম্পূর্ণ সময় আপনার উপর দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এরূপ কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার সমস্ত চিন্তা শেষ করিয়া দিবেন এবং তোমার গুনাহও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ভয় দেখাইয়াছেন, যেন মানুষ আখেরাতের স্মরণ হইতে গাফেল না থাকে।

١٥٥- عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة، مجمع الزوائد ١٠/٢٥٤

১৫৫. হযরত রুআইফি' ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এইভাবে দরূদ পাঠাইবে, **اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** তাহার জন্য আমার শাফায়াত জরুরী হইয়া যাইবে।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের দিন আপনার নিকট বিশেষ নৈকট্যের স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। (বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ، قَالَ: قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. رواه البخاري

১৫৬. হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কিভাবে দরূদ পাঠাইব? আল্লাহ তায়ালা সালাম পাঠাইবার নিয়ম তো (আপনার দ্বারা) আমাদিগকে স্বয়ং শিখাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ তাশাহহুদের মধ্যে আমরা যেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলিয়া আপনার উপর সালাম পাঠাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। আয় আল্লাহ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (বোখারী)

١٥٧- عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. رواه البخاری،كتاب أحاديث الأنبياء،

১৫৭. হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণের উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণের উপর এবং বংশধরগণের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (বোখারী)

١٥٨-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: قُوْلُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

رواه البخاری،باب الصلاة على النبی ﷺ، رقم:٦٣٥٨

১৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর সালাম পাঠাইবার নিয়ম তো আমাদের জানা হইয়াছে (যে আমরা তাশাহহুদের মধ্যে ... বলিয়া আপনার উপর সালাম পাঠাই।) এখন আমাদিগকে ইহাও বলিয়া দিন যে, আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। (বোখারী)

١٥٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفٰى إِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. رواه أبوداود،

باب الصلاة على النبی ﷺ بعد التشهد، رقم:٩٨٢

১৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যাহার ইহা পছন্দ হয় যে, যখন সে আমার পরিবারবর্গের উপর দরূদ পাঠ করে তখন উহার সওয়াব বড় পাত্রে মাপা হউক তবে সে যেন এই শব্দগুলি দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার বিবিগণ—যাহারা মুমিনীনদের মা এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর এবং তাঁহার সকল পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও সম্মানিত। (আবু দাউদ)

١٦٠-عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: يَا عَبْدِىْ مَا عَبَدْتَنِى وَرَجَوْتَنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِى لَقِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه أحمد ٥/١٥٤

১৬০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দা! নিশ্চয় যতক্ষণ তুমি আমার এবাদত করিতে থাকিবে এবং আমার নিকট (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে মাফ করিতে থাকিব, চাই তোমার মধ্যে যতই দোষ থাকুক না কেন। হে আমার বান্দা! যদি তুমি জমিনভরা গুনাহ লইয়া আমার সহিত এমনভাবে মিলিত হও যে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক কর নাই তবে আমিও জমিনভরা মাগফেরাত লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিব। (মুসনাদে আহমাদ)

١٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِى. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِى.

(الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسى: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ...، رقم: ٣٥٤٠

১৬১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদমের সন্তান! নিশ্চয় তুমি যতক্ষণ আমার নিকট দোয়া করিতে থাকিবে এবং (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে মাফ করিতে থাকিব। চাই তোমার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, আমি উহার পরওয়া করিব না। অর্থাৎ তুমি যত বড় গুনাহগারই হও না কেন, তোমাকে মাফ করা আমার নিকট কোন বড় ব্যাপার নয়। হে আদমের সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আসমানের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছাইয়া যায়, আর তুমি আমার নিকট মাফ চাও তবে আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিব এবং আমি উহার কোন পরওয়া করিব না। (তিরমিযী)

١٦٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِى، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٥٠٧

১৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন বান্দা যখন গুনাহ করিয়া বসে, অতঃপর (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো গুনাহ করিয়া বসিয়াছি, এখন আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদের সম্মুখে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি তাহার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাহেন গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন সে (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাহেন, গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং উহার উপর ধরপাকড়ও করিতে পারেন? শুনিয়া রাখ,

আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম, বান্দা যাহা ইচ্ছা করুক। অর্থাৎ সে প্রত্যেক গুনাহের পর তওবা করিতে থাকে তো আমি তাহার তওবা কবুল করিতে থাকিব। (বোখারী)

١٦٣- عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوْبِهِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذٰلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوْقِفْهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٢/٤

১৬৩. হযরত উম্মে ইসমাহ আওসিয়াহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান গুনাহ করে তখন যে ফেরেশতা গুনাহ লেখার উপর নিযুক্ত আছেন তিনি সেই গুনাহ লিখিতে তিন মুহূর্ত অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য থামিয়া যান। যদি সে এই তিন মুহূর্তের কোন সময়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের সেই গুনাহের জন্য মাফ চাহিয়া লয় তবে উক্ত ফেরেশতা আখেরাতে তাহাকে সেই গুনাহের ব্যাপারে জানাইবে না এবং কেয়ামতের দিন (সেই গুনাহের কারণে) তাহাকে আযাব দেওয়া হইবে না।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِيءِ أَوِ الْمُسِيْءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً. رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا، مجمع الزوائد ٣٤٦/١٠

১৬৪. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহগার মুসলমানদের জন্য ছয় মুহূর্ত (কিছু সময়) গুনাহ লেখা হইতে কলমকে উঠাইয়া রাখে। (অর্থাৎ লেখে না।) অতঃপর যদি এই গুনাহগার বান্দা লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট গুনাহের জন্য মাফ চাহিয়া লয় তবে ফেরেশতা সেই গুনাহকে লেখে না। নতুবা একটি গুনাহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٦٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ ﴿كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾[المطففين:١٤]. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم:٣٣٣٤

১৬৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগিয়া যায়। তারপর যদি সে উক্ত গুনাহকে ছাড়িয়া দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাফ চাহিয়া লয় এবং তওবা করিয়া লয় তবে (সেই কালো দাগ মুছিয়া) অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। আর যদি গুনাহের পর তওবা ও মাফ চাওয়ার পরিবর্তে আরো গুনাহ করে তবে অন্তরের কালিমা আরো বাড়িয়া যায়। অবশেষে সমস্ত অন্তর ছাইয়া ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইহাই সেই মরিচা যাহা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন—

كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(তিরমিযী)

١٦٦- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. رواه أبوداود، باب في الإستغفار، رقم:١٥١٤

১৬৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকে সে গুনাহের উপর হটকারীদের মধ্যে গণ্য হয় না, যদিও দিনে সত্তরবার গুনাহ করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে গুনাহের পর লজ্জা হয় এবং আগামীতে সেই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার পাকা এরাদা হয় উহা ক্ষমার উপযুক্ত হয়, যদিও সেই গুনাহ বারবার সংঘটিত হয়। (বজলুল মাজহুদ)

١٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه أبوداؤد، باب في الإستغفار، رقم:١٥١٨

১৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দীর সহিত ইস্তেগফার করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক অসুবিধায় মুক্তির পথ করিয়া দেন। প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হইতে নাজাত দান করেন এবং তাহাকে এমন জায়গা হইতে রুজী দান করেন যেখান হইতে তাহার ধারণাও থাকে না। (আবু দাউদ)

١٦٨- عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيْهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٣٤٧

১৬৮. হযরত যুবাইর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, (কেয়ামতের দিন) তাহার আমলনামা তাহাকে আনন্দিত করুক, তাহার অধিক পরিমাণে এস্তেগফার করিতে থাকা উচিত।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا. رواه ابن ماجه، باب الإستغفار، رقم:٣٨١٨

১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে (কেয়ামতের দিন) আপন আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার পায়। (ইবনে মাজাহ)

١٧٠- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ: يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْئَلُوْنِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ. وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ

فَاسْتَغْفَرَنِيْ بِقُدْرَتِيْ غَفَرْتُ لَهُ. وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُوْنِي الْهُدٰى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ. فَسَلُوْنِيْ أَرْزُقْكُمْ، وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوْا، فَكَانُوْا عَلٰى قَلْبِ أَتْقٰى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ لَمْ يَزِدْ فِيْ مُلْكِيْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ. وَلَوِ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلٰى قَلْبِ أَشْقٰى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ. لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِيْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوْا، فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِيْ إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ، فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا. ذٰلِكَ بِأَنِّيْ جَوَّادٌ مَاجِدٌ عَطَائِيْ كَلَامٌ، إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقُوْلُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُوْنُ. رواه ابن ماجه، باب ذكر التوبة، رقم:٤٢٥٧

১৭০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই গুনাহগার সে ব্যতীত যাহাকে আমি বাঁচাইয়া লই। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও, আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব। আর যে ব্যক্তি এই কথা জানিয়া যে, আমি মাফ করিবার ক্ষমতা রাখি, আমার নিকট মাফ চায় আমি তাহাকে মাফ করিয়া দেই। আর তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়াত দান করি। অতএব আমার নিকট হেদায়াত চাও, আমি তোমাদিগকে হেদায়াত দিব। আর তোমরা সকলেই ফকির সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি ধনী করিয়া দেই। অতএব আমার নিকট চাও, আমি তোমাদিগকে রুজী দিব। যদি তোমাদের জীবিত-মৃত, পূর্ব-পরের, সমস্ত উদ্ভিদ ও সমস্ত জড়বস্তু (ও মানুষ হইয়া) সমবেত হয়। অতঃপর ইহারা সকলে সেই ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়, যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তবে ইহা আমার বাদশাহীতে মশার পাখা পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। আর যদি ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এমন ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়, যে সর্বাপেক্ষা গুনাহগার তবে ইহাও আমার বাদশাহীতে মশার পাখা পরিমাণ কম করিতে পারিবে না। যদি তোমাদের জীবিত-মৃত, পূর্ব-পরের, সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্ত জড়বস্তু (ও মানুষ হইয়া) একত্রিত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেক প্রার্থী আপন খাহেশের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রার্থনা

করে তবে আমার খাজনায় এতটুকুও কম হইবে না যতটুকু তোমাদের কেহ সমুদ্রের কিনারা দিয়া অতিক্রমকালে উহাতে সুঁই ডুবাইয়া বাহির করিয়া লয়। ইহা এইজন্য যে, আমি অত্যন্ত দানশীল, সম্মানে অধিকারী। আমার দান শুধু বলিয়া দেওয়া। আমি যখন কোন জিনিসের এরাদা করি তখন সেই জিনিসকে বলিয়া দেই যে, হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। (ইবনে মাজাহ)

١٧١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً. رواه الطبراني و إسناده جيد، مجمع الزوائد ٣٥٢/١

১৭১. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا رواه أبو داود، باب في المصافحة، رقم: ٥٢١١

১৭২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দুইজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চায় (যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ বলে) তাহাদের মাগফেরাত করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١٧٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتّٰى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيْدًا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمَا،

إِنَّهُ وَاللّٰهِ! لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ. رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ٦٩٥٩

১৭৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ ব্যক্তির আনন্দ সম্পর্কে কি বল, যাহার উটনী আপন লাগামের রশি টানিয়া এমন কোন জনমানবহীন ময়দানে পালাইয়া যায়। যেখানে না খাবার আছে, না পানি আছে। আর উটনীর উপর সেই ব্যক্তির খাবার ও পানি রহিয়াছে এবং সে উটনীকে তালাশ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই উটনী একটি গাছের কাণ্ডের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে উহার লাগাম গাছের কাণ্ডের সহিত আটকাইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি উক্ত কাণ্ডের সহিত আটকাইয়া থাকা উটনীকে পাইয়া যায়? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহার অনেক বেশী আনন্দ হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, শোন, আল্লাহর কসম, (এরূপ কঠিন অবস্থায় নিরাশ হইবার পর) বাহন পাওয়ার দরুন এই ব্যক্তির যে পরিমাণ খুশী ও আনন্দ হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার তওবার উপর এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশী হন। (মুসলিম)

١٧٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتٰى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللّٰهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ٦٩٦٠

১৭৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার তওবার দ্বারা তোমাদের কাহারো ঐ সময়ের খুশী অপেক্ষা অধিক খুশী হন যখন সে আপন বাহন সহ কোন বিজন ময়দানে থাকে, আর বাহন তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়। উহার উপর তাহার খানা–পানিও রহিয়াছে। অতঃপর সে আপন বাহন পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া কোন গাছের ছায়ায় আসিয়া শুইয়া পড়ে। যখন সে

আপন বাহন পাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হইয়া গিয়াছিল তখন হঠাৎ সে উক্ত বাহনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায় এবং সে তৎক্ষণাৎ উহার লাগাম ধরিয়া ফেলে এবং আনন্দের আতিশয্যে ভুল করিয়া এরূপ বলিয়া বসে যে, আয় আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব। (মুসলিম)

١٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتّٰى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلٰى مَكَانِي الَّذِيْ كُنْتُ فِيْهِ، فَأَنَامُ حَتّٰى أَمُوْتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. رواه مسلم، باب فى الحض على التوبة والفرح بها، رقم:٦٩٥٥

১৭৫. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন মুমিন বান্দার তওবার উপর ঐ ব্যক্তি হইতেও বেশী খুশী হন যে ব্যক্তি কোন ধ্বংসাত্মক ময়দানে এমন বাহনের উপর চলিতেছে যাহার উপর তাহার খানাপিনার জিনিস রহিয়াছে এবং সে (বাহন হইতে নামিয়া) ঘুমাইয়া পড়ে। যখন তাহার চোখ খুলে তখন দেখে যে, বাহন কোথাও চলিয়া গিয়াছে। সে উহা তালাশ করিতে থাকে। অবশেষে যখন তাহার (কঠিন) পিপাসা লাগে তখন বলে, আমি সেই জায়গায় ফিরিয়া যাইব যেখানে প্রথম ছিলাম এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত আমি সেখানে শুইয়া থাকিব। সুতরাং সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। পুনরায় সে যখন জাগ্রত হয় তখন বাহন তাহার নিকট উপস্থিত দেখিতে পায় যাহার উপর তাহার পাথেয় ও খানাপিনার সামান রহিয়াছে। (নিরাশ হওয়ার পর) আপন বাহন ও পাথেয় পাওয়ার কারণে এই ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশী হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার তওবার উপর ইহা অপেক্ষা অধিক খুশী হন। (মুসলিম)

١٧٦- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم، باب قبول التوبة من الذنوب رقم:٦٩٨٩

১৭৬. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রাত্রভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করিয়া রাখেন, যেন দিনের গুনাহগার রাত্রে তওবা করিয়া লয় এবং দিনভর আপন রহমতের হাত প্রসারিত করিয়া রাখেন, যেন রাত্রের গুনাহগার দিনে তওবা করিয়া লয়। (আর এই নিয়ম চলিতে থাকিবে) যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হইবে। (উহার পর তওবা কবুল হইবে না।) (মুসলিম)

١٧٧- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ. (وهو قطعة من الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى فضل التوبة، رقم:٣٥٣٦

১৭৭. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা পশ্চিম দিকে তওবার একটি দরজা বানাইয়াছেন। (উহার দৈর্ঘ্যের কথা আর কি বলিব) উহার প্রস্থ সত্তর বৎসরের দূরত্বের সমান। উহা কখনও বন্ধ হইবে না, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবে। (পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয়ের সময় কেয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং তওবার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।) (তিরমিযী)

١٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب إن الله يقبل توبة العبد رقم:٣٥٣٧

১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন যতক্ষণ গরগরাহ অর্থাৎ

মৃত্যুর অবস্থা আরম্ভ না হইয়া যায়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মৃত্যুর সময় যখন বান্দার রূহ দেহ হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে তখন গলার নালীর ভিতর এক প্রকার আওয়াজ হয়, যাহাকে গরগরাহ বলে। ইহার পর আর জীবনের আশা থাকে না, ইহা মৃত্যুর শেষ এবং নিশ্চিত আলামত। অতএব এই আলামত প্রকাশ হইবার পর তওবা ও ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

١٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيْبَ عَلَيْهِ حَتّٰى قَالَ بِشَهْرٍ حَتّٰى قَالَ بِجُمُعَةٍ، حَتّٰى قَالَ بِيَوْمٍ، حَتّٰى قَالَ بِسَاعَةٍ، حَتّٰى قَالَ بِفُوَاقٍ.

رواه الحاكم ٤/٢٥٨

১৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তওবা করিয়া লয়, বরং মাস, সপ্তাহ, একদিন, এক ঘন্টা এবং উটনীর দুধ একবার দোহনের পর দ্বিতীয় বার দোহনের মধ্যবর্তী যে সামান্য সময় হয়, মৃত্যুর এই পরিমাণ পূর্বেও তওবা করিয়া লয় তাহার তওবা কবুল হইয়া যায়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخْطَأَ خَطِيْئَةً أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ نَدِمَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٣٨٧

১৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ভুল করিয়াছে অথবা কোন গুনাহ করিয়াছে ; অতঃপর লজ্জিত হইয়াছে। তাহার লজ্জিত হওয়া তাহার গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। (বাইহাকী)

١٨١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه ....، رقم: ٢٤٩٩

১৮১. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার তাহারা যাহারা তওবা করে।

(তিরমিযী)

١٨٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللّٰهُ الْإِنَابَةَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٢٤٠

১৮২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের সৌভাগ্যের মধ্য হইতে ইহাও একটি যে, তাহার যিন্দেগী দীর্ঘ হয়, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজের দিকে (আল্লাহ তায়ালার প্রতি) রুজু হওয়ার তৌফিক দান করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٣- عَنِ الْأَغَرِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ، فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ -فِي الْيَوْمِ- مِائَةَ مَرَّةٍ. رواه مسلم، باب استحباب الإستغفار ....، رقم: ٦٨٥٩

১৮৩. হযরত আগার্র (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা কর। কেননা আমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নিকট দিনে একশতবার তওবা করি। (মুসলিম)

١٨٤- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلْأً مِنْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ. رواه البخاري، باب ما يتقى من فتنة المال، رقم: ٦٤٣٨

১৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, হে লোকেরা! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, যদি মানুষ স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি ময়দান পাইয়া যায় তবে দ্বিতীয় অপর একটির খাহেশ করিবে। আর যদি দ্বিতীয়টি পাইয়া যায় তবে তৃতীয়টির খাহেশ করিবে। মানুষের পেট তো একমাত্র কবরের মাটিই ভরিতে পারে। (অর্থাৎ কবরের মাটিতে যাইয়াই সে তাহার এই মাল বাড়াইবার খাহেশ হইতে বিরত হইতে পারে।) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর দয়া করেন যে আপন দিলকে দুনিয়ার দৌলতের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করিয়া লয়। (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়াতে দিলের শান্তি নসীব

করেন এবং মাল বাড়াইবার লোভ হইতে তাহাকে হেফাজত করেন।) (বোখারী)

١٨٥- عَنْ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. رواه أبوداوُد، باب في الإستغفار، رقم:١٥١٧ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم إلا أنه قال: يَقُولُهَا ثَلَاثًا. ووافقه الذهبي ٢/١١٨

১৮৫. হযরত যায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ বলিবে তাহার মাগফেরাত করিয়া দেওয়া হইবে। যদিও সে জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করে।

এক রেওয়ায়াতে এই কলেমাগুলি তিন বার পড়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী এবং তাহারই নিকট তওবা করিতেছি। (আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: وَاذُنُوْبَاهُ وَاذُنُوْبَاهُ، فَقَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ، فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ. رواه الحاكم وقال: حديث رواته عن اخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٣

১৮৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিতে লাগিল, হায় আমার গুনাহ! হায় আমার গুনাহ! সে এই কথা দুই তিনবার বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি বল—

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আপনার মাগফেরাত আমার গুনাহ হইতে অনেক বেশী প্রশস্ত এবং আমি আমার আমল হইতে আপনার রহমতের অধিক আশা করি। সেই ব্যক্তি এই কলেমাগুলি বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আবার বল। সে আবার বলিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আবার বল। তৃতীয়বারও এই কলেমাগুলি বলিল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, উঠিয়া যাও, আল্লাহ তায়ালা মাগফেরাত করিয়া দিয়াছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٧- عَنْ سَلْمٰى أُمِّ بَنِيْ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ، قَالَ: قُوْلِيْ: اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ اللّٰهُ: هٰذَا لِيْ، وَقُوْلِيْ: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ اللّٰهُ: هٰذَا لِيْ، وَقُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، يَقُوْلُ: قَدْ فَعَلْتُ: فَتَقُوْلِيْنَ عَشْرَ مِرَارٍ، يَقُوْلُ: قَدْ فَعَلْتُ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/١٠٩

১৮৭. হযরত সালমা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কয়েকটি কলেমা বলিয়া দিন, কিন্তু যেন বেশী না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বল, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য। দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ বল, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য এবং বল اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ —অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। তুমি ইহা দশবার বল। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকবার বলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِيْ كَلَامًا أَقُوْلُهُ، قَالَ: قُلْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ: فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّيْ، فَمَا لِيْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. رواه مسلم، رقم:٦٨٤٨، وزاد من حديث أبي

مالك وَعَافِنِي وقال فى رواية: فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم:٦٨٥١، ٦٨٥٠

১৮৮. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমাকে কোন এমন কালাম শিখাইয়া দিন যাহা আমি পড়িতে থাকিব। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা বল—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়, আল্লাহ তায়ালার জন্য অনেক প্রশংসা। আল্লাহ তায়ালা সকল দোষ হইতে পবিত্র, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। গুনাহ হইতে বাঁচার শক্তি এবং নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে হইয়া থাকে, যিনি মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

উক্ত গ্রাম্য লোকটি আরজ করিল, এই কলেমাগুলি আমার রবকে স্মরণ করার জন্য হইল। আমার জন্য কি কলেমা হইবে (যাহার দ্বারা আমি নিজের জন্য দোয়া করিব)? তিনি এরশাদ করিলেন, এই ভাবে দোয়া কর— اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে রুজী দান করুন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করুন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, এই কলেমাগুলি তোমার জন্য দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ একত্র করিয়া দিবে। (মুসলিম)

١٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى عقد التسبيح باليد، رقم:٣٤٨٦

১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন হাত মোবারকের অঙ্গুলীসমূহের উপর তসবীহ গণনা করিতে দেখিয়াছি। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যিকির ও দোয়াসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة:١٨٦]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, যখন আপনার নিকট আমার বান্দাগণ আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে (যে, আমি নিকটে না দুরে?) তখন আপনি বলিয়া দিন যে, আমি নিকটেই আছি। দোয়া করনেওয়ালার দোয়া কবুল করি, যখন সে আমার নিকট দোয়া করে। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان:٧٧]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা দোয়া না কর তবে আমার রবও তোমাদের কোন পরওয়া করিবেন না। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً﴾ [الأعراف:٥٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ, হে লোকসকল, আপন রবের নিকট বিনীতভাবে এবং চুপিচুপি দোয়া কর। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا﴾ [الأعراف:٥٦]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ভীত হইয়া এবং রহমতের আশা লইয়া দোয়া করিতে থাক। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ [الأعراف:١٨٠]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, এবং আল্লাহরই জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারাই আল্লাহ তায়ালাকে ডাক। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ﴾ [النمل:٦٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে (আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত)কে আছে, যে বিপন্নের দোয়া কবুল করে, যখন সেই বিপন্ন তাহাকে ডাকে এবং কে আছে, যে কষ্ট ও বিপদ দূর করিয়া দেয়। (নাম্‌ল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ☆ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ [البقرة:١٥٦،١٥٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ (সবরকারী তাহারা যাহাদের অভ্যাস এই যে,) যখন তাহাদের উপর কোন প্রকার মুসীবত আসে তখন (অন্তর দ্বারা বুঝিয়া এরূপ) বলে যে, আমরা তো (মাল আওলাদ সহ প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালারই মালিকানাধীন। (আর প্রকৃত মালিকের আপন জিনিসের ব্যাপারে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থাকে। অতএব বান্দার জন্য মুসীবতে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নাই।) এবং আমরা সকলে (দুনিয়া হইতে) আল্লাহ তায়ালার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী। (সুতরাং এখানকার ক্ষতির বদলা সেখানে মিলিবেই।) ইহারাই এমন লোক যাহাদের উপর তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বিশেষ বিশেষ রহমত রহিয়াছে (যাহা শুধু তাহাদেরই উপর হইবে) এবং সাধারণ রহমতও হইবে (যাহা সকলের উপর হইয়া থাকে) এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (বাকারাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى☆ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ☆ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ☆ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ☆ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ☆ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ☆ هٰرُوْنَ اَخِي☆ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ☆ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ☆ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا☆ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا﴾ [طه:٢٤-٣٤]

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছেন, ফেরআউনের নিকট যান। কেননা সে অনেক সীমা অতিক্রম করিয়াছে। মূসা আলাইহিস সালাম দরখাস্ত করিলেন, আমার রব, আমার হিম্মত বাড়াইয়া দিন, আমার (তবলীগী) কাজকে সহজ করিয়া দিন এবং আমার জিহ্বা হইতে জড়তা দূর করিয়া দিন, যাহাতে লোকেরা আমার কথা বুঝিতে পারে, এবং আমার পরিজন হইতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করিয়া দিন। সেই সাহায্যকারী হারুনকে বানাইয়া দিন, যিনি আমার ভাই। তাহার দ্বারা আমার হিম্মতের কোমরকে মজবুত করিয়া দিন এবং তাহাকে আমার (তবলীগের) কাজে শরীক করিয়া দিন, যাহাতে আমরা উভয়ে মিলিয়া অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতে পারি, আর যেন আপনার যিকির অধিক পরিমাণে করিতে পারি। (তহা)

হাদীস শরীফ

١٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب منه الدعاء مخ العبادة، رقم:٣٣٧١

১৯০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, দোয়া এবাদতের মগজ। (তিরমিযী)

١٩١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ﴾. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة المؤمن، رقم:٣٢٤٧

১৯১. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দোয়া এবাদতের মধ্যেই শামিল। অতঃপর তিনি (প্রমাণ হিসাবে) কুরআনে করীমের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

অর্থ ঃ এবং তোমাদের রব এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব। নিঃসন্দেহে যাহারা আমার এবাদত করিতে অহংকার করে তাহারা অতিসত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

١٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ اَنْ يُّسْاَلَ، وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ. رواه الترمذى، باب فى انتظار الفرج، رقم:٣٥٧١

১৯২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার দয়া চাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন যে, তাহার নিকট চাওয়া হউক। আর সচ্ছলতার (জন্য দোয়ার পর সচ্ছলতার) অপেক্ষা করা উত্তম এবাদত। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ সচ্ছলতার অপেক্ষার অর্থ এই যে, যে রহমত, হেদায়াত কল্যাণের জন্য দোয়া করা হইতেছে উহার ব্যাপারে এই আশা রাখা যে, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উহা হাসিল হইবে।

١٩٣- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٤٩٣

১৯৩. হযরত সওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া ব্যতীত কোন জিনিস তকদীরের ফয়সালাকে টলাইতে পারে না এবং নেকী ব্যতীত আর কোন জিনিস বয়স বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং মানুষ (অনেক সময়) কোন গুনাহ করার কারণে রুজী হইতে বঞ্চিত হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা নির্ধারিত থাকে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবে এবং যাহা সে চাহিবে তাহা সে পাইবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে,

দোয়া করাও আল্লাহ তায়ালা তকদীরে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা নির্ধারিত থাকে যে, এই ব্যক্তির বয়স উদাহরণ স্বরূপ ষাট বৎসর, কিন্তু সে হজ্জ করিবে, আর এই কারণে তাহার বয়স বিশ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং সে আশি বৎসর দুনিয়াতে জীবিত থাকিবে। (মেরকাত)

١٩٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى بِدَعْوَةٍ اِلَّا آتَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا اَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَاْثَمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اَللّٰهُ اَكْثَرُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم:٣٥٧٣ ورواه الحاكم وزاد فيه: اَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَهَا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ١/٤٩٣

১৯৪. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জমিনের বুকে যে কোন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন কোন দোয়া করে যাহাতে কোনপ্রকার গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, আল্লাহ তায়ালা হয়ত তাহাকে উহাই দান করেন যাহা সে চাহিয়াছে অথবা উক্ত দোয়া অনুপাতে কোন কষ্ট তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেন অথবা সেই দোয়া পরিমাণ সওয়াব তাহার জন্য জমা করিয়া রাখেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ব্যাপার যখন এমনই (যে, দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে এবং উহার বিনিময়ে কিছু না কিছু অবশ্যই পাওয়া যায়) তবে আমরা অনেক বেশী পরিমাণে দোয়া করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালাও অনেক বেশী দানকারী। (তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকেম)

١٩٥- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب باب إن الله حيى كريم...، رقم:٣٥٥٦

১৯৫. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার যাতের মধ্যে অনেক বেশী হায়া বা শরমের গুণ রহিয়াছে। তিনি বিনা চাওয়ায় অনেক বেশী দানকারী। যখন মানুষ চাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার সামনে হাত উঠায় তখন সেই হাতগুলিকে খালি ও ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে তাঁহার লজ্জা হয়। (অতএব তিনি অবশ্যই দান করার ফয়সালা করেন।) (তিরমিযী)

١٩٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رقم:٦٨٢٩

১৯৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার সহিত তেমনি ব্যবহার করি যেমন সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর যখন সে আমার নিকট দোয়া করে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। (মুসলিম)

١٩٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الدُّعَاءِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى فضل الدعاء، رقم:٣٣٧٠

১৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোন বস্তু নাই। (তিরমিযী)

١٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم:٣٣٨٢

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, কষ্ট ও পেরেশানীর সময় আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করেন সে যেন সচ্ছলতার সময় বেশী পরিমাণে দোয়া করে। (তিরমিযী)

١٩٩- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبى ١/٤٩٢

১৯৯. হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ, জমিন আসমানের নূর। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ. رواه مسلم، باب بيان أنه يُستجاب للداعى ....، رقم:٦٩٣٦

২০০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যতক্ষণ গুনাহ ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার দোয়া না করে ততক্ষণ দোয়া কবুল হইতে থাকে। শর্ত হইল, তাড়াহুড়া না করেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাড়াহুড়ার কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, বান্দা বলে, আমি দোয়া করিয়াছি, পুনরায় দোয়া করিয়াছি, কিন্তু আমি তো কবুল হইতে দেখিতেছি না। অতঃপর বিরক্ত হইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেয়। (মুসলিম)

٢٠١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. رواه مسلم، باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة، صحيح مسلم ١/٣٢١، طبع دار إحياء التراث العربى، بيروت

২০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকেরা নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠানো হইতে বিরত হইবে। নতুবা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া লওয়া হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইতে বিশেষভাবে এইজন্য নিষেধ করা হইয়াছে যে, দোয়ার সময় আসমানের

দিকে দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃতভাবে উঠিয়া যায়। (ফাতহুল মুলহিম)

٢٠٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اُدْعُوا اللّٰهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، كتاب الدعوات، رقم:٣٤٧٩

২০২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দোয়া কবুল হওয়ার একীনের সহিত দোয়াকর। আর এই কথা বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না যাহার অন্তর (দোয়া করার সময়) আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল থাকে, গায়রুল্লাহর সহিত মশগুল থাকে। (তিরমিযী)

٢٠٣-عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ الْبَعْضُ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللّٰهُ. رواه الحاكم ٣٤٧/٣

২০৩. হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন জামাত এক জায়গায় সমবেত হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন দোয়া করে আর অন্যান্যরা আমীন বলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠٤-عَنْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ، فَقَالَ: بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِيْنَ فَقَدْ أَوْجَبَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ: اخْتِمْ يَا فُلَانُ بِآمِيْنَ وَأَبْشِرْ. رواه أبوداود، باب التأمين وراء الإمام، رقم:٩٣٨

২০৪. হযরত যুহাইর নুমাইরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাহির হইলাম

এবং এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম, যে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দোয়ায় মশগুল ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দোয়া শুনার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি দোয়া কবুল করাইয়া লইবে যদি উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেয়। লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, কি জিনিসের দ্বারা মোহর লাগাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, 'আমীন' দ্বারা। নিঃসন্দেহে সে যদি 'আমীন' দ্বারা মোহর লাগাইয়া দেয়—অর্থাৎ দোয়ার শেষে 'আমীন' বলিয়া দেয় তবে সে দোয়া কবুল করাইয়া লইয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেই (দোয়া করনেওয়ালা) ব্যক্তিকে যাইয়া বলিল, হে অমুক, আমীনের সহিত দোয়া শেষ কর এবং দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ গ্রহণ কর। (আবু দাউদ)

٢٠٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذٰلِكَ. رواه أبوداود، باب الدعاء، رقم:١٤٨٢

২০৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে' দোয়াসমূহ পছন্দ করিতেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য দোয়া ছাড়িয়া দিতেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ জামে' দোয়ার দ্বারা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে শব্দ সংক্ষিপ্ত হয় এবং অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা থাকে, অথবা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে দুনিয়া–আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে অথবা ঐ সমস্ত দোয়া উদ্দেশ্য যাহাতে সমস্ত মুমিনদিগকে শামিল করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অধিকাংশ সময় এই দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (بذل المجهود)

(বজলুল মাজহুদ)

٢٠٦-عَنِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا وَكَذَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنِّي

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ، إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ. رواه أبو داؤد، باب الدعاء، رقم: ١٤٨٠

২০৬. হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর ছেলে বলেন, একবার আমি দোয়ার মধ্যে এরূপ বলিতেছিলাম, আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাত এবং উহার নেয়ামতসমূহ ও উহার মনোরোম জিনিস ও অমুক অমুক জিনিসের প্রার্থনা করিতেছি, আর জাহান্নাম ও উহার শিকল, হাতকড়া ও অমুক অমুক প্রকারের আযাব হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আমার পিতা হযরত সা'দ (রাযিঃ) এই দোয়া শুনিয়া বলিলেন, আমার প্রিয় বেটা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা দোয়ার মধ্যে অতিরঞ্জিত করিবে। তুমি সেই সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইও না। তুমি যদি জান্নাত পাইয়া যাও তবে জান্নাতের সমস্ত নেয়ামত পাইয়া যাইবে। আর যদি তুমি জাহান্নাম হইতে নাজাত পাও তবে জাহান্নামের সমস্ত কষ্ট হইতে নাজাত পাইয়া যাইবে। (অতএব দোয়ার মধ্যে এরূপ বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই, বরং জান্নাত চাওয়া ও দোযখ হইতে পানাহ চাওয়াই যথেষ্ট।) (আবু দাউদ)

٢٠٧-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه مسلم، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، رقم: ١٧٧٠

২০৭. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক রাত্রে একটি মুহূর্ত এমন থাকে যে, সেই মুহূর্তে কোন মুসলমান বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই দান করেন। (মুসলিম)

٢٠٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟. رواه البخاري، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ١١٤٥

২০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং এরশাদ করেন, কে আছে আমার নিকট দোয়া করিবে আমি তাহার দোয়া কবুল করিব? কে আছে, যে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে, যে আমার নিকট মাগফেরাত চাহিবে আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিব? (বোখারী)

٢٠٩-عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط

২০৯. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন ব্যক্তিই এই পাঁচটি কলেমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন জিনিস চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্য দান করেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. (طبراني، مجمع الزوائد)

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٠- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: اَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٤٩٩

২১০. হযরত রাবীআহ ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দোয়ার মধ্যে يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এর দ্বারা কাকুতি মিনতি কর। অর্থাৎ এই শব্দকে দোয়ার মধ্যে বারংবার বল। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١١- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ. رواه أحمد والطبرانى بنحوه، وفيه: عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٢٤٠

২১১. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া আসলামী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কোন দোয়া করিতে শুনি নাই যাহাতে তিনি এই কলেমাগুলি দ্বারা দোয়া আরম্ভ না করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে তিনি এই কলেমাগুলি বলিতেন—

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ

অর্থ ঃ আমার রব সকল দোষ হইতে পবিত্র, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা দানকারী। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١٢- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ أَنِّىْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِالْإِسْمِ الَّذِىْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ. رواه أبوداود، باب الدعاء، رقم:١٤٩٣

২১২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দোয়া করিতে শুনিলেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ أَنِّىْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই নাম দ্বারা চাহিয়াছ যাহা দ্বারা যে কোন কিছু চাওয়া হয় তিনি উহা দান করেন এবং যে কোন দোয়া করা হয় তিনি উহা কবুল করেন।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই কথার উসীলায় চাহিতেছি যে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি একা, অমুখাপেক্ষী সকলেই আপনার সত্তার মুখাপেক্ষী, যে সত্তা হইতে না কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর না তিনি কাহারো হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর না তাঁহার সমতুল্য কেহ আছে। (আবু দাউদ)

٢١٣- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: اسْمُ اللّٰهِ الْأَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾ (البقرة:١٦٣) وَفَاتِحَةُ آلِ عِمْرٰنَ ﴿الٓمٓ ☆ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ﴾ (آل عمران:١،٢). رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب فى إيجاب الدعاء بتقديم الحمد والثناء رقم:٣٤٧٨

২১৩. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইস্‌মে আজম এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে, (সূরা বাকারার আয়াত) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ এবং (সূরা আলে এমরানের প্রথম আয়াত) الٓمٓ - اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (তিরমিযী)

٢١٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَلْقَةٍ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّىْ، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَدَعَا فَقَالَ فِىْ دُعَائِهِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللّٰهِ الْأَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ

وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٠٣

২১৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছিল। সে যখন রুকু সেজদা ও তাশাহহুদ হইতে অবসর হইল তখন দোয়ার মধ্যে এরূপ বলিল—

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার সমস্ত প্রশংসার উসীলায় চাহিতেছি, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি পূর্ব নমুনা ব্যতীত আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা। হে আজমত ও জালাল এবং পুরস্কার ও দয়ার মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে সকলের রক্ষাকর্তা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সেই ইসমে আ'জমের সহিত দোয়া করিয়াছে যাহার মাধ্যমে যখনই দোয়া করা হয় আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন এবং যখনই চাওয়া হয় আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিয়া দেন।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ الْأَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، الدَّعْوَةُ الَّتِىْ دَعَا بِهَا يُوْنُسُ حَيْثُ نَادَاهُ فِى الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُوْنُسَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ" وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِىْ مَرَضِهِ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً فَمَاتَ فِىْ مَرَضِهِ ذٰلِكَ، أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيْدٍ وَإِنْ بَرَأَ بَرَأَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ. رواه الحاكم ووافقه الذهبى ١/٥٠٦.

২১৫. হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার ইসমে আ'জম বলিয়া দিব না? যাহার দ্বারা দোয়া করিলে তিনি কবুল করেন, এবং চাওয়া হইলে তাহা তিনি পূরণ করিয়া দেন। উহা সেই দোয়া যাহা দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালাকে তিন অন্ধকারের ভিতর হইতে ডাকিয়াছিলেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থাৎ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমিই অপরাধী। (তিন অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রাত্র, সমুদ্র ও মাছের পেটের অন্ধকার।) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দোয়া কি বিশেষভাবে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্যই না সাধারণভাবে সমস্ত ঈমানদারদের জন্য? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এরশাদ মোবারক শুন নাই

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসীবত হইতে নাজাত দিয়াছি এবং আমি এইভাবে ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে কোন মুসলমান আপন অসুস্থতায় এই দোয়া চল্লিশ বার পড়িবে যদি সেই অসুস্থতায় সে মৃত্যুবরণ করে তবে তাহাকে শহীদের সওয়াব দেওয়া হইবে। আর যদি সেই অসুস্থতা হইতে সে শেফা লাভ করে তবে সেই শেফার (রোগ মুক্তি) সহিত তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدُرَ، وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يَقْفُلَ، وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَءَ، وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ: وَأَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهقى فى الدعوات الكبير، مشكاة المصابيح، رقم: ٢٢٦٠

২১৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ প্রকারের দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়। মজলুমের দোয়া, যতক্ষণ সে প্রতিশোধ না লয়। হজ্জপালনকারীর দোয়া, যতক্ষণ সে ঘরে ফিরিয়া না আসে। মুজাহিদের দোয়া, যতক্ষণ সে ফিরিয়া না আসে। অসুস্থের দোয়া, যতক্ষণ সে সুস্থ না হয়, আর এক ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে অপর ভাইয়ের দোয়া। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে সেই দোয়া দ্রুত কবুল হয় যাহা নিজের কোন ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে করা হয়। (মেশকাত)

٢١٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ. رواه أبوداوٗد، باب الدعاء بظهر الغيب، رقم:١٥٣٦

২১৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়—যাহা কবুল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। (সন্তানের জন্য) পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া। (আবু দাউদ)

٢١٨- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ اللّٰهَ، وَأُكَبِّرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِّحُهُ، وَأُهَلِّلُهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ. رواه أحمد٥/٢٥٥

২১৮. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির তাঁহার বড়ত্ব, তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করায় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ায় মশগুল থাকি ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে দুইজন অথবা ততধিক গোলাম মুক্ত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই আমলগুলিতে মশগুল থাকি ইহা আমার নিকট হযরত

ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে চারজন গোলাম মুক্ত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٢١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِىْ شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن٣/٣٢٨

২১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযূ অবস্থায় রাত্রে ঘুমায় ফেরেশতা তাহার শরীরের সহিত লাগিয়া রাত্রি যাপন করে। যখনই সে ঘুম হইতে জাগ্রত হয় তখন তাহার জন্য ফেরেশতা দোয়া করে যে, আয় আল্লাহ, আপনার এই বান্দাকে মাফ করিয়া দিন, কেননা সে অযূ অবস্থায় ঘুমাইয়াছে। (ইবনে হিব্বান)

٢٢٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه أبوداوٗد، باب فى النوم على طهارة، رقم:٥٠٤٢

২২০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি রাত্রে অযূ অবস্থায় যিকির করিতে করিতে ঘূমাইয়া পড়ে। তারপর রাত্রে যে কোন সময় তাহার চোখ খুলে এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া আখেরাতের যে কোন কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই উহা দান করেন। (আবু দাউদ)

٢٢١- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٣٠٩

২২১. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রাত্রের শেষাংশে বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। তোমার দ্বারা সম্ভব

হইলে সেই সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করিও। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٢٢-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. رواه مسلم، باب جامع صلوة الليل ۰۰۰۰، رقم:١٧٤٥

২২২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহার নিয়মিত আমল অথবা উহার কিছু অংশ আদায় করিতে না পারে, অতঃপর সে উহা পরদিন ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করিয়া লয়, তবে উহা তাহার রাত্রের আমল হিসাবেই লেখা হইবে। (মুসলিম)

٢٢٣-عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: سنده حسن ٥/٣٦٩

২২৩. হযরত আবু আইউব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা দশবার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িবে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হইবে, তাহার দশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হইবে, চারজন গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হইবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হইতে তাহাকে হেফাজত করা হইবে। আর যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর এই কলেমাগুলি পড়িবে সে সকাল পর্যন্ত এই সমস্ত পুরস্কার লাভ করিবে। (ইবনে হিব্বান)

٢٢٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم:٦٨٤٣ وعند أبي داود: سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٩١

২২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ একশত বার পড়িয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহার অপেক্ষা উত্তম আমল লইয়া কেহ আসিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার সম পরিমাণ অথবা তাহার অপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে।

এক রেওয়ায়াতে এই ফযীলত سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ সম্পর্কে আসিয়াছে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

٢٢٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسٰى مِائَةَ مَرَّةٍ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥١٨

২২৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ একশত বার পড়িবে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা হইতেও বেশী হয়। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٢٦-عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى: رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُرْضِيَهُ. رواه أبوداود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٢ وعند أحمد: أَنَّهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ ٤/٣٣٧

২২৬. এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا পড়িবে, আল্লাহ তায়ালার উপর জরুরী হইবে যে, তাহাকে (কেয়ামতের দিন) সন্তুষ্ট করেন। **رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا**

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহকে রব ও ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল স্বীকার করার উপর সন্তুষ্ট আছি।

অপর রেওয়ায়াতে এই দোয়া তিনবার পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

٢٢٧-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد، ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/١٦٣

২২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়িবে সে কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করিবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٨-عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِرَارًا وَمِنْ أَبِيْ بَكْرٍ مِرَارًا وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا، قُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: كَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعُوْ بِهِنَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَا يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، مجمع الزوائد ١٠/١٦٠

২২৮. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন হাদীস শুনাইব না যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কয়েকবার শুনিয়াছি এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতেও কয়েকবার শুনিয়াছি? আমি আরজ করলাম, অবশ্যই

শুনাইবেন। হযরত সামুরাহ (রাযিঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ،
وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ

(অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই আমাকে হেদায়াত দান করিবেন, আপনিই আমাকে খাওয়ান, আপনিই আমাকে পান করান, আপনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, আপনিই আমাকে জীবিত করিবেন।)

পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা সে চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা অবশ্যই দান করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রত্যহ সাতবার এই কলেমাগুলির সহিত দোয়া করিতেন এবং যাহাই আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিতেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিতেন। (তাবারনী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢٩-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهِ. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٣ وفي رواية للنسائي بزيادة: **أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ** بدون ذكر المساء في عمل اليوم والليلة، رقم:٧

২২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম বায়াযী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ
مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আজ সকালে আমি অথবা আপনার কোন মাখলুক যে কোন নেয়ামত লাভ করিয়াছি উহা এক আপনারই পক্ষ হইতে দানকৃত, আপনার কোন শরীক নাই, আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, এবং আপনারই জন্য সমস্ত শোকর।'

সে সেই দিনের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিয়াছে এবং যে

সন্ধ্যার সময় এই দোয়া পড়িয়াছে সে সেই রাত্রের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিয়াছে। নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়াত সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

(আবু দাউদ, আমলুল ইয়াওমে ওয়াল্লাইলাহ)

٢٣٠-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، أَعْتَقَ اللّٰهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا، أَعْتَقَ اللّٰهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ. رواه أبوداود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٦٩

২৩০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় একবার এই কলেমাগুলি পড়িয়া লয়—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ

أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

'অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আমি এই অবস্থায় সকাল করিয়াছি যে, আমি আপনাকে সাক্ষী বানাইতেছি এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাদেরকে এবং আপনার সমস্ত মাখলুককে সাক্ষী বানাইতেছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল।'

আল্লাহ তায়ালা তাহার এক চতুর্থাংশকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। যে দুই বার পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার অর্ধাংশকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার তিন চতুর্থাংশকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। (আর যে ব্যক্তি চারবার পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্পূর্ণ দোযখের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। (আবু দাউদ)

٢٣١-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِيْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ أَنْ تَقُوْلِيْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٥ .

২৩১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলিলেন, আমার নসীহত মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় (এই দোয়া) পড়িও—

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

অর্থাৎ, হে চিরঞ্জীব, হে জমিন আসমান ও সমস্ত মাখলুকের রক্ষাকারী, আমি আপনার রহমতের উসীলায় ফরিয়াদ করিতেছি যে, আমার সমস্ত কাজ দুরস্ত করিয়া দিন এবং আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নফসের সোপর্দ করিবেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٣٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ. رواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء......، رقم:٦٨٨٠

২৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাত্রে বিচ্ছুর কামড়ে আমার খুব কষ্ট হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এই কলেমাগুলি পড়িয়া লইতে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার সমস্ত (উপকারী ও শেফাদানকারী) কলেমা দ্বারা তাহার সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।'

তবে বিচ্ছু কখনও তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কলেমা' দ্বারা কুরআনে করীম উদ্দেশ্য। (মেরকাত)

٢٣٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ سُهَيْلٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ: فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب دعاء أعوذ بكلمات الله التامات ....، رقم:٣٦٠٤

২৩৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় তিনবার এই কলেমাগুলি বলিবে—

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

সেই রাত্রে কোন প্রকার বিষ তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। হযরত সুহাইল (রাযিঃ) বলেন, আমাদের পরিবারের লোকেরা এই দোয়া মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা প্রতি রাত্রে উহা পড়িয়া লইত। এক রাত্রে এক মেয়েকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে সে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করে নাই। (তিরমিযী)

٢٣٤-عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراءة آخر سورة الحشر، رقم:٢٩٢٢

২৩৪. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করিয়া সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়িয়া লয় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার উপর রহমত পাঠাইতে থাকে। আর যদি সেই দিন মৃত্যু বরণ করে তবে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়ে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যাহারা সকাল পর্যন্ত তাহার উপর রহমত পাঠাইতে থাকে। আর যদি সেই রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তবে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিযী)

٢٣٥-عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُمْسِيَ. رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٨٨

২৩৫. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেহ এই কলেমাগুলি সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে তিনবার পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত হঠাৎ কোন মুসীবত তাহার উপর আসিব না। (কলেমাগুলি এই)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ—সেই আল্লাহর নামে (আমি সকাল অথবা সন্ধ্যা করিলাম) যাহার নামের সহিত জমিন আসমানের জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি (সব কিছু) শুনেন ও জানেন। (আবু দাঊদ)

٢٣٦-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى: حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللّٰهُ مَا أَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

رواه أبو داود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٨١

২৩৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল সাতবার

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সত্য দিলে (অর্থাৎ ফযীলতের প্রতি একীন রাখিয়া) বলিবে, অথবা ফযীলতের প্রতি একীন ছাড়া এমনিই বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (দুনিয়া আখেরাতের) সমস্ত চিন্তা হইতে হেফাজত করিবেন।

অর্থ ঃ 'আমার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাহারই উপর আমি ভরসা করিলাম, তিনিই আরশে আজীমের মালিক।' (আবু দাউদ)

٢٣٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٠٧٤

২৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বিকাল কখনও এই দোয়া পড়িতে ছাড়িতেন না।

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা চাহিতেছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। এবং আপন দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শান্তি চাহিতেছি। আয় আল্লাহ, আপনি আমার দোষসমূহকে ঢাকিয়া রাখুন, এবং আমাকে ভয় ভীতির জিনিস হইতে নিরাপত্তা দান করুন।

আয় আল্লাহ আপনি আমাকে অগ্র–পশ্চাত ডান–বাম ও উপরদিক হইতে হেফাজত করুন এবং আমাকে নিচের দিক হইতে অতর্কিতে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়, ইহা হইতে আপনার আজমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

(আবু দাউদ)

٢٣٨-عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رواه البخاري، باب أفضل الإستغفار، رقم: ٦٣٠٦

২৩৮. হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাইয়্যেদুল এস্তেগফার (অর্থাৎ মাগফেরাত চাওয়ার সর্বোত্তম তরীকা) এই যে, এইভাবে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

'অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আপনিই আমার রব, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আপনার বান্দা, আমি সামর্থ্যানুযায়ী আপনার সহিত কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর কায়েম আছি, আমি আমার কৃত খারাপ আমল হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আমার উপর আপনার যে সমস্ত নেয়ামত রহিয়াছে উহা স্বীকার করিতেছি এবং আপন গুনাহেরও স্বীকারোক্তি করিতেছি। অতএব আমাকে মাফ করিয়া দিন। কেননা আপনি ব্যতীত কেহ গুনাহসমূহ মাফ করিতে পারে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিলের একীনের সহিত দিনের যে কোন অংশে এই কলেমাগুলি পড়িয়াছে এবং সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে সে

জান্নাতীদের মধ্য হইতে হইবে। এমনিভাবে যদি কেহ দিলের একীনের সহিত রাত্রের কোন অংশে এই কলেমাগুলি পড়িয়াছে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে সে জান্নাতীদের মধ্য হইতে হইবে।

(বোখারী)

٢٣٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ "فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ" إِلَى "وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ" (الروم:١٧-١٩) **أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ. وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ لَيْلَتِهِ.** رواه أبوداؤد، باب ما يقول إذا أصبح، رقم:٥٠٧٦

২৩৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে (একুশ পারায় সূরা রোমের) এই তিনটি আয়াত

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـــــ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

পড়িয়া লইবে তাহার সেই দিনের (নিয়মিত আমল ইত্যাদি) যাহা ছুটিয়া যাইবে উহার সওয়াব সে পাইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই আয়াতগুলি পড়িয়া লইবে তাহার সেই রাত্রের (নিয়মিত আমল) যাহা ছুটিয়া যাইবে সে উহার সওয়াব পাইয়া যাইবে।

অর্থ ঃ তোমরা যখন সন্ধ্যা কর এবং যখন সকাল কর তখন আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর, এবং সমস্ত আসমান ও জমিনে তাহারই প্রশংসা হয় এবং তোমরা দিনের তৃতীয় প্রহরে ও জোহরের সময়ে (ও আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর) তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন, এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন, এবং জমিনকে উহার মৃত অর্থাৎ শুষ্ক হওয়ার পর জীবিত অর্থাৎ সজীব করিয়া তোলেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে (কেয়ামতের দিন কবর হইতে) বাহির করা হইবে।

(আবু দাউদ)

٢٤٠-عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ

الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى أَهْلِهِ. رواه أبوداؤد، باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته، رقم:٥٠٩٦

২৪০. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঘরে প্রবেশের ও ঘর হইতে বাহির হওয়ার কল্যাণ কামনা করি। অর্থাৎ আমার ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হইতে বাহির হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আল্লাহ তায়ালারই নামে ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং আল্লাহ তায়ালার নামে ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং আল্লাহ তায়ালারই উপর যিনি আমাদের রব আমরা ভরসা করিলাম।'

অতঃপর আপন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করিবে। (আবু দাউদ)

٢٤١-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ. رواه مسلم، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم:٥٢٦٢

২৪১. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, যখন মানুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমাদের জন্য না রাত্রিযাপনের জায়গা আছে না রাত্রের খাবার আছে। আর যখন মানুষ ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে না তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পাইয়া গিয়াছ।

আর যখন খাওয়ার সময় ও আল্লাহ তায়ালার যিকির করে না তখন শয়তান (তাহার সঙ্গীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা এবং খাবারও পাইয়া গিয়াছ। (মুসলিম)

٢٤٢-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. رواه أبو داؤد، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم:٥٠٩٤

২৪২. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর হইতে বাহির হইতেন আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই ব্যাপারে পানাহ চাহিতেছি যে, আমি পথভ্রষ্ট হইয়া যাই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা হয় অথবা সরলপথ হইতে পদস্খলিত হই বা পিছলাইয়া যাই অথবা আমাকে পদস্খলিত করা হয় বা পিছলাইয়া দেওয়া হয় অথবা আমি জুলুম করি অথবা আমার উপর জুলুম করা হয় অথবা আমি অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ আচরণ করি অথবা আমার সহিত অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ আচরণ করা হয়।

(আবু দাউদ)

٢٤٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا خرج من بيته، رقم:٣٤٢٦ وأبوداؤد وفيه **يُقَالُ حِيْنَئِذٍ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.** باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم:٥٠٩٥

২৪৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন

কোন ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর এই দোয়া পড়ে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

'অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি, আল্লাহর উপরই আমার ভরসা, কোন কল্যাণ হাসিল করা অথবা কোন অকল্যাণ হইতে বাঁচার ব্যাপারে সফলকাম হওয়া একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সম্ভব হইতে পারে।'

তখন তাহাকে বলা হয় অর্থাৎ ফেরেশতা বলেন, তোমার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাকে সমস্ত অকল্যাণ হইতে হেফাজত করা হইয়াছে। শয়তান (ব্যর্থ হইয়া) তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। (তিরমিযী)

এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তখন (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর) তাহাকে বলা হয়, তোমাকে পূর্ণরূপে পথ দেখানো হইয়াছে, তোমার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার হেফাজত করা হইয়াছে। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। অপর এক শয়তান প্রথম শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কিভাবে আয়ত্বে আনিতে পার, যাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার কাজ সম্পাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার হেফাজত করা হইয়াছে?

(আবু দাউদ)

٢٤٤-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ. رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، رقم:٦٣٤٦

২৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িতেন—

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি অত্যন্ত বড় এবং ধৈর্যশীল, (গুনাহের উপর সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় করেন না।) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আরশে আজীমের রব, আল্লাহ

তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আসমান ও জমিনসমূহের এবং সম্মানিত আরশের রব। (বোখারী)

٢٤٥-عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ: اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. رواه أبوداود، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٥٠٩٠

২৪৫. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসীবতে পতিত হয় সে যেন এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি আপনার রহমতের আশা করি, আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নফসের সোপর্দ করিবেন না আমার সমস্ত অবস্থা ঠিক করিয়া দিন, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। (আবু দাউদ)

٢٤٦-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مُصِيْبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْسَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْلَفَ اللّٰهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ، رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ. رواه مسلم، باب ما يقال عند المصيبة، رقم: ٢١٢٧

২৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে বান্দার উপর কোন মুসীবত আসে এবং সে এই দোয়া পড়িয়া লয়—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ،

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ তায়ালারই জন্য এবং আল্লাহ তায়ালারই দিকে ফিরিয়া যাইব, আয় আল্লাহ, আমাকে আমার মুসীবতের উপর সওয়াব দান করুন, আর যে জিনিস আপনি আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন উহা হইতে উত্তম জিনিস আমাকে দান করুন।

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উক্ত মুসীবতে সওয়াব দান করেন এবং হারানো জিনিসের বিনিময়ে উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করেন।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, যখন হযরত আবু সালামাহ (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন আমি এইভাবে দোয়া করিলাম যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়ার হুকুম দিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু সালামাহ হইতে উত্তম বদল দান করিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার স্বামী বানাইয়া দিলেন। (মুসলিম)

٢٤٧-عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (فِيْ رَجُلٍ غَضِبَ عَلٰى رَجُلٍ آخَرَ) لَوْ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة إبليس وجنوده، رقم: ٣٢٨٢

২৪৭. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক ব্যক্তির ব্যাপারে যে অন্য একজনের উপর রাগান্বিত হইতেছিল) এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

পড়িয়া লয় তবে তাহার রাগ দূর হইয়া যাইবে। (বোখারী)

٢٤٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، رقم: ٢٣٢٦

২৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার

উপর অভাবের অবস্থা আসিয়া পড়ে আর সে উহা দূর করার জন্য লোকদের নিকট চায় তাহার অভাব দূর হইবে না। আর যে ব্যক্তির উপর অভাবের অবস্থা আসিয়া পড়ে, আর সে উহা দূর করার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট চায়, আল্লাহ তায়ালা দ্রুত তাহার রুজীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া যাইবে অথবা কিছু পরে পাইবে। (তিরমিযী)

٢٤٩-عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّيْ قَدْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَأَعِنِّيْ، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ. قَالَ: قُلِ اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، رقم:٣٥٦٣

২৪৯. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, একজন মুকাতাব (মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে আযাদকৃত গোলাম) হযরত আলী (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি (মুক্তিপনের নির্ধারিত) মাল আদায় করিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে সেই কলেমাগুলি শিখাইয়া দিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখাইয়াছিলেন? যদি তোমার উপর (ইয়ামানের) সীর পাহাড় সমতুল্য ঋণও হয় তবে আল্লাহ তায়ালা সেই ঋণকে আদায় করিয়া দিবেন। তুমি এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে আপনার হালাল রুজী দান করিয়া হারাম হইতে বাঁচাইয়া নিন এবং আপনার ফজল ও মেহেরবানীর দ্বারা আপনি ব্যতীত অন্যদের হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মুকাতাব সেই গোলামকে বলা হয় যাহাকে তাহার মনিব বলিয়াছে যে, যদি তুমি এত মাল এত সময়ের ভিতর আদায় করিয়া দিতে পার তবে তুমি আযাদ হইয়া যাইবে। যে মাল নির্ধারিত হয় উহাকে 'বদলে কিতাবাত' বা মুক্তিপণ বলা হয়।

٢٥٠-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْأُمَامَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ! مَا لِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ. رواه أبوداود، باب في الإستعاذة، رقم:١٥٥٥

২৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিলেন। তাহার দৃষ্টি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর পড়িল, যাহার নাম আবু উমামাহ ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আবু উমামাহ! কি ব্যাপার আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মসজিদে (পৃথকভাবে) বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি? হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে একটি দোয়া শিখাইয়া দিব না? যখন তুমি উহা পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন। হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, সকাল-বিকাল এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

'অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমি ফিকির ও চিন্তা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং আমি অসহায়তা ও অলসতা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এবং কৃপণতা ও কাপুরুষতা হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ

করিতেছি। এবং আমি ঋণের ভারে ভারগ্রস্ত হওয়া হইতে এবং আমার উপর লোকদের চাপ সৃষ্টি হইতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।'

হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি সকাল–বিকাল এই দোয়া পড়িলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার চিন্তা দূর করিয়া দিলেন এবং আমার সমস্ত ঋণও পরিশোধ করাইয়া দিলেন। (আবু দাউদ)

٢٥١- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل المصيبة إذا احتسب، رقم:١٠٢١

২৫১. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কাহারও শিশু সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে লইয়া আসিয়াছ? তাহারা আরজ করেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আমার বান্দার কলিজার টুকরাকে লইয়া আসিয়াছ? তাহারা আরজ করেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দা ইহার উপর কি বলিয়াছে? তাহারা আরজ করেন, আপনার প্রশংসা করিয়াছে এবং إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়িয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে হুকুম করেন যে, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈয়ার কর এবং উহার নাম 'বাইতুল হাম্‌দ' অর্থাৎ প্রশংসার ঘর রাখ। (তিরমিযী)

٢٥٢- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. رواه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور والدعا لأهلها، رقم:٢٢٥٧

২৫২. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাযিঃ)দিগকে শিখাইতেন যে, যখন তাহারা কবরস্থানে যায় তখন যেন এইভাবে বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

অর্থ ঃ 'এই বস্তিতে বসবাসকারী মুমিনীন ও মুসলেমীন, তোমাদের উপর সালাম হউক, নিঃসন্দেহে আমরাও তোমাদের সহিত অতিসত্বর ইনশাআল্লাহ মিলিত হইব। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজেদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করিতেছি।' (মুসলিম)

٢٥٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما يقول إذا دخل السوق، رقم:٣٤٢٨ وقال الترمذي في رواية له مكان "وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ"، "وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، رقم:٣٤٢٩

২৫৩. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করিয়া এই দোয়া পড়ে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখিয়া দেন এবং তাহার দশ লক্ষ গুনাহ মিটাইয়া দেন এবং তাহার দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করিয়া দেন। এক রেওয়ায়াতে দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করার পরিবর্তে জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দেওয়া কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (তিরমিযী)

٢٥٤- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا

مَضٰى؟ قَالَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِي الْمَجْلِسِ. رواه أبوداؤد، باب في كفارة المجلس، رقم:٤٨٥٩

২৫৪. হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বয়সে এই অভ্যাস ছিল যে, যখন মজলিস হইতে উঠিবার এরাদা করিতেন তখন

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

পড়িতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকাল আপনি একটি দোয়া পাঠ করেন যাহা পূর্বে করিতেন না। তিনি এরশাদ করিলেন, এই দোয়া মজলিসের (ভুল ভ্রান্তির জন্য) কাফফারা স্বরূপ।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আমি আপনার প্রশংসা করিতেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং আপনার নিকট তওবা করিতেছি।' (আবু দাউদ)

٢٥٥-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٣٧

২৫৫. হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যিকিরের মজলিসের (শেষে) এই দোয়া পড়িল—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ،

এই দোয়া সেই যিকিরের মজলিসের জন্য এরূপ, যেরূপ (গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের উপর) মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই মজলিস আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া যায় এবং উহার আজর ও সওয়াব

আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষিত হইয়া যায়। আর যদি এই দোয়া এমন মজলিসে পড়া হয় যেখানে অযথা কথাবার্তা বলা হইয়াছে তবে এই দোয়া উক্ত মজলিসের কাফফারা হইয়া যাইবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

٢٥٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ فَقَالَ: اقْسِمِيْهَا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمُ تَقُوْلُ: مَا قَالُوا؟ تَقُوْلُ الْخَادِمُ: قَالُوا: بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ، تَقُوْلُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللّٰهُ، نَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَالُوا وَيَبْقٰى أَجْرُنَا لَنَا. الوابل الصيب من الكلم الطيب قال المحشي: إسناده صحيح ص١٨٢

২৫৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি বকরী হাদিয়া স্বরূপ আসিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আয়েশা, ইহাকে বন্টন করিয়া দাও। খাদেমা যখন লোকদের মধ্যে গোশত বন্টন করিয়া ফিরিয়া আসিত তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন, লোকেরা কি বলিয়াছে? খাদেমা বলিত, লোকেরা بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে বরকত দান করুন' বলিয়াছে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিতেন, وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللّٰهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বরকত দান করুন।' আমরা তাহাদিগকে সেই দোয়া দিয়াছি যে দোয়া তাহারা আমাদিগকে দিয়াছে। (দোয়া দেওয়ার ব্যাপারে আমরা উভয়ে সমান হইয়া গিয়াছি।) এখন গোশত বন্টনের সওয়াব আমাদের জন্য অতিরিক্ত রহিয়া গেল। (ওয়াবেলুস সাইয়্যেব)

٢٥٧-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا، وَفِيْ مُدِّنَا وَفِيْ صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُعْطِيْهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ. رواه مسلم، باب فضل المدينة ....، رقم:٣٣٣٥

২৫৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মৌসুমের নতুন ফল পেশ করা হইত তিনি এই দোয়া পড়িতেন—

اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا، وَفِيْ مُدِّنَا وَفِيْ صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ،

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের মদীনা শহরে, আমাদের ফলে, আমাদের মুদ্দে, আমাদের সা'য়ে খুব করিয়া বরকত দান করুন।'

অতঃপর তিনি সেই সময় যে সকল বাচ্চা উপস্থিত থাকিত তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে সেই ফল দিয়া দিতেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ মুদ্দ মাপার ছোট পাত্র, যাহাতে প্রায় এক কেজি পরিমাণ ধরে। সা' মাপার বড় পাত্র, যাহাতে প্রায় চার কেজি পরিমাণ ধরে।

٢٥٨-عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ. رواه أبوداود، باب في الاجتماع على الطعام، رقم:٣٧٦٤

২৫৮. হযরত ওয়াহশী ইবনে জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, কতিপয় সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা খানা খাই কিন্তু আমাদের পেট ভরে না। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা বোধহয় পৃথক পৃথক খাও? তাহারা আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা এক জায়গায় একত্রিত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নাম লইয়া খাও। তোমাদের খানায় বরকত হইবে। (আবু দাউদ)

٢٥٩-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. رواه أبوداود، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، رقم:٤٠٢٣

২৫৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি খানা খাইয়া এই দোয়া পড়িল—

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ."

'অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে এই খানা

খাওয়াইয়াছেন এবং আমার চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়া আমাকে ইহা নসীব করিয়াছেন।'

তাহার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করিয়া এই দোয়া পড়িল—

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ"

'অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করাইয়াছেন এবং আমার চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়া আমাকে ইহা নসীব করিয়াছেন।'

তাহার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, আগামীতে আল্লাহ তায়ালা আপন এই বান্দাকে গুনাহ হইতে হেফাজত করিবেন। (বজলুল মাজহুদ)

٢٦٠-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ وَفِيْ حِفْظِ اللّٰهِ وَفِيْ سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، رقم:٣٥٦٠

২৬০. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করিয়া এই দোয়া পড়ে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ.

'অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, এই কাপড় দ্বারা আমি আমার ছতর ঢাকি এবং আপন যিন্দেগীতে উহা দ্বারা সাজসজ্জা হাসিল করি।'

অতঃপর পুরাতন কাপড় সদকা করিয়া দেয় সে জীবনে ও মরনের পরে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হেফাজত ও নিরাপত্তায় থাকিবে এবং তাহার গুনাহের উপর আল্লাহ তায়ালা পর্দা ফেলিয়া রাখিবেন। (তিরমিযী)

২৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা মুরগীর ডাক শুন তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার মেহেরবানী কামনা কর কেননা সে ফেরেশতা দেখিয়া ডাক দেয়। আর যখন গাধার আওয়াজ শুন তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাও। কেননা সে শয়তান দেখিয়া চিৎকার করে। (বোখারী)

٢٦٢-عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما يقول عند رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذى، رقم:٣٤٥١

২৬২. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, এই চাঁদকে আমাদের উপর বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সহিত উদিত করুন, হে চাঁদ, আমার ও তোমার রব আল্লাহ তায়ালা। (তিরমিযী)

٢٦٣-عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا. رواه أبوداود، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، رقم:٥٠٩٢

২৬৩. হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন তিনবার এই দোয়া পড়িতেন—

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ،
هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ

অর্থাৎ, ইহা কল্যাণ হেদায়াতের চাঁদ হউক, ইহা কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ হউক, ইহা কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ হউক, আমি আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনিলাম, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর বলিতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি অমুক মাস শেষ করিয়াছেন এবং অমুক মাস আরম্ভ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এই দোয়া পড়ার সময় كَذَا এর স্থলে মাসের নাম উল্লেখ করিবে।

٢٦٤-عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، إِلَّا عُوْفِيَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ، مَا عَاشَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى، رقم:٣٤٣١

২৬৪. হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিয়া এই দোয়া পড়িয়া লয়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

উক্ত দোয়া পাঠকারী সারাজীবন সেই বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে, চাই সে বিপদ যেমনই হউক না কেন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে সেই অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছেন যাহাতে তোমাকে লিপ্ত করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে তাহার অনেক মাখলুকের উপর সম্মান দান করিয়াছেন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হযরত জা'ফর (রাযিঃ) বলেন, এই দোয়া মনে মনে পড়িবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে শুনাইয়া পড়িবে না। (তিরমিযী)

٢٦٥-عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ. وَأَحْيٰى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ. رواه البخارى، باب وضع اليد تحت الخد اليمنى، رقم: ٦٣١٤

২৬৫. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে আপন বিছানায় শয়ন করিতেন তখন নিজের হাত গালের নীচে রাখিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করি—অর্থাৎ ঘুমাই এবং জীবিত হই—অর্থাৎ জাগ্রত হই।

আর যখন জাগ্রত হইতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে কবর হইতে উঠিয়া তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (বোখারী)

٢٦٦-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ: اَللّٰهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ قَالَ: فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ، فَقُلْتُ: وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ. رواه أبو داود، باب مايقول عند النوم، رقم: ٥٠٤٦، وزاد مسلم: **وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا**، باب الدعاء عند النوم، رقم: ٦٨٨٥

২৬৬. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি (ঘুমাইবার জন্য) বিছানায় আসিতে ইচ্ছা কর তখন অযূ করিয়া লও এবং ডান কাত হইয়া শুইয়া এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ.

অর্থ ঃ ‘আয় আল্লাহ, আমি আমার জান আপনার কাছে সমর্পণ করিলাম এবং আমার বিষয় আপনার সোপর্দ করিলাম এবং আপনাকে ভয় করিয়া আপনারই প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আপনার সত্তা ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নাই এবং আপনি যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন উহার উপর ঈমান আনিলাম এবং যে নবী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উপরও ঈমান আনিলাম।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বারা (রাযিঃ)কে বলিলেন, যদি (এই দোয়া পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া পড়) অতঃপর সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হইবে। আর যদি সকালে জাগ্রত হও তবে বহু কল্যাণ লাভ করিবে। এই দোয়া পড়ার পর আর কোন কথা বলিও না (বরং ঘুমাইয়া পড়)।

হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখেই এই দোয়া মুখস্ত করিতে লাগিলাম এবং আমি (শেষ বাক্য) وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ এর স্থলে وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ বলিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, (বরং) وَ نَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ বল। (আবু দাউদ, মুসলিম)

٢٦٧-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا آوَى أَحَدُكُمْ إِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. رواه البخارى، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٢٠

২৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন আপন বিছানায় আসে তখন বিছানাকে নিজের লুঙ্গির কিনারা দ্বারা তিনবার

ঝাড়িয়া লইবে। কেননা তাহার জানা নাই যে, তাহার বিছানায় তাহার অনুপস্থিতিতে কি জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ হয়ত তাহার অনুপস্থিতিতে বিছানার মধ্যে কোন বিষাক্ত প্রাণী আসিয়া লুকাইয়াছে।) অতঃপর বলিবে—

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আয় আমার রব, আমি আপনার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখিলাম এবং আপনার নামে উহা উঠাইব। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি আমার রূহ কবজ করিয়া লন তবে উহার উপর দয়া করুন। আর যদি উহা জীবিত রাখেন তবে উহাকে এমনভাবে হেফাজত করুন যেমনভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করেন।' (বোখারী)

٢٦٨-عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رواه أبوداود، باب ما يقول عند النوم، رقم:٥٠٤٥

২৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত হাফসা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাইবার এরাদা করিতেন তখন আপন ডান হাত আপন ডান গালের নিচে রাখিতেন এবং তিনবার এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমাকে আপন আযাব হইতে সেইদিন রক্ষা করুন যেদিন আপনি আপন বান্দাদিগকে কবর হইতে উঠাইবেন।'

(আবু দাউদ)

٢٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَأْتِيْ أَهْلَهُ: بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِيْ ذٰلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. رواه البخاري، باب ما يقول إذا أتى أهله، رقم:٥١٦٥

২৬৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কেহ নিজ স্ত্রীর নিকট আসে এবং এই দোয়া পড়ে—

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অতঃপর ঐ সময়ের সহবাসে যদি তাহাদের সন্তান পয়দা হয়, তবে শয়তান কখনও তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। অর্থাৎ শয়তান ঐ বাচ্চাকে গোমরাহ করার ব্যাপারে কখনও কামিয়াব হইতে পারিবে না।

দোয়ার অর্থ—আল্লাহর নামে এই কাজ করিতেছি। হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হইতে রক্ষা করুন এবং আপনি যে সন্তান আমাদিগকে দান করিবেন তাহাদিগকেও শয়তান হইতে রক্ষা করুন। (বুখারী)

٢٧٠-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِيْ صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء الفزع في النوم، رقم:٣٥٢٨

২৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাবড়াইয়া যায় তখন এই কালেমাগুলি পড়িবে—

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

'আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ ও সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র কুরআনী কালেমাসমূহের ওসীলায় তাহার গোস্বা হইতে, তাঁহার আযাব হইতে, তাঁহার বান্দাদের অনিষ্ট হইতে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে এবং এই বিষয় হইতে যে, শয়তান আমার নিকট আসিবে পানাহ চাহিতেছি।' উক্ত কালেমাগুলি পড়িলে সেই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) (নিজ খান্দানের) যে সমস্ত বাচ্চা সামান্য বুঝমান হইয়া যাইত তাহাদিগকে উক্ত দোয়া শিখাইয়া দিতেন আর অবুঝ বাচ্চাদের জন্য এই দোয়া কাগজে লিখিয়া তাহাদের গলায় ঝুলাইয়া দিতেন। (তিরমিযী)

٢٧١-عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأَى، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَإِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها، رقم:٣٤٥٣

২৭১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে, অতএব উহার উপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে এবং উহা বর্ণনা করিবে। আর যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে ; তাহার উচিত সে যেন এই স্বপ্নের ক্ষতি হইতে আল্লাহ তায়ালার পানাহ চায় এবং কাহারও সামনে ইহা বর্ণনা না করে। এইরূপ করিলে খারাপ স্বপ্ন তাহার ক্ষতি করিবে না।

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাহিবার জন্য 'আউযু বিল্লাহি মিন্ শার্‌রিহা' বলিবে। অর্থ ঃ আমি এই স্বপ্নের খারাবি হইতে আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাহিতেছি। (তিরমিযী)

٢٧٢-عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. رواه البخارى، باب النفث فى الرقية، رقم:٥٧٤٧

২৭২। হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আর খারাপ স্বপ্ন (যাহাতে ঘাবড়াইয়া যাওয়া হয় উহা) শয়তানের পক্ষ হইতে। যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ স্বপ্নের

মধ্যে অপছন্দনীয় জিনিস দেখে তবে যখন জাগ্রত হইবে তখন (নিজের বাম দিকে) তিনবার থুথু দিবে এবং এই স্বপ্নের খারাবি হইতে আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাহিবে। এইরূপ করিলে উক্ত স্বপ্ন সেই ব্যক্তিকে ক্ষতি করিবে না। (বুখারী)

٢٧٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُوْلُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ، وَيَقُوْلُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكْلَؤُهُ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُوْلُ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ وَيَقُوْلُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ إِلَىَّ نَفْسِىْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِىْ مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ دَابَّةٍ مَاتَ شَهِيْدًا، وَإِنْ قَامَ فَصَلّٰى صَلّٰى فِى الْفَضَائِلِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٥٤٨

২৭৩। হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ বিছানায় শুইবার জন্য আসে তৎক্ষণাৎ এক ফেরেশতা ও এক শয়তান তাহার নিকট আসে। শয়তান বলে, 'তোমার জাগরণের সময়কে' খারাবির উপর শেষ কর। আর ফেরেশতা বলে, উহাকে ভাল কাজের উপর শেষ কর। যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার যিকির করিয়া ঘুমাইয়া থাকে তবে শয়তান তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায় এবং সারারাত্র একজন ফেরেশতা তাহাকে হেফাজত করে। অতঃপর সে যখন জাগ্রত হয় তখন এক ফেরেশতা ও এক শয়তান তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আসে। শয়তান তাহাকে বলে, তোমার জাগরণের সময়কে খারাবি দ্বারা শুরু কর। আর ফেরেশতা বলে, ভাল কাজ দ্বারা শুরু কর। তখন সে যদি এই দোয়া পড়িয়া লয়— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ إِلَىَّ نَفْسِىْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِىْ مَنَامِهَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

অতঃপর কোন জানোয়ার হইতে পড়িয়া মারা যায় (অথবা অন্য কোন কারণে তাহার মৃত্যু হয়), তবে সে শাহাদতের মৃত্যু লাভ করে। আর যদি সে বাঁচিয়া থাকে এবং দাঁড়াইয়া নামায পড়ে তবে এই নামাযের উপর তাহার বড় বড় মর্যাদা হাসিল হয়।

দোয়ার অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমার জান আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দেন নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আসমানকে নিজের অনুমতি ব্যতীত জমিনের পতিত হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা লোকদের উপর বড় দয়ালু ও মেহেরবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মৃতদিগকে যিন্দা করেন ; তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (মুসতাদরাক হাকেম)

٢٧٤-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي: يَاحُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلٰهًا؟ قَالَ أَبِي: سَبْعَةً: سِتَّةً فِي الْأَرْضِ، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي. رواه الترمذی، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب قصة تعليم دعاء...، رقم:٣٤٨٣

২৭৪। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতজন মাবুদের এবাদত কর? আমার পিতা জবাব দিলেন, সাতজন মাবূদের এবাদত করি ; ছয়জন জমিনে আছেন আর একজন আসমানে আছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি আশা ও ভয়ের অবস্থায় কাহাকে ডাক? তিনি আরজ করিলেন, ঐ মাবুদকে যিনি আসমানে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হুসাইন! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে দুইটি কালেমা শিক্ষা দিব যাহা তোমাকে উপকার করিবে। যখন হযরত হুসাইন (রাযিঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ দুইটি কালেমা

শিখাইয়া দিন যাহার ওয়াদা আপনি আমার সহিত করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বল—

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي."

"হে আল্লাহ! আমার ভালাই আমার অন্তরে ঢালিয়া দিন এবং আমার নফসের খারাবি হইতে আমাকে রক্ষা করুন।" (তিরমিযী)

٢٧٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ عَنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٢٢

২৭৫। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তুমি এই শব্দগুলির দ্বারা দোয়া কর—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ عَنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সর্বপ্রকার কল্যাণ যাহা শীঘ্র লাভ হয়, যাহা দেরীতে লাভ হয়, যাহা আমি জানি ও যাহা আমি জানিনা এই সবকিছু আপনার নিকট চাহিতেছি। আর আমি সর্বপ্রকার মন্দ যাহা শীঘ্র অথবা দেরীতে আগমন করে, যাহা আমি জানি এবং যাহা আমি জানিনা এই সবকিছু হইতে আপনার পানাহ চাহিতেছি। আমি আপনার নিকট জান্নাত

এবং প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজের সওয়াল করিতেছি যাহা জান্নাতের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আমি আপনার নিকট জাহান্নাম হইতে এবং প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজ হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা জাহান্নামের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আমি আপনার নিকট ঐ সমস্ত কল্যাণ চাহিতেছি যেগুলি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিয়াছেন। আমি আপনার নিকট প্রত্যেক ঐ মন্দ বিষয় হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা হইতে আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চাহিয়াছেন। আমি আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছি যে, যাহা কিছু আপনি আমার বিষয়ে ফয়সালা করেন উহার পরিণাম আমার জন্য ভাল করিয়া দিন। (মুস্তাঃ হাকেম)

٢٧٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. رواه ابن ماجه، باب فضل الحامدين، رقم:٣٨٠٣

২৭৬। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন পছন্দনীয় বিষয় দেখিতেন তখন বলিতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত নেক কাজ পূর্ণ হয়।" আর যখন অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখিতেন তখন বলিতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

"সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালারই জন্য।" (ইবনে মাজা)

॥॥॥